উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোব্বার

রাজবাড়ির ঐতিহ্য থেকে চা বাগানের শ্রমিক, চারাগাছের বাজার থেকে মাটির খেলনা, জুতোর বাক্সের ছোট্ট রথ থেকে আজকের স্মার্টফোন; একটি উৎসব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বুনে চলেছে উত্তরবঙ্গের সামাজিক বন্ধন। **চাকা**

১৩ থেকে ১৫-র পাতায়

লর্ডসে রোহিতের শেষ ম্যাচ নয় ২০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	২৯°	৩০°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৬°

সর্বদলীয় বৈঠকে ডাক এনসিপিআই-কে ৭

সেরা ইয়ামি গৌতম, কার্তিক আরিয়ান ৭

শিলিগুড়ি ২ শ্রাবণ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 19 July 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 62

ত্রিস্তরীয় বলয়

বিগত সরকারগুলির আমলে শিলিগুড়ি করিডর বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের দ্বার হয়ে উঠেছিল। এখন এই সীমান্ত অনেকটাই নিরাপদ।

- অমিত শা, *স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী*

জুম্মাগছে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। পাশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও সেনা কর্তারা।

সীমান্তে হবে আরও ১৪ ব্যারাক

রণজিৎ ঘোষ ও নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার তথা রণকৌশলগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডরের সুরক্ষাকবচ আরও নিশ্ছিদ্র করতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ১৪টি নতুন ব্যারাক হচ্ছে। এগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারে ছয়টি ব্যারাক থাকবে। এর মধ্যে একটি মহিলা ব্যারাকের সূচনাও হয়েছে। এছাড়া, ছয় মাসের মধ্যেই উত্তরবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সমস্ত কাঁটাতারহীন এলাকায় কাঁটাতারের ব্যবস্থা হবে। মেচি, মহানন্দা বা তিস্তার সীমান্ত এলাকার মতো উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত পাহাড়ি বা নদীমাতৃক সীমান্ত এলাকায় প্রথাগত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে দ্রুত 'লেসার ওয়াল' এবং 'ইনফ্রারেড সেন্সর' ভিত্তিক স্মার্ট ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। ভারত-নেপাল সীমান্ত উন্মুক্ত হওয়ার সুযোগ নিয়ে তৃতীয় কোনও দেশের নাগরিকরা যাতে ভুয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহার করে চিকেনস নেকে প্রবেশ করতে না পারেন, সেজন্য এসএসবি কড়া চেকিং ও বায়োমেট্রিক নজরদারি বাড়াবে।

শিলিগুড়ি করিডরের সুরক্ষাকবচ আরও কড়া করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শনিবার উত্তরকন্যায় এক হাই প্রোফাইল বৈঠকে বসেন। সেখানেই এই সমস্ত বিষয় উঠে আসে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, বিএসএফ, এসএসবি-র উচ্চপদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর বারোর পাতায়

চিকেনস নেকের ৩৫০ কিমিতে বিশেষ নিরাপত্তা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ইতিমধ্যেই চিকেনস নেকের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে চিন। সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশে ভারতের সীমান্তে একাধিক অত্যাধুনিক সেনাছাউনি তৈরি করে ফেলেছে ড্রাগনবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি হয়ে অসমের কোকরাঝাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করতে চাইছে কেন্দ্র। চিকেনস নেকের জন্য ইতিমধ্যেই বিশেষ নিরাপত্তা বলয় তৈরি হয়েছে। এবার কিশনগঞ্জ থেকে কোকরাঝাড় পর্যন্ত

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার এলাকার জন্য ত্রিস্তরীয় বিশেষ নিরাপত্তা বন্দোবস্তের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে একটি সমীক্ষাও হয়েছে।

সেনা, আধাসামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ দলের নজরদারি ছাড়াও, দীর্ঘ এলাকার নিরাপত্তায় বিশেষ ড্রোন স্কোয়াড্রন তৈরি হতে পারে। বিমানবাহিনীকে নিরাপত্তার কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়েও আলোচনা চলছে। এই এলাকায় সেনা ও বিএসএফের হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনগুলোকে আরও শক্তিশালী করার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাও কেন্দ্রের কাছে জমা হয়েছে বলেই খবর। সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনায় সীমান্ত এলাকা ছাড়াও ৩৫০ কিলোমিটারে রেল, জাতীয় সড়ক, গুরুত্বপূর্ণ

- রেল, জাতীয় সড়ক, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও রাজ্য প্রকল্প, নদীবাঁধ, সেতু, জলবিদ্যুৎকেন্দ্র, গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে
- উত্তর-পূর্বে সক্রিয় বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে মদত দিচ্ছে আল-কায়দা, লস্কর, জইশ
- চিন থেকে মায়ানমার হয়ে ভারতে ঢুকছে বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, যা নিরাপত্তার বড় চ্যালেঞ্জ
- চিকেনস নেক এবং সংলগ্ন এলাকার সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে একাধিক বৈঠক সেনাপ্রধানের

জাতীয় ও রাজ্য প্রকল্প, নদীবাঁধ, সেতু, জলবিদ্যুৎকেন্দ্র, গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

দুর্যোগ কাটিয়ে ফুটবল-যুদ্ধের অপেক্ষা

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন এবং আর্জেন্টিনা

মহারণটি অনুষ্ঠিত হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে

ভারতীয় সময় অনুযায়ী ম্যাচটি শুরু হবে আজ রাত ১২:৩০ মিনিটে

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৮ জুলাই : নিউ জার্সির হুইপ্যানিতে শনিবার সকালে স্পেনের অনুশীলনে যখন পৌঁছালাম, চারপাশের আকাশ তখন ঘুটঘুটে কালো। নিউ ইয়র্ক রেড বুলসের প্রাক্তন এবং গথাম এফসি-র হবু অনুশীলন কেন্দ্রে সকাল ১১টায় রড্রিদের মাঠে নামার কথা। কিন্তু আমরা মাঠে পা রাখতেই কর্তারা তড়িঘড়ি আমাদের মিডিয়া ওয়ার্কস্পেসের ভেতরে ঢুকে যেতে বললেন। আট মাইলের মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ দেখা গেলেই খোলা মাঠে থাকা নিষেধ। ঘরের ভেতর বসেই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম মেঘের প্রবল গর্জন। শেষমেশ স্পেনের আউটডোর অনুশীলন মাঝপথেই থামিয়ে ফুটবলারদের ইন্ডোর সুবিধায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে মরিসটাউনে আর্জেন্টিনার আউটডোর অনুশীলনও পুরোপুরি বাতিল করে ফুটবলারদের জিমের স্টেশনারি বাইকে গা ঘামাতে বলা হয়। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো যে, নিউ জার্সির গভর্নর মিকি শেরিল বিধ্বংসী ঝড়, আচমকা বন্যা এবং টর্নেডোর কড়া সতর্কতা জারি করেছেন।

বাতাসে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ১৫৮, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্বস্তির খবর। আকাশ থেকে যে ভারী বৃষ্টি নামছে, আবহাওয়া বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলে 'ডার্টি রেইন'। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, এই প্রবল বৃষ্টিই বায়ুমণ্ডল থেকে কানাডার দাবানলের বিষাক্ত ধোঁয়া পুরোপুরি ধুয়ে সাফ করে দিচ্ছে। ফলে ফিফা এবং স্থানীয় আয়োজকরা সরকারিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, রবিবার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে স্থানীয় সময় দুপুর তিনটেয় (ভারতীয় সময় রাত সাড়ে বারোটায়) ফাইনাল একদম নির্ধারিত সূচিতেই হবে। রবিবারের তাপমাত্রা থাকবে বেশ আরামদায়ক, আর্দ্রতা ৫৫ শতাংশের আশপাশে এবং বাতাসের মান নেমে আসবে পুরোপুরি সহনশীল মাত্রায়।

দাবানলের এই ধোঁয়া নিয়ে রাজনৈতিক পারদও চড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দূষিত বাতাসের জন্য কানাডাকে তোপ দেগে নতুন করে শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন। রবিবার মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউমের সঙ্গে তিনিও মেটলাইফের ভিআইপি বক্সে বসে এই দ্বৈরথ উপভোগ করবেন।

প্রকৃতি আর রাজনীতির এই ডামাডোলের ঠিক উলটো চিত্র দুই দলের অন্দরমহলে। ফিফার আয়োজনে জাভিতস সেন্টারের ফ্যান ফেস্টে দুই দলের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা গেল এক বিরল ছবি। স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে ও রড্রির পাশে বসে আর্জেন্টিনার লিওনেল স্কালোনি ও মেসি। স্প্যানিশ ও আর্জেন্টাইন- দু'দলের ভাষা এক, সংস্কৃতিও এক। স্কালোনি তো থাকেনই স্পেনের মায়োরকায়। তাই এখানে আক্রোশের বদলে জায়গা করে নিয়েছে নিখাদ ফুটবলীয় শ্রদ্ধা।

স্পেনকে শুরুতে কেউ সেভাবে গুরুত্ব না দিলেও, তারাই এখন সবচেয়ে জমাট ফুটবল খেলছে। সাত ম্যাচে গোল হজম করেছে মাত্র একটি। পরিসংখ্যান বলছে, তাদের বিরুদ্ধে গোল হওয়ার সম্ভাবনা ম্যাচ প্রতি মাত্র শূন্য দশমিক তিন। ফরাসি আক্রমণভাগকে নিস্তেজ করে দেওয়া রড্রি প্রবল চাপের মুখে দাঁড়িয়েও প্রতি ম্যাচে গড়ে ৪৭টি নিখুঁত পাস বাড়ান।

অন্যদিকে, খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে আর্জেন্টিনার জুড়ি মেলা ভার।

এরপর বারোর পাতায়

- বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি গোল করেছে (১৯টি), যা ১৯৭০ সালের পর বিশ্বকাপে যে কোনও দলের জন্য সর্বাধিক
- স্পেন সবচেয়ে কম গোল হজম করেছে। টুর্নামেন্টের ৭টি ম্যাচে তারা মাত্র ১টি গোল খেয়েছে
- স্পেন তাদের টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত থাকার একটি অনবদ্য রেকর্ড নিয়ে ফাইনালে নামছে, যা আন্তর্জাতিক ফুটবলে যুগ্ম সর্বাধিক
- সাধারণত স্পেনকে পাসের মাস্টার বলা হলেও, এই টুর্নামেন্টে দল হিসেবে আর্জেন্টিনা স্পেনের (৪,১৫৬) চেয়ে বেশি পাস সম্পন্ন করেছে (৪,৩২৪)

যানজট কমাতে সম্প্রসারিত হবে হিলকার্ট রোড

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : যানজট সমস্যা মেটাতে বহু পরিকল্পনাই করা হয়েছে। কিন্তু কোনওটিতেই ঠিকমতো কাজ দেয়নি। পূর্ত দপ্তর তাই এবারে শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম ব্যস্ত হিলকার্ট রোড সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমান রাস্তার দু'পাশে অন্তত ছয় ফুট বা প্রায় দেড় মিটার করে রাস্তা চওড়া করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে খবর। পাশাপাশি ভবিষ্যতে রাস্তার দু'ধারের পার্কিং জোন তুলে দিয়ে যানজট কমানোরও ভাবনা রয়েছে। পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'হিলকার্ট রোড সম্প্রসারণের জন্য ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করে রাজ্যে পাঠানো হবে। সেখান থেকে ছাড়পত্র এলে তবেই কাজ হবে।'

মাল্লাগুড়ি থেকে এয়ারভিউ মোড় হয়ে হাসমি চক পর্যন্ত হিলকার্ট রোড শিলিগুড়ির সবচেয়ে ব্যস্ত রাস্তাগুলির অন্যতম। প্রতিদিন এই রাস্তার যানজটে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হয়। বাম আমলে এখানে ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক সমীক্ষাও হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীদের একাংশের আপত্তিতে সেই পরিকল্পনা আর এগোয়নি। পরে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) তৎকালীন চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ভিশন-২০২০ পরিকল্পনাতেও হিলকার্ট রোডে ফ্লাইওভারের প্রস্তাব রাখা হয়। এমনকি প্রস্তাবিত ফ্লাইওভারের প্রতিরূপ এসজেডিএ ভবনেও প্রদর্শিত ছিল। কিন্তু পরে সেই পরিকল্পনাও আর বাস্তবায়িত হয়নি।

সরকার পরিবর্তনের পর শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করে শহরের যানজট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ টোটোর চলাচল নিয়ন্ত্রণ সহ একাধিক ব্যবস্থা চালু করে।

এরপর বারোর পাতায়

চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

দলত্যাগীরা ফিরলেই ইস্তফা

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জুলাই : আবার চ্যালেঞ্জের মেজাজে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বিজেপিকে নয়, চ্যালেঞ্জ প্রাক্তন দলীয় সতীর্থদের বিরুদ্ধে। যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে কেউ বিজেপিতে, কেউ এনসিপিআইয়ে বা নিজেরা ব্লক তৈরি করেছেন। গত দু'মাসে তাঁদের সমস্ত অভিযোগ ছিল অভিষেকের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের জন্যই তাঁরা দল ছেড়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন। সেই সতীর্থদের উদ্দেশে অভিষেক জানালেন, তাঁরা দলে ফিরলে তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করবেন।

যদিও তিনি একথা বলতে ভোলেননি যে, তাঁকে দোষারোপ অজুহাত মাত্র। আসলে ইডি, সিবিআই কিংবা পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে সকলে বিজেপির কোলে সরাসরি বা পরোক্ষে আশ্রয় নিয়েছেন। একই কথা একদিন আগে তৃণমূল নেত্রী ফেসবুক লাইভে বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, অভিষেককে নিশানা করা আসলে বাহানা মাত্র। নিজেদের 'লাগেজ-ব্যাগেজ' রক্ষা করতে অনেকে তাঁর স্পর্শ ছেড়েছেন।

শনিবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় প্রাক্তন সতীর্থদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন অভিষেক। তাঁর ভাষায়, 'আপনারা এটাই বলেছেন তো যে,

আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, আপনারা দলে ফিরে আসুন, আমি ১ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা দিয়ে দেব।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিষেক ব্যানার্জি ছেড়ে দিলে আপনারা সবাই চলে আসবেন? আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে

এরপর বারোর পাতায়

অনশনে অনড় ওয়াংচুক

যন্তরমন্তরে ধুন্ধুমার কাণ্ড। শনিবার সকালে জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সোনম ওয়াংচুককে। দীপকের মুখে কালি, বিক্ষোভ সরাতে নির্দেশ।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করলেও সোনম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙানো যায়নি। পার্থক্য শুধু নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরের বদলে এই শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন সফদরজং হাসপাতালে। হাসপাতালের মেডিকেল বুলেটিন অনুযায়ী, ২১ দিনের অনশনে ওয়াংচুকের শরীরে তরলের পরিমাণ কমেছে। সেজন্য স্যালাইন দেওয়া জরুরি।

কিন্তু স্যালাইন বা ওষুধ-কোনওকিছু নিতেই রাজি করানো যায়নি তাঁকে। শনিবার সাতসকালে সাদা পোশাকে দিল্লি পুলিশ যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির অবস্থান মঞ্চ থেকে সোনমকে তুলে নিয়ে যায়। তার আগে ওই এলাকার মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট ব্লক করে দেওয়া হয়েছিল। যে ঘটনাটি অপহরণের শামিল বলে সমালোচনা হচ্ছে জনপরিসরে। তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়কার পরিস্থিতি আড়াল করতে পুলিশ মঞ্চটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিল।

ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভকারীদের যন্তরমন্তর ফাঁকা করে দিতে দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। তাতে পিছু হটেননি বিক্ষোভকারীরা। বরং এখনকার শুধু কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নয়, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগের দাবি তুলেছেন তাঁরা। ওয়াংচুককে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে আমরণ অনশনে বসার ঘোষণা করেন।

স্ট্রেচারে শুইয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওয়াংচুককে। নয়াদিল্লিতে।

পরে শনিবার সন্ধ্যা থেকে অনশনে শামিল হয়েছেন সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সভাপতি আদর্শ এম সাজি ও যুগ্ম সম্পাদক ঐশী ঘোষ। বিক্ষোভকারীরা ২০ জুলাই সংসদ চলোর পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি পালিত হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন। যদিও দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, ওই কর্মসূচির অনুমতি নেওয়া হয়নি। পুলিশের এই মনোভাবে মনে করা হচ্ছে, সংসদ চলোকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে অশান্তি হতে পারে।

যন্তরমন্তর সহ গোটা দিল্লিকে ইতিমধ্যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলেছে পুলিশ। অনশনে বসতেই দীপকের মুখে কালি ছোড়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা। ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে যেতে 'গায়ের জোর খাটানো'য় অন্যায় কিছু দেখছে না দিল্লি পুলিশ।

এরপর বারোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহজুড়ে পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। ভাইয়ের সহায়তায় কঠিন কাজের সমাধান হয়ে যাবে। ললিতকলার চর্চায় সম্মানিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে দেশের বাইরে যেতে হতে পারে। হাঁটু, কোমর এবং পায়ের যন্ত্রণায় দুর্ভোগ বাড়বে।
বৃষ : কর্মক্ষেত্রে বিনয়ী মনোভাবের কারণে বিরোধীদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবেন। পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের কোনও ব্যক্তির কথায় কান দেবেন না। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে না গিয়ে কথাবার্তায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। সৃষ্টিশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে।
মিথুন : অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য এবং দূরবর্তী স্থানে ব্যবসার শাখা বিস্তার। নতুন, জমি, বাড়ি, গাড়ি, অলংকার কেনার সুযোগ মিলবে। শেয়ার, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সমর্থনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়বেন।
কর্কট : বিষয়সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধ। বেদ-পুরাণ চর্চা ও সাধুসন্তদের সেবায় মানসিক শান্তি মিলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। এ সপ্তাহে নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রেমে শুভ।
সিংহ : কর্মক্ষেত্রে জটিলতার জেরে বিকল্প কাজের সন্ধানে যেতে হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে এ সপ্তাহে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা। পৈতৃক ব্যবসায়ে বাড়তি বিনিয়োগে যুক্তদের এ সপ্তাহে সাফল্যের সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পাবেন। কাউকে সাহায্য করতে পেরে মানসিক শান্তি মিলবে।
কন্যা : অধ্যাপনা, গবেষণার সঙ্গে যুক্তদের এ সপ্তাহে সাফল্যের সম্ভাবনা। প্রিয় বন্ধুর হস্তক্ষেপে দাম্পত্য সমস্যা মিটে যেতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। মাথা এবং চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। এ সপ্তাহে পড়ুয়াদের সাফল্য মিলবে। ব্যবসায় কর সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মানসিক চাপ থাকবে।
তুলা : এ সপ্তাহে প্রয়োজনীয় অর্থ হাতে পেতে পারেন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। শারীরিক সমস্যা অস্বস্তিতে ভোগাবে। কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময়। যে কোনও রকমের বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। নিকট কোনও স্বজনের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে প্রতারিত হতে পারেন।
বৃশ্চিক : নিজস্ব উদ্যোগের ফল পাবেন। প্রেমের ব্যাপারে দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হবে। রাজনীতিকরা খুব সতর্কভাবে কথাবার্তা বলুন। সামান্য কথার ভুলে গভীর সংকট তৈরি হতে পারে। সপ্তাহের শেষে উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মকুশলতার প্রশংসা ও উচ্চমানের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।
ধনু : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় আনন্দ। শত্রুর মোকাবিলায় আইনি পথেই সমাধান করতে সক্ষম হবেন। স্বজনদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হলেও সপ্তাহ শেষে মিটে যাবে। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। জ্ঞানীজনের সুপরামর্শে কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।
মকর : অকারণে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে এ সপ্তাহে উদ্বেগ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের ভুলের মাশুল দিতে হতে পারে। জমি, বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত এখনই নেবেন না। বিশেষ কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে।
কুম্ভ : কোনও লোভনীয় প্রস্তাব পেলেও তা বাড়ির কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। অংশীদারি ব্যবসায় এখন না নামাই ভালো হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি। পুরোনো কোনও সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে মতানৈক্য। সরকারি চাকরিজীবীরা বদলির খবর পেতে পারেন।
মীন : প্রতিবেশীর কথায় নির্ভর করে বাড়ির ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থতা ও মানসিক অবসাদ বাড়বে। উদাসীনতায় ভালো সুযোগ নষ্ট করে ফেলবেন। স্পষ্ট কথায় বিড়ম্বনায় সমস্যা বাড়বে। ভিন্ন পথে আয় উপার্জনের সুযোগ উপেক্ষা করে চলুন। নতুন সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

পাত্র চাই

■ Scheduled Caste, মালো ছেলে সম্প্রদায়ভুক্ত, 29+/5'-2", (B.Sc. Math., Hons.), সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 36, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই, স্ববর্ণ/অসবর্ণ চলবে। মোঃ 9475539578. (C/113849)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, BBA/LLM (উকিল), 25+/5'-6", পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। সরাসরি-(M) 8509026260. (C/122828)

■ পুঃ বঃ দাস, ফর্সা, সুশ্রী, 30/5', Eng. medium, M.A. (Eng.), B.Ed., নিজস্ব Construction ব্যবসার সাথে যুক্ত পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি ও তৎসংলগ্ন নিবাসী, 34-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। (M) 9474587744, 9434319383. (C/122572)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518.

■ বৈশ্য সাহা, 32+/5'-4", B.Tech., কেঃ সঃ চাঃ (অসম)। সরকারি চাকুরে/বেঃ সঃ চাঃ, B.Tech. সুপাত্র চাই। (M) 8777425772. (C/122814)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 30+/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্ব/অসঃ পাত্র চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/122299)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 33/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/122062)

■ ব্রাহ্মণ কন্যা, ৩০+/৫'-৫", শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোঃ 7001929331. (C/122827)

■ কায়স্থ পাল, 31/5'-1", B.Tech., কলিঃ IT কর্মরতা, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি/বেসরকারি উচ্চপদে কর্মরত 36 অনূর্ধ্ব, সুশিক্ষিত, সুদর্শন পাত্র কাম্য (SC/ST বাদে), শিলিগুড়ি, কলকাতা নিবাসী অগ্রগণ্য। Ph : 9641651632 (5 P.M. to 11 P.M.). (C/122830)

■ 38+/5'-4", আলিম্যান গোত্র, হাইস্কুল শিক্ষিকা, এইরূপ পাত্রীর অবিবাহিত, নেশাহীন, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 8942047599 (7.00 P.M.-9.00 P.M.). (C/122831)

■ পাত্রী মণ্ডল, শিলিগুড়ি নিবাসী, 24/5'-4", M.A., B.Ed. পাঠরত, ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম। এরূপ পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবকরা যোগাযোগ করিবেন। (6 P.M.-9 P.M.) (M) 8509860101. (C/122851)

■ পাত্রী 30+/5', SC, দেবারিগণ, মাঙ্গলিক (কাটানো হয়েছে), B.Tech. করে বর্তমানে Pune-তে IT, MNC-তে কর্মরত। Originally গৌহাটি আসাম। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7086287468, 8134934385. (C/122903)

■ বয়স ৩৮/৫'-১", মাধ্যমিক পাশ, নমঃশূদ্র, ৪২-৪৯ মধ্যে অবিবাহিত, দায়িত্ববান ও কর্মঠ পাত্র চাই। সকাল ৯ থেকে বিকেল ৫টা। (M) 9434306152. (C/113853)

■ বৈদ্য, 39, M.A., B.Ed., হাইস্কুলের পার্শ্ব শিক্ষিকা, ডিভোর্সি, এক পুত্রসন্তান বর্তমান। পাত্রীর উপযুক্ত স্ব/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 9749797853. (S/C)

■ ২৮/৫'-৩", শ্যামবর্ণা, ব্রাহ্মণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্থায়ী কর্মী (বড় বোন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় আধিকারিক, বিবাহিতা) পাত্রীর জন্য ভদ্র, রুচিশীল, দাবিহীন পরিবারের অনূর্ধ্ব ৩৫, অন্তত ৫'-৫" (রাক্ষসগণ বাদে), সরকারি/রাষ্ট্রায়ত্ত স্থায়ী চাকরিরত বা সুউপায়ী, নেশাহীন পাত্র চাই। জলঃ/শিলিঃ নিবাসী, ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ/বৈদ্য অগ্রগণ্য। (ম্যাট্রিমনি বাদে।) 7407063387. (C/122458)

■ কায়স্থ, 38/5', বাবা রিটায়ার্ড, ফর্সা, স্লিম, M.A. (His.), Computer Dip. (2 years), Govt. Job (Cont.), মিথুন রাশি, দেবগণ, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য 38-45, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার ও তার সংলগ্ন এলাকার পাত্র কাম্য। (M) 6294842270. (C/121494)

■ বসাক (দাস), 27+/5'-2", সুশ্রী, ফর্সা, B.Sc., Fashion Designing, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত (কলকাতা), প্রতিষ্ঠিত সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত SC/ST বাদে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 8250756504 (6 P.M.-11 P.M.). (C/122834)

■ পুঃ বঃ বৈশ্য সাহা, সুদর্শনা, 28/5'-1½", মধ্যমবর্ণা, M.A., B.Ed., বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8653247795. (B/B)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, B.Sc., B.Ed, গানে বিশারদ। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর যোগ্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/122843)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Sc., B.Ed., সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষিকা, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। 8637896519. (C/122843)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী যোগ্য পাত্র চাই। 9382435745. (C/122843)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed., স্টেট গভর্নমেন্ট চাকরিরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। 9242547789. (C/122843)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 28/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী, নরগণ, বৃষ রাশি, M.Com., পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অথবা সরকারি চাকরি উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9046323555. (C/122902)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, পিতা সরকারি দপ্তরে কর্মরত, মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7365993445. (C/122904)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, M.Sc., একটি প্রাইভেট স্কুল-এ শিক্ষিকা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7478203371. (C/122904)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, M.Sc., সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/122904)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9239329826. (C/122904)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, M.Sc., সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9091607897. (C/122904)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, M.Sc., ভালো গান জানে, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297176324. (C/122904)

■ পাত্রী, 31+, গণ-দেব, B.A.Pass, (গ্রাফিক্স ডিজাইনার), শিলিগুড়ি নিবাসী, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 7908680655. (C/122844)

■ জলঃ, ৩০+, Civil Engg., 5'-4", পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/বেঃ সঃ পাত্র কাম্য। (M) 9126017216. (C/122960)

■ ব্রাহ্মণ, ২৮/৫'-৫", ইংরেজি স্নাতক, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ-৭০২৯৪৩০৭০৪. (C/122457)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, গুহ, ৩৭/৫'-৩", নরগণ, কন্যা রাশি, এমএ, ডিএড, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7001758167. (C/122454)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, 28/4'-11", BPT Doctor (WBUHS, Durgapur, Burdwan Medical), শিলিগুড়ির কাছে সরকারি হসপিটালে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষক, বাড়ি কালিয়াগঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Matrimony নয়, সরাসরি যোগাযোগ কাম্য। (M) 9434424316. (C/122849)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩০+/৫'-৪", B.A.(H), আবৃত্তিশিল্পী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ঘটক বা ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434872730. (C/122852)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, SC (নঃ শূঃ), জন্ম ১৯৯৫, মা-বাবার একই মেয়ে, M.A.Pass, বেসরকারি ইংলিশ-মাধ্যম স্কুলের সহকারি শিক্ষিকা। সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি কাছাকাছি অগ্রগণ্য। 9832329685, 9641727415. (C/122853)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ২৮/৫'২", এমএ (বাংলা), ডিএলএড, সংগীতজ্ঞা, সরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8145232389, শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (C/113855)

■ পাত্রী বসাক, ৫'-৩", বয়স ৩৩, M.A., ফর্সা, সুশ্রী। সরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8927914429. (C/122860)

■ নমশূদ্র, 31+/5'-3", M.Sc. পাশ, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9832137033, শিলিগুড়ি। (C/113856)

পাত্র চাই

■ বৈদ্য, 26, বিটেক, 4'-11", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা পাত্রীর উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সরকারি চাকুরে, অনূর্ধ্ব 30 পাত্র কাম্য। (M) 9434412488. (S/C)

■ কায়স্থ, 30, M.A., 5'-0", ফর্সা, সুশ্রী, চাকরিরতা কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্ব/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 9474686845. (S/C)

■ কায়স্থ দে, 34/5'-2", দেবারি, কর্কট, M.A. (History), Music Teacher, 37 মধ্যে চাকরি, ব্যবসা/Bank, উচ্চমধ্যবিত্ত, কায়স্থ, সুদর্শন, নেশাহীন পাত্র কাম্য। 6294159523. (C/122859)

■ পাত্রী কুণ্ডু, 5'-2"/28+, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, Eng. M.A., B.Ed., চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। মালদা, উঃ-দঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 9064235230. (C/122863)

■ ঘোষ, Gen., 5'-4", স্লিম, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ডিপ্লোমা আর্কিটেক্ট, গানে বিশারদ। ভালো ও প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। Ph : 6295512314. (C/122873)

■ পাত্রী কুলীন কায়স্থ, 42/5'-4"-5", B.A. পাশ, ফর্সা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী (47-48 বছর) বয়সের মধ্যে পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 6294386264. (C/122908)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭+, সুন্দরী, বর্তমানে কলিকাতা-তে প্রাইভেট ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/122910)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, B.Tech পাশ এবং বর্তমানে প্রাইভেট জব করে। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/122910)

পাত্র চাই

■ সুন্দরী, সুন্নি শেখ, 4'-8", ফর্সা, M.A. পাঠরতা, প্রাণীসম্পদ দপ্তরে ক্যাজুয়াল কর্মী, উত্তর দিনাজপুর নিবাসী সুচাকুরে পাত্র কাম্য। 8617896733. (C/122910)

■ নমশূদ্র, 23/5'-3", M.Sc. Running, সুন্দরী, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9734488572. (C/122910)

■ তিলি, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ব্যবসায়ী পিতার কন্যা, 29/5'-6", B.A. পাশ, পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 9832488196. (C/122910)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৫/৫'-৪", আইনজীবী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অগ্রগণ্য। মোঃ 9434411534, 9735070908. (C/122910)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-2", MBA, MNC-তে উচ্চপদে কর্মরতা, শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-8250240286. (C/122910)

■ পুঃ বঃ কায়স্থ, ৩৪/৫'-২", স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, M.A., B.Ed., MLIS, Pvt. স্কুলে লাইব্রেরিয়ান পদে কর্মরত। সরকারি চাকরিজীবী/শিক্ষক, ৪০ এর মধ্যে, সন্তানহিন, নরগণ বাদে, ডিভোর্সি অথবা অবিবাহিত পাত্র চাই। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা অগ্রগণ্য। প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 9800421362. (C/122603)

■ ২৭, LLM পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী কন্যা, সুন্দরী ও প্রাইভেট কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য সরকারি, বেসরকারি চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/122910)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি পাত্রী, ৩৭+, বর্তমানে ICDS-এ সুপারভাইজার। যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/122910)

পাত্র চাই

■ Gen., 27/5'-1", M.A., নাসারী স্কুলে কর্মরতা, ফর্সা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9641399643, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (C/113857)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 38+/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজ বাড়ি, Private Job, ঘরোয়া বা কর্মরত উপযুক্ত ভদ্র পাত্রী কাম্য। 7384035215. (C/122841)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যাঙ্গালোরে CA Firm-এ কর্মরত (10 LPA), ৩৯/৫'-৮", পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩২ বছর ও ন্যূনতম ৫'-৪" উচ্চতার পাত্রী আবশ্যক। যৌতুকহীন রেজিস্ট্রি বিবাহে আগ্রহী। (M) 8088913713. (C/122832)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, কায়স্থ, দেবগণ, 29/5'-9", WBAP নিযুক্ত, B.Sc. পাত্রের জন্য উপযুক্ত সরকারি চাঃ পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-9733241863 (8 P.M.-9 P.M.). (C/122063)

■ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, MNC, 37 LPA, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, পাত্র। কোচবিহার, 30/5'-7", দেবগণ। প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, নম্র, ভদ্র, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 26 পাত্রী কাম্য। (M) 9932891285. (C/121495)

■ কায়স্থ, B.Tech., 5'-6"/30+, Bangalore নামী MNC-তে কর্মরত, Bangalore-এ কর্মরতা পাত্রী চাই, B.Tech./MBA, নরগণ বাদে Siliguri বা তৎসংলগ্ন অগ্রগণ্য। Matrimony, ঘটক অপ্রয়োজনীয়। (M) 9434872823. (C/122842)

■ ব্রাহ্মণ, 42, স্নাতক, 5'-3", বিপত্নীক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের উপযুক্ত স্ব/অসবর্ণ, বিধবা পাত্রী কাম্য। (M) 9083625814. (S/C)

পাত্রী চাই

■ মৈথিলী ব্রাহ্মণ, ৩২, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, কাস্টবার নেই। 9242398532. (C/122843)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9242547789. (C/122843)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৮ বছর, B.Tech., রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7478203371 (সন্তান গ্রহণযোগ্য)। (C/122904)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩২ বছর, MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পিতা ও মাতার একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7047934466. (C/122904)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7365993445. (C/122904)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/122904)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, MBA, ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9239329826. (C/122904)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর, M.Tech., অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপার্টমেন্ট-এ উচ্চপদে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/122904)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৯, B.Tech., সরকারি দপ্তর PWD-এ কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/122904)

■ কায়স্থ, 41/5'-8", B.A., বেঃ সঃ ব্যাংকে কর্মরত+ব্যবসা, পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 35 পাত্রী কাম্য। 7363831702. (C/122461)

■ কায়স্থ, 33/5'-5", H.S., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ইলেক্ট্রিক্যাল ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9641350823. (C/122065)

■ পাত্র দত্ত বাড়ুই, 31/5'-1", নিজস্ব ব্যবসা। পিতৃহীন, দু-ভাই, বড় ছেলে, মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব, 26 পাত্রী কাম্য। 8101583615. (C/122850)

■ কায়স্থ, 35/5'-7", একমাত্র ছেলে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নামমাত্র ডিভোর্সি, মা ও ছেলের সংসারের জন্য শিক্ষিত, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Cont.: 7362988089. (C/122858)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। লোকেশন, কাস্ট নো বার। (M) 9242295120. (C/122910)

■ সঃ চাকরিজীবী পাত্রের (35/5'-11") জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী চাই (কর্মরতা অগ্রগণ্য)। কোচবিহার। 8016327466. (C/122855)

■ 27 অনূর্ধ্ব সুশ্রী, সুশিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্র-বয়স 29, উচ্চতা 5'-4", যোগ্যতা-B.A., B.Ed., ব্যবসায়ী, মালদা। যোগাযোগ-8910872863. (C/122868)

■ বয়স 31 বছর, 5 ft. 8 inch., ব্রাহ্মণ, মালদা নিবাসী, মারুতি সুজুকি-তে সেলসম্যান, পাত্রের জন্য Siliguri & Jalpaiguri, সুন্দরী, ব্রাহ্মণ, বয়স 27-এর নীচে পাত্রী চাই। Mob : 9563186445. (C/122856)

■ 34+/5'-6", B.Sc., কায়স্থ, MBA, HDFC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। মা পেনশনভোগী। 8597519854. (B/S)

■ কায়স্থ ঘোষ, 33+/5'-6", B.Com., বেসরকারি বিমান সংস্থায় কর্মরত, নেশাহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9126136770, 8389936348. (C/122909)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৫/৫'-৮", গ্র্যাজুয়েট, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-8918191199. (C/122463)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বণিক, ডিভোর্সি, 37/5'-4", Graduate, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ভদ্র, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 8637097648. (C/122462)

■ তিলি পাল, 32/5'-6", B.Tech., সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7063770225. (C/122909)

পাত্রী চাই

■ জন্ম 1990, 5'-10", M.A. (Incomp.), নিজস্ব প্রঃ ব্যবসা, একমাত্র পুত্র, জেঃ/বাজবীবী পাত্রী চাই। অভিভাবকই ফোন করবেন। Mob : 9593937157. (C/122465)

■ কায়স্থ, 35/5'-7", MBA, পৌরসভায় কন্ট্রাঃ চাকরি পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, সুশ্রী, ৩০-এর মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 9002561144. (C/122466)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৬/৫'-৮", ব্যবসা, B.A. Passed, একমাত্র সন্তান, পিতা Retd. Govt. Service, Caste no bar, কোনও দাবি নেই। Mo.No. 9547093227. (C/122601)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, একমাত্র পুত্র, নিজস্ব (Auction ও Valuation) ব্যবসা, মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/122865)

■ গন্ধবণিক, শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-9"/31, নরগণ, সঃ ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Contact : 9474629969. (C/122867)

■ 58, Teacher, Seperated, পিছুটানহীন, কর্মরতা, দায়িত্ববান পাত্রী আবশ্যক। (M) 8900504548. (C/122869)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 5 ft. 6"/42, জানুয়ারি 2011 হইতে জলপাইগুড়িতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক, পাত্রী চাই। (M) 9733631106. (C/122871)

■ ডিভোর্সি পাত্র, 36/5'-9", 11/12 Teacher, অনূর্ধ্ব 30, ডিভোর্সি/অবিবাহিত, ভক্তিমতি, সংসারী পাত্রী কাম্য। Mob : 9800667044. (C/122879)

■ কর্মকার, ৪৯/৫'-৫", অষ্টমবান, নিজস্ব বাড়ি, ব্যবসা। দাবিহীন পাত্রের ঘরোয়া পাত্রী চাই। শীঘ্রই বিবাহ। (M) 8609665358. (C/122469)

■ পুঃ বঃ কায়স্থ, ইস্যুলেস ডিভোর্সি, কাশ্যপ, মাঙ্গলিক, দেব, ৪১+/৫'-১০" +বিকম (অনা) এমবিএ, কর্মক্ষেত্রে সোনিপাত, সিনিয়র ম্যানেজার গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ অফিসার, মা গৃহবধূ আইনজীবী, রুচিশীল শিক্ষিত পরিবারের রিলোকেশনে সম্মত উপযুক্ত পাত্রী চাই। চাকরি/প্রফেশনে যুক্ত হতে পারেন। 7595911914, 9433780257. (C/122908)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, 37+/5'-11", B.Com., বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সাধারণ, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ভাড়া বাড়িতে থাকি। (M) 7797225834. (C/122909)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সাহা, 37/5'-6", একমাত্র ছেলে, নামমাত্র ডিভোর্সি, ফোটো জার্নালিস্ট ও নিজস্ব ব্যবসা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, মাতা গৃহিণী, পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8918417733. (C/122909)

■ কায়স্থ, ৩২/৬, জলপাইগুড়ি নিবাসী, B.Tech. Eng., কলকাতায় বেঃ সঃ চাকরিরত, সুদর্শন, দাবিহীন পাত্রের জন্য কায়স্থ পাত্রী চাই। পিতার স্থিতল বাড়ি এবং চালের গদি আছে। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 9064217308. (C/122846)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Tech পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন এয়ারপোর্ট অথরিটিতে অফ ইন্ডিয়াতে কর্মরত পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/122910)

■ 35/5'-7", M.Tech., জলপাইগুড়ি নিবাসী, সঃ ব্যাংকে Manager পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8653532785. (C/122910)

■ WB ব্রাহ্মণ, 35/5'-3", কেঃ সরকারি কর্মচারী, অনূর্ধ্ব 28, ব্রাহ্মণ/উচ্চবর্ণীয় শিক্ষিতা, সুশ্রী, উঃ বঙ্গ পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7001917551, 9800840551. (C/122755)

■ 42/5'-8", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বল্পকালীন Divorce, MBBS, MS MCH ডাক্তার পুত্রের জন্য ঘরোয়া/চাকরিরতা/ডাক্তার পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/122910)

■ 35/6'-1", IIT, M.Tech., Ph.D., শিলিগুড়ি নিবাসী, NRI মাসিক আয় 13 লক্ষ, বাবা প্রয়াত, মা গৃহবধূ। একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8653243203. (C/122910)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪, শিক্ষিতা, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/122178)

■ উত্তরবঙ্গ, 32, M.Tech., ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে মেকানিক্যাল Engg.-এ কর্মরত, পিতা ফ্যামিলি বিজনেস-এর সাথে যুক্ত, নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9733066658. (C/122910)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 31/5'-8", M.Tech., PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9734485015. (C/122910)

■ Gen., 29/5'-9", B.Tech., W.B.Govt. Officer, পিতা Retired Govt. Engineer, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, ফর্সা (23-27) পাত্রী কাম্য। 9474028408. (C/122296)

■ ৩২, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Sc. পাশ ও পিএইচডি করছেন, পাত্র অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এ অফিসার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিদাওয়া নেই। (M) 7596994108. (C/122910)

■ বারুজীবী, 6'-2"/38, B.Com. (H), ICWAI Appeared, প্রতিষ্ঠিত একাধিক ব্যবসা, দ্বিতল বাড়ি, নিজস্ব গাড়ি, দাবিহীন একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (SC/ST বাদে।) (M) 9563833448. (C/121497)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি পাত্র, বয়স ৪২+ ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়েতে কর্মরত। শিক্ষিতা, ভদ্র, সুশীল ও উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7602010691. (C/122910)

■ বৈদ্য পাত্র, 29+, উঃ বঙ্গ রায়গঞ্জ নিবাসী, মাল্টিন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 26, স্ব/অসবর্ণ, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। 9434246967. (C/122826)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২+, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী IT কোম্পানিতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। শিক্ষিতা, ভদ্র যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7602010691. (C/122910)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৮, বর্তমানে সরকারি ব্যাংকে PO পদে উত্তরবঙ্গে কর্মরত। শিক্ষিতা, ভদ্র, সুশীলা ও যোগ্য পাত্রী কাম্য। সম্পূর্ণ দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/122910)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২+, শিক্ষিত, ইনকামট্যাক্স অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9242295120. (C/122910)

■ কোচবিহার নিবাসী, বয়স 34 বছর, উচ্চতা 6 ফুট, কায়স্থ, B.Tech., কোলকাতা কর্পোরেশনের Asst. Eng., পাত্রের জন্য সরকারি চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। M.No. 9593674207. (C/122912)

■ পাত্রীর বয়স ২৬-৩২ বছর, স্নাতক, বাঙালি ব্রাহ্মণ। পাত্রের বিবরণ : ৩৬ বঃ, উচ্চতা ৫'-৩", বাঙালি ব্রাহ্মণ, IMI Kolkata-এর Assistant Professor, বর্তমানে কলকাতায় বাসরত, আদি বাড়ি : চন্দ্রনাথপুর, কাছাড় জেলা, অসম। যোগাযোগ : পাত্রের পিতা-৯৮৩০০৮৬০৬৯. (K)

■ পাত্রকায়স্থ, 43/5'-8", ডিভোর্সি, B.Tech. ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়িতে বাড়ি ও কলিকাতায় ফ্ল্যাট আছে। সুশ্রী, শিক্ষিতা, শান্তস্বভাবের পাত্রী চাই। (M) 9064247727, 7003032400. (C/122829)

■ সাহা পাত্র, 37+/5'-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য, 32-এর মধ্যে। মোঃ 9475046694. (C/122794)

■ মালদা নিবাসী, রায়চৌধুরী, Gen. কাস্ট, 27/5'-5", চিকিৎসক, এমডি, পাঠরত, পিতা-মাতা উভয়ই রিটায়ার্ড সরকারি চাকুরে, একমাত্র সন্তান পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া, ছোট পরিবারের উপযুক্ত স্ব/উচ্চ অসঃ পাত্রী কাম্য। (M) 8900650237 (5 P.M. to 9 P.M.). (C/122814)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 38/5'-9", রাজ্য সরকারের গ্রুপ B কর্মী। শিক্ষিতা (মাস্টার্স/B.Sc.), কমপক্ষে 5'-3", সুন্দরী, স্লিম, শান্তস্বভাবের অনূর্ধ্ব 34, জলপাইগুড়ি নিবাসী/জলপাইগুড়ি সংলগ্ন, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (ঘটক বাদে।) ফোন : 7583976634 (2 P.M. - 5 P.M. বাদে)। (C/122824)

■ বণিক, 34/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারোবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/122061)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ রেজিস্ট্রেশন-বিয়ে পাকা মাত্র 1999/-এ সঠিক জীবনসঙ্গী, ISO Certified. (M) 9038408885. (C/122291)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার। কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, দুর্গাপুর। সম্পূর্ণ অফলাইন ম্যাট্রিমনি। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9239500117. (C/122910)

■ 24/5'-2", M.A., B.Ed., ঘরোয়া, সুশ্রী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8172097658. (C/122910)

■ পাল, কোচবিহার নিবাসী, 34/5'-1", M.A., D.El.Ed., পৌরসভায় কর্মরত, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রীর জন্য ডিভোর্সি/Widow পাত্র কাম্য। 9635575795. (C/122910)

■ অবসরপ্রাপ্ত (সঃ) পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, কন্যা ৩২/৫'-৩"/31 বৎসর, B.A. Comp. (Dip.), কায়স্থ পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। 9434352445. (C/122813)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৭+, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC কোম্পানিতে চাকরিরতা। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। শিক্ষিত, ভদ্র ও প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/122910)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, বয়স ২৪, সংগীতে M.A. পাশ ও বর্তমানে গানের শিক্ষিকা। শিক্ষিত, ভদ্র, প্রতিষ্ঠিত ও যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/122910)

■ জন্ম ১৯৯৬, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সরকারি হাসপাতালে নার্স পদে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/122910)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 8637896519. (C/122843)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech., সরকারি চাকরিজীবী, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9382435745. (C/122843)

■ পাত্র কায়স্থ, ইসলামপুর নিবাসী, ৩৭+/৫'-৮", B.Sc., M.A., শিক্ষক। শিক্ষিতা, সুন্দরী, ফর্সা, ৫'-২"-৫'-৪" উচ্চতার পাত্রী চাই। ব্রাহ্মণও চলবে। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি/ফালাকাটা অগ্রাধিকার। মোঃ 8918942953. (C/122297)

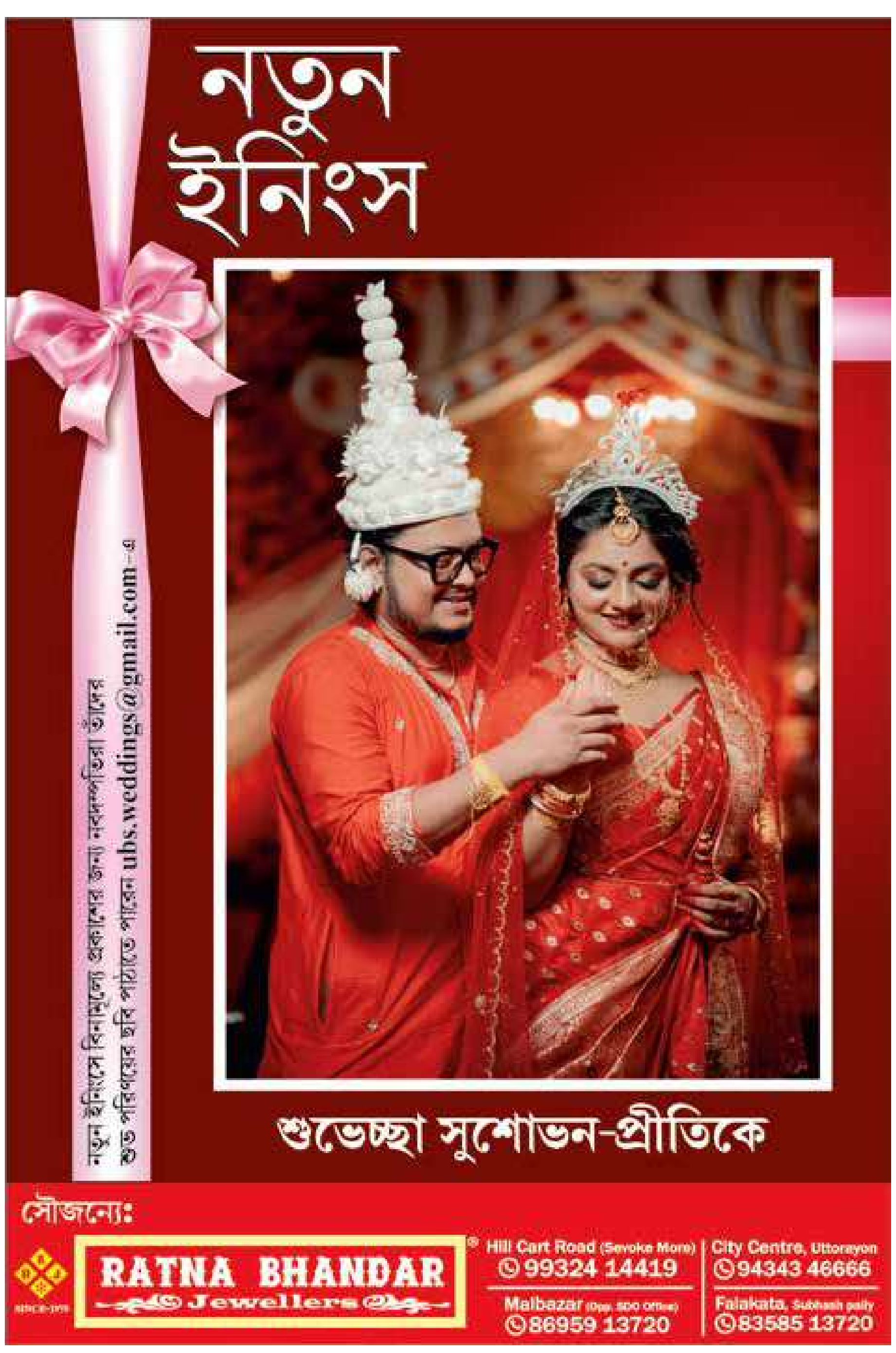

আমূল
চূড়ান্ত
গৌরবের স্বাদ
ফাইনালের জন্য চাই আপনাদের জোরালো উল্লাস আর আমূল দুধের পুষ্টিগুণ।
আপনার প্রিয় টিমকে সমর্থন করুন, প্রতিটি পাস উপভোগ করুন আর প্রতিটি
গোলের সাথে উল্লাসে মেতে উঠুন।
ARGENTINA
DEFENDING CHAMPIONS
Amul
OFFICIAL REGIONAL SPONSOR
SPANISH
NATIONAL FOOTBALL TEAM
আমূল দুধ। সবসময় তাজা।
Available at :
Amul Parlours
SMART BAZAAR
blinkit
JioMart
and 20 lac leading retail shops across India
daCunha/AM07-26/bengali

বিজেপিকে আমি এনেছি, এখন পাত্তা দিচ্ছে না

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের সময় হুংকার রাজ্যসভার সাংসদ নগেনের

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৮ জুলাই : বিজেপি ও রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের মধ্যে মনকষাকষি নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ে তা প্রকাশ্যে এসেছে। ফের একবার পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন নগেন।

'বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গে আমিই ক্ষমতায় নিয়ে এসেছি। অথচ ওরা আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। আমি কিছু বললে তা নিয়ে অন্য প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। এরকম করে আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে।' শনিবার দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট পাথরসন মাধাইখাল কালীমেলার মাঠে হওয়া দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্মীসভা শেষে নগেন এই ভাষাতেই বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। এদিন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কর্মসূচিতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কি? এরপরেই তিনি ক্ষোভের সুরে ওই মন্তব্য করেন। বরাবরই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তিনি চর্চায় থাকেন। কিছুদিন আগেও তিনি এক কর্মীসভায় দাবি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র উত্তরবঙ্গ সফর চলাকালীন নগেনের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কর্মসূচিতে কারা থাকবেন, তা প্রোটোকল মেনে হয়। সেখানে আমাদের বলার কিছু থাকে না। আর উনি কোথায় কী বলেছেন তা শুনিনি, তাই এবিষয়ে কিছু বলতে পারব না।'

উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের আগে নগেন-মমতা সখ্য বিজেপি ভালোভাবে নেয়নি। যে কারণে তাঁর বিরোধী শিবির কোচবিহারের গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁদের জন্য জেলার দুটি আসন বরাদ্দ করে বিজেপি। বিজেপি সরকার গড়ার পর থেকেই বংশীর সংগঠনের প্রভাব বাড়তে শুরু করেছে। দিনহাটা-২ ব্লক থেকে শুরু করে দিনহাটা-১ ব্লক ও সিতাইতে নতুন করে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে মাঠে নেমে পড়েছেন বংশীবদন। প্রায়ই গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীসভা হচ্ছে। তবে পিছিয়ে থাকতে চাইছে না নগেন শিবিরও। তারাও শীতলকুচির পর দিনহাটা-২ ব্লকে কর্মীসভার আয়োজন করে। যদিও বিজেপির সমর্থন যে তাঁর পক্ষে নেই তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন নগেন। আর তাই তিনি ক্ষোভ দমিয়ে রাখতে পারছেন না বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বামনহাট পাথরসন মাধাইখাল কালীমেলার মাঠে সংগঠনের কর্মীসভায় নগেন রায়। শনিবার।

> বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গে আমিই ক্ষমতায় নিয়ে এসেছি। অথচ ওরা আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। আমি কিছু বললে তা নিয়ে অন্য প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে এভাবে আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে।
>
> নগেন রায়

আজ টিভিতে

রথযাত্রার বিশেষ পর্ব

সমস্ত চক্রান্ত পেরিয়ে কি রথযাত্রা সফল করতে পারবে গঙ্গা-অর্জুন?
গঙ্গা রাত ৯.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, দুপুর ১২.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৩.৪৫ হিরো, সন্ধে ৬.৪৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, রাত ৯.৪৫ ককপিট

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ তুমি এলে তাই, দুপুর ১.৩০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.৩০ মন মানে না, সন্ধে ৭.৩০ ছোটবউ, রাত ১০.৩০ দুই পৃথিবী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মন ময়ূরী, বেলা ১১.৩০ মায়ের অধিকার, দুপুর ২.০০ পরিণাম, বিকেল ৫.০০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ৮.০০ পূজা, ১১.০০ মর্জিনা আবদাল্লা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, সন্ধে ৭.৩০ বাহাদুর

মর্জিনা আবদাল্লা রাত ১১.০০
জি বাংলা সোনার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ওয়ান্টেড

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা সন্ধে ৬.৪৫ জলসা মুভিজ

কেরিয়ারের দিশা জেআইএস-এ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কাছে কেরিয়ার গঠনের দিশা তুলে ধরতে শনিবার শিলিগুড়িতে জেআইএস গ্রুপ এডুকেশন ইনিশিয়েটিভস-এর উদ্যোগে একদিনের জন্য জেআইএস এডুকেশন এক্সপো-২০২৬ অনুষ্ঠিত হল। মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টিতে আয়োজিত জেআইএস এডুকেশন এক্সপোতে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও আশপাশের বিভিন্ন জেলার এক হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এডুকেশন এক্সপোতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এমন এডুকেশন এক্সপো করায় জেআইএস গ্রুপের উদ্যোগকে পর্যটমন্ত্রী স্বাগত জানান। আগামীদিনে এমন এক্সপো করার ক্ষেত্রে তিনি সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

জেআইএস গ্রুপ এডুকেশনাল ইনিশিয়েটিভস-এর অধীনস্থ ৩৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ১৮৫টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম রয়েছে। ৪৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত। সেই সবকিছুই এদিনের এক্সপোতে তুলে ধরা হয়। ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি স্তরের বিভিন্ন কোর্স সম্পর্কে এদিন ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরাও এক্সপোতে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি অভিভাবকরাও ছিলেন। এদিনের এক্সপোতে কেরিয়ার নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে। কেরিয়ার কাউন্সেলিং এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষামূলক সেশনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। সেখানে প্যাভিলিয়নে শিক্ষক, ভর্তি-পরামর্শদাতা এবং অ্যাকাডেমিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সুযোগ ছিল। কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে কী ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে, সেই সবকিছু পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা দেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শংকর বলেন, 'উত্তরবঙ্গে শিক্ষায় নতুন দরজা খুলতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। এই ধরনের এক্সপোতে সবটা দেখা দরকার। তাহলে অনেক কিছু জানার সুযোগ থাকে, যা আগে পাওয়া যেত না। এমন এক্সপো আরও হোক, সেটাই চাই।'

এদিকে, জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সিমরপ্রীত সিং বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই মানসম্মত শিক্ষা, সঠিক দিশা এবং নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। জেআইএস এডুকেশন এক্সপো আজ এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার মিলন ঘটে। শিলিগুড়িতে সেই সাড়া আমরা পেয়েছি।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১৮৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২১৮৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ২৮ আষাঢ়, ১৯ জুলাই ২০২৬, ২ শাওন, সংবৎ ৫ আষাঢ়, সুদি, ৪ শফর। সূঃ উঃ ৫।৫, অঃ ৬।২২। রবিবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৪৫। উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৪৬। পরিঘযোগ রাত্রি ১২।৩২। বালবকরণ দিবা ৭।৪৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।৩১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।৪৬ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১০।৪৬ গতে একপাদদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৪৫ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ১০।৪ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৪ গতে ২।২৪ মধ্যেa। যাত্রা-শুভ পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।৪৫ গতে মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।৪১ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত নিষ্ক্রমণ বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৭।৪৫ মধ্যে দীক্ষা সাধভক্ষণ মুখ্যান্নপ্রাশন হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ৭।৪৫ গতে পুংসবন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৬ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ১।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৭।৩৭ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।১ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৬ গতে ৯।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৭ গতে ৯।৬ মধ্যে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Ref. No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_04 of 2026-2027
Tender ID- 2026_PHED_1032974_1
Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) : 31/07/2026 upto 04:00 P.M., Tender invited by the undersigned for 1 (one) no. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T12767(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D(S.S), N.B.M.C Sub-Division, invites e-Tender for day to day pump valve operation at NBMCH. NIQ No. 03 and 04 of 2026-27. Tender id: 2026_WBPWD_5016914_1 And 2026_WBPWD_5016915_1. Bid submission start date (online) 21.07.26 from 09.00 a.m. Bid submission closing date (online) 29.07.2026 upto 11.30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT&tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D. (SS) N.B.M.C Sub-Division ICA-T12789(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D(S.S), N.B.M.C Sub-Division, invites e-Tender for hiring inspection vehicle under this Sub-Division. NIQ No. 05 of 2026-27. Tender id: 2026_WBPWD_5016916_1. Bid submission start date (online): 21.07.26 from 09.00 a.m. Bid submission closing date (online): 29.07.2026 upto 11.00 a.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D. (SS) N.B.M.C Sub-Division ICA-T12790(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Maintenance of Electrical Installation and Operation of DG by engaging manpower at newly constructed Super speciality Block in the campus of NBMCH (1 Year from date of Layout)." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 18 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_5016909_1. Bid Submission start date (Online): 16.07.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 03.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A.R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T12785(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "AMC of entire Electrical Installations of North Bengal Dental College and Hospital and 2 nos Hostel Boys and Girls at North Bengal Dental College and Hospital Sushrutanagar Dist Darjeeling - Operation of 02 nos lift for the period of 01 year." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 20 of 2026-27, Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_ 5016911_1. Bid Submission start date (Online): 16.07.2026, 09:00 AM. Bid Submission closing date (Online): 27.07.2026 at 12:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T12783(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Day to day Electrical Maintenance of various sites under Darjeeling Electrical Section-III, Kurseong under Darjeeling Electrical Sub-Division (P.W.D) in the dist of Darjeeling for the period of 1 (one) year." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-19 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_5016910_1. Bid Submission start date (Online): 16.07.2026, 09:00 AM. Bid Submission closing date (Online): 27.07.2026 at 12:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T12782(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Day to day maintenance of Electrical Installation including sub-station of Siliguri District Hospital, Darjeeling (3 Years from date of Layout)." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 17 of 2026-27, Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_5016908_1. Bid Submission start date (Online): 16.07.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 03.08.2026 at 12:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T12784(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work of Sl. no. 01 Engagement of an Inspection Vehicle (diesel driven Motor Cab & Maxi Cab with Engine Capacity More than to 2000 C.C. with (Air-Conditioned)) on a monthly hiring basis for the official use of the Superintending Engineer, PWDte., NBC-II, Jalpaiguri." Tender ID: 2026_WBPWD_5016907_1. NIeQ No. 07 of 2026_27 (1st call) Sl. no. 01. Bid submission closing date (online): 27-07-2026 at 12:30 Hrs. Technical Opening date (online): 29-07-2026 at 12.30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD. ICA-T12788(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED TENDER
The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte, Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invited e_Tender "WBPHED/EE/NMD/NIeT No. 05 of 2026-2027" for (02) two nos work having Tender ID : 2026_PHED_1032968_1 and 2026_PHED_1032968_2 under Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte." The Tender Document collection and submission from 18.07.2026, 10:00 A.M. to 06-08-2026, 2:00 P.M. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, NMD P.H.E. Dte. ICA-T12769(3)/2026

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
(A UGC Recognized Public University founded in 2012)
Panchanan Nagar, Vivekananda Street
Cooch Behar – 736101, West Bengal, India
Website: www.cbpbu.ac.in, Email ID: admission@cbpbu.ac.in
ADMISSION NOTIFICATION
CERTIFICATE & DIPLOMA COURSES (SELF-FINANCE)

Commencement of Online Application	18.07.2026
Last Date for Submission of Online Application	31.07.2026

Sd/-
Registrar (Addl. Charge)
Ref. No.: F194.V6/REG/2399-26
Date: 17.07.2026
For online application click on : https://admission.cbpbu.ac.in/

টেন্ডার নং.ঃ সি-এলএমজি-০৬-২০২৬, তারিখঃ ০৮-০৭-২০২৬ - এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০২
"উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১৫টি স্টেশন কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, নিউ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জংশন, ধূপগুড়ি, কামাখ্যা, গুয়াহাটি, ডিমাপুর, সাইরাং, আগরতলা, শিলচর, মরিয়ানি, নিউ তিনসুকিয়া এবং ডিব্রুগড়-এর জন্য ১৫ (পনেরো) পার্সেল স্ক্যানারের অনসাইট সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং-এর সাথে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ব্যাপক ওয়ারেন্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য টেন্ডার নং.ঃ সি-এলএমজি-০৬-২০২৬, তারিখ ঃ ০৮-০৭-২০২৬ -এর স্পেশাল টেকনিক্যাল ক্রাইটেরিয়াতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে।" (স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী)।

বিদ্যমান	সংশোধিত
উক্ত টেন্ডারের জন্য একই ধরনের কাজ হতে হবেঃ "ঠিকাদারদের/ওইএম-এর ১৫০০ মিমি × ১৮০০ মিমি অথবা বৃহৎ টানেল সাইজ কার্গো স্ক্যানার ভারতীয় রেলওয়ের যে কোনো জোনাল /পিইউ, অথবা যেকোনো সরকারী/পিএসইউতে অথবা অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টরে উক্ত উল্লেখিত প্যারা ৯.১-এর হিসাবে যোগানকারী হতে হবে। (৯.১-এর জন্য টোকা)।	উক্ত টেন্ডারের জন্য একই ধরনের কাজ হতে হবেঃ "ঠিকাদারদের/ওইএম-এর ১৫০০ মিমি × ১৮০০ মিমি অথবা বৃহৎ টানেল সাইজ কার্গো স্ক্যানার অথবা এক্সরে বেগেজ স্ক্যানার ভারতীয় রেলওয়ের যে কোনো জোনাল /পিইউ অথবা যেকোনো সরকারী/পিএসইউতে অথবা অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টরে উক্ত উল্লেখিত প্যারা ৯.১-এর হিসাবে যোগানকারী হতে হবে। (৯.১-এর জন্য টোকা)।

সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অধিসূচনা
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭-এর জন্য
অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগের অধিসূচনা
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইন আবেদন নিম্নলিখিত ডিভিশন/ইউনিট ভিত্তিক স্লট-এর জন্য আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ইউনিট	কাটিহার ডিভিশন এবং তিনধরিয়া ওয়ার্কশপ	আলিপুরদুয়ার ডিভিশন	রঙিয়া ডিভিশন	লামডিং ডিভিশন	তিনসুকিয়া ডিভিশন	নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ এবং ইঞ্জিডব্লিউএস/বঙ্গাইগাঁও	ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ	হেডকোয়ার্টার (এইচকিউ)/ মালিগাঁও (অ্যাকাউন্টস, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, পার্সোনেল, ট্রাক মেশিন (টিএমসি), ব্রিজ ইউনিটস, এসএন্ডটিএস/পিএনও, স্টোরস)	মোট স্লট
স্লট-এর সংখ্যা	১১০৩	৬৫১	৭৫০	১২৭৪	৮৬০	৮৮১	৭৬৩	৪৯৫	৬৭৭৭

যোগ্যতার মাপকাঠি, শর্তাবলি এবং ট্রেড/সম্প্রদায়- ভিত্তিক বিভাজন-এর বিস্তারিত অধিসূচনা ওয়েবসাইটঃ nfr.indianrailways.gov.in→ General Info→ Departments→Personnel→Act Apprentice Notification-এ প্রকাশিত হয়েছে। অথবা QR Code → স্ক্যান করুন

সূচী	
অনলাইন আবেদন খোলার তারিখ এবং সময়	২০-০৭-২০২৬-এর ০৯.০০ ঘণ্টা
অনলাইন আবেদন বন্ধ-এর তারিখ এবং সময়	১৯-০৮-২০২৬-এর ১৭.৩০ ঘণ্টা

যোগ্য প্রার্থীরা এনএফআর-এর ওয়েবসাইট ভিজিট করে অনলাইনে আবেদন জমা দিতে পারেন।
জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/122908)

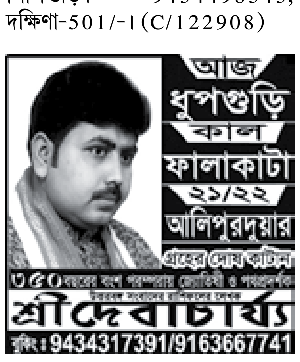

ভাড়া

■ To Let : Jalpaiguri, Near Shanti Para, 3 BHK Flat, 1st Flr. 1435 sqft. 2 Balconies, Lift, Furnished Kitchen with Chimney. M : 8515942467, 9832330985. (C/122864)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া 120 sq ফিট গ্যারাজ/ গোডাউন ভাড়া। Ph- 7001955898. (C/122872)

■ দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার প্রয়োজনে বাড়িভাড়া চাই। যোগাযোগ করুন (M) 8337833773 (11 am-4 pm) (C/122909)

■ শিলিগুড়ি হাতিমোড়ে 190 sq.ft দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। 9749308062 / 8918793788. (C/121500)

বিক্রয়

■ আলিপুরদুয়ার শহর সন্নিকটে (নতুন 4 লেন রাস্তার পাশে) ভালো যোগাযোগ ও সুন্দর পরিবেশে ৪০ ডেঃ বাস্তুজমি (গোডাউন সহ) সুলভ মূল্যে বিক্রি হবে। সত্বর যোগাযোগ : (M)9083255570/ 7908445616. (A/K)

■ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ সংলগ্ন এরিয়ায় ঘরবাড়ি সহ কমবেশি তিন কাঠা চোদ্দ ছটাক জমি সত্বর বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতাই যোগাযোগ করুন। 8617019729. (C/122817)

■ স্টেশন সংলগ্ন Hamiltonganj-এ Dist. Alipurduar জমি বিক্রয়। (M)-9242748556. (K.D.R)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি শান্তিপাড়া বাসস্ট্যান্ডের পেছনে ৩ কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি বিক্রয়। সত্বর যোগাযোগ 9163899855. (C/122451)

■ ১ কাঠা ১ ছটাক রেকর্ডভুক্ত পাকা ছাদের বাড়ি বিক্রি, শিলিগুড়ি, ভক্তিনগর, N.J.P., দাম ২৮ লক্ষ টাকা। 8250769942. (C/122833)

Land for Sale

■ 22 Katha Land (Bastu Land) for sale with 32 ft highroad on one side and14 ft road on another side, at Rangia Shivmandir, beside North Bengal University Gate No. 2 All papers are OK. Ph:- 9609701056. (C/122907)

Commercial Building For Sale

■ 3 Storied Building Standing on 4.5 Katha Land, Nr Sevoke Road, at Iskcon Mandir Rd. Siliguri. Contact Genuine buyers only. : 9434085277. (C/122909)

বিক্রয়

■ রায়গঞ্জ শিলিগুড়ি মোড়ে (NH এর পাশে) 3 কাঠা জমি বিক্রয় হবে। এক তলা ও টিনের শেডসহ। M-6294798449. (C/122849)

■ শিলিগুড়ি কর্পোরেশন অপোজিট দোয়ারিকা রোকমনি প্লাজা- 1st Floor-570 s.ft. বিক্রয়। 7908792654. (C/122874)

■ জলপাইগুড়ি আসাম মোড় সংলগ্ন এলাকায় ২ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M-9733416191. (C/122468)

■ শিলিগুড়ির Subhaspally তে এক কাঠা জমি বিক্রয়। দাম ২২ লাখ। (M) 9434011008. (C/122909)

■ 2 কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি সহ বিক্রয় হবে। শিলিগুড়ি-সুভাষপল্লিতে। (M) 7908353108. (C/122909)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য মালবাজার, শিলিগুড়ি, সিতাই, ময়নাগুড়িতে ডিস্ট্রিবিউটার ও বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

ব্যবসা বাণিজ্য

■ মাত্র ৩০ হাজার বিনিয়োগে সম্পূর্ণ পুজো সামগ্রীর ডিস্ট্রিবিউটার হয়ে লক্ষাধিক টাকা আয় করুন। M-9163477785. (K)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস্ (জলপাইগুড়ি)

■ স্পিতি ভ্যালি ঃ 20/09 কেদার বদ্রি ঃ 01/10, কাশ্মীর 17/10, 27/10, রাজস্থান 17/10, 19/12, অরুণাচল 17/10, কেরালা 17/10, 28/10, 18/12, গুজরাট 23/11, 21/12, দক্ষিণ ভারত 06/12, থাইল্যান্ড 30/10, ভিয়েতনাম 23/11, আন্দামান any day. M : 9733373530 (জলপাইগুড়ি), 9474797330. (শিলিগুড়ি) (C/122467)

ক্রয়

■ নিউ টাউন কলকাতায় HIDCO allotted প্লট কিনতে চাই। কল করুন 9433247652. (K)

Uniclinic

■ Dr. Tanmoy Maji. MD. DM (Gastro) রোগী দেখাতে হলে Pl. Call-9054009651. (C/122907)

কর্মখালি

■ Required Office Peon. Minimum Qualification H.S. Pass. (M):- 9832302437. (C/122907)

■ ফালাকাটায় মোমবাতি কারখানায় মোমবাতি বানানোর দক্ষ কারিগর চাই। যোগাযোগ করুন :- Mob:- 6294929812. (C/122803)

■ Courier Service -এ Official কাজের জন্য Computer জানা লোক চাই। Siliguri. Cont - 9832061242. (C/122861)

■ কোচবিহার Usha Diagnostics -এ Night Guard ও Group - D কর্মী প্রয়োজন। (কর্মঠ, বলিষ্ঠ, H.S. পাশ)। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। (M) 8918795517. (C/122604)

■ শিলিগুড়িতে কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য অভিজ্ঞ যুবতি প্রয়োজন। সিমা টেক্সটাইল, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। ৭০০৪১৯৯৮৪৯. (C/122908)

■ শিলিগুড়িতে Restaurent -এ রান্নার কাজ জানা ১জন কারিগর চাই। (M) 9733066255. (C/122908)

■ 3 Female Computer knowledge Departmental Stores - 2 Office Assistant, 2 Salesman Hardware Shop, 1 Dip Civil Engineer Computer knowledge. 6297436902. (C/122909)

কর্মখালি

■ DTP Computer জানা ছেলে/ মেয়ে চাই S.D. Wood Craft. M - 9635988920/ 8509612484. (C/122909)

■ বাড়ির রান্নার কাজের জন্য মহিলা চাই ২৪ ঘণ্টার জন্য। শিলিগুড়িতে। (M) 9933634290. (C/122909)

■ ফুলবাড়িতে, কারখানায় রান্নার লোক (পুরুষ) প্রয়োজন। বেতন - 10K+Fooding+ Lodgeing+Bonus. Ph:- 92433-64426. (C/122910)

■ Required Sales Person, Experience in Mobile Sale. At - The Musical Hut, H.C. Road, Siliguri. (M) 7001210094. (C/122910)

■ Wanted Sales Staff (M/F) for sale water through Water ATM at Railway Station. 9093257111. (C/122911)

■ একটি গভ: রেজি: 'এমপ্লয়মেন্ট ও ম্যানপাওয়ার সাপ্লাই এজেন্সি' গৃহকর্মী, রাঁধুনী, ড্রাইভার, কেয়ারটেকার, আয়া, বয়স্ক/বাচ্চা/রোগী দেখাশোনা ও নার্সিং স্টাফ 'সোর্সিং ও ভেরিফিকেশন' এর জন্য উ: বঙ্গের সব জেলা থেকে ব্লক ভিত্তিক 'অথরাইজড রিপ্রেজেন্টেটিভ' নিয়োগ করবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ফোন করুন:- 7432877806. (C/122912)

কর্মখালি

■ কাপড়ের দোকানে কাজ জানা সেলস স্টাফ ও সেলাই এর জন্য পুরুষ/ মেয়ে দরকার। শিলিগুড়ি, জলপাই মোড়। (M) 9332405559. (C/122909)

■ কোম্পানিতে Ware House Manager প্রয়োজন। আকর্ষণীয় Salary, ESI, PF ও অন্যান্য সুবিধে। Walk in interview on 20th & 21st at - Leads Overseas Pvt. Ltd, Darshan Plaza, Sevoke Road, Siliguri. www.leadsindia.net, Ph-9153119309. (C/122910)

■ Royal Enfield শোরুম, বারবিশার জন্য একজন করে Service Consultant, Technician, Sales Executive ও Brand Champ (outlet-in-Charge) প্রয়োজন। সত্বর বায়োডাটা সহ যোগাযোগ : 9242229112. (A/K)

JOB VACANCY - MEDICAL REPRESENTATIVE
PC Healthcare & Diagnostics LLP is looking for an experienced Medical Representative for an upcoming Apollo Clinic in Siliguri. The candidate should have a strong network of doctors and healthcare professionals in Siliguri and North Bengal and be capable of building doctor relationships, consultant associations, and referral net works. Experience: Minimum 3 years. email their CV to: pchealthcareanddiagnosticsllp@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আরজি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। শনিবার আরজি কর মেডিকেল কলেজের একাধিক ওয়ার্ড ঘুরে দেখার সময় পরিচ্ছন্নতা, পরিষেবা, দালাল চক্র এবং সাধারণ রোগীদের ভোগান্তি নিয়ে প্রশ্ন করেন কর্তৃপক্ষকে।

সভাস্থল পরিদর্শন

আদালতের নিয়ম মেনে ধর্মতলার চেনা ভিক্টোরিয়া হাউসের বদলে ময়দানে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে ২১ জুলাই সভা করবে কালীঘাট তৃণমূল। সভার ৭২ ঘন্টা আগে সভাস্থল পরিদর্শনে যান মমতাপন্থী ব্লকের নেতারা।

ধুঁকছে মেডিকেল

কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেলে বন্ধ কার্ডিও থোরাসিক ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগ। একমাত্র চিকিৎসকের বদলির জেরে ফুসফুস ও হৃদরোগের জটিল অস্ত্রোপচার বন্ধ। রোগীদের রেফার করা হচ্ছে।

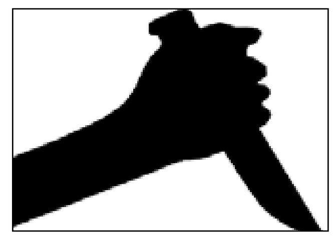

ছুরি-হামলা

প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে এক মহিলা আইনজীবীর ওপর ছুরি-হামলায় মদত দেওয়ার অভিযোগ। আইনজীবী পাটুলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বিশ্ব বাংলা সেন্টার থেকে আমূলের ভূমিপুজো

কলকাতা, ১৮ জুলাই : দু'দিনের ঠাসা কর্মসূচির মধ্যে রবিবার হাওড়ার সাঁকরাইলে আমূলের প্রস্তাবিত বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানার ভূমিপুজো করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তবে কর্মসূচিটি সাঁকরাইলে নয়, অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। রাজ্যের শিল্পায়নকে গতি দিতে এই অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়।

কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় ৬০০ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করেছে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জমিজট কাটার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রবিবার বিকেলের এই অনুষ্ঠানের পর কলকাতার 'সৌজন্য' ভবনে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেবেন অমিত শা। যেখানে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের। নবান্ন সূত্রে খবর, এই বৈঠকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে অনুপ্রবেশ ইস্যুটি। উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশকর্তাদের এই বিষয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রবিবারের বৈঠক থেকেও অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্র যে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে, তা আবারও জেলা প্রশাসনকে মনে করিয়ে দেবেন তিনি।

এসএফআই ও এবিভিপি'র হাতাহাতি

আশিস মণ্ডল

শান্তিনিকেতন, ১৮ জুলাই : নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লির যন্তরমন্তরে অনশনে বসেছিলেন পরিবেশবিদ ও সমাজকর্মী সোনাম ওয়াংচুক। শনিবার তাঁর এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এসএফআই সমর্থক একদল পড়ুয়া বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভে শামিল হয়। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল নানা পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড। পাশাপাশি তারা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে নিজেদের প্রতিবাদ জানায়। তাঁদের দাবি, এই কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়েছিল।

বিশ্বভারতী

অন্যদিকে, এই বিক্ষোভের বিরোধিতা করে এবিভিপি সমর্থকেরা পালটা কর্মসূচি শুরু করে। তারা পালটা 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান তুলে নিজেদের অবস্থান জানায়। এরফলে এবিভিপি ও এসএফআই সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। তবে কোনও পক্ষের কেউই গুরুতর আহত হয়নি বলে খবর।

এবিভিপি'র অভিযোগ, নিজেদের সাধারণ ছাত্রছাত্রী বলে পরিচয় দিলেও বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা আসলে এসএফআই-এর সমর্থক। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল দেখার প্রস্তুতি। শনিবার গাঙ্গুলি বাগানে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

দুই মাসেই শিল্পে সূর্যোদয়ের আশা

রাজ্যে ২৮ হাজার কোটির বিনিয়োগ

কলকাতা, ১৮ জুলাই : সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের দীর্ঘ ছায়া পেরিয়ে অবশেষে কি লগ্নির নতুন সূর্যোদয় ঘটছে বাংলায়? রাজ্যে ক্ষমতা বদলের মাত্র দুই মাসের মধ্যেই ২৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি আদায় করে এক নতুন রেকর্ড গড়ল শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার। দীর্ঘদিনের শিল্প-খরা এবং 'শিল্প-বিমুখ' তকমা ঝেড়ে ফেলে রাজ্যকে দেশের অর্থনৈতিক ইঞ্জিন হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরই এখন সরাসরি আসরে নেমেছে। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, সস্তার রাজনীতির দিন শেষ করে এখন মূল লক্ষ্য হল রাজ্যে বড় মাপের শিল্প এনে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি করা। আর সেই লক্ষ্যেই দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সারছেন মুখ্যমন্ত্রী।

লগ্নি টানার এই ঝোড়ো ইনিংসে সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছে জাপানি বহুজাতিক সংস্থা মিৎসুবিশির সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোজেক্ট। চলতি মাসের শেষেই মিৎসুবিশির শীর্ষ কর্তারা এ রাজ্যে এসে প্রস্তাবিত কারখানার জমি চূড়ান্ত করতে পারেন। এছাড়া দেশের কর্পোরেট জগতের মহীরুহরা ইতিমধ্যেই বাংলায় তাঁদের লগ্নির ঝুলি উপুড় করতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে এলঅ্যান্ডটি কোম্পানির ৪,৫০০ কোটি টাকার এআই ডেটা সেন্টার, যা প্রায় ২৫ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি শ্যাম স্টিল একাই ১৫,০০০ কোটি টাকার বিপুল ম্যানুফ্যাকচারিং সম্প্রসারণের ঘোষণা করেছে। আইটিসি তাদের সবকটি ব্যবসার প্রসারে ২,৩০০

- লগ্নি টানার ইনিংসে বড় চমক জাপানি বহুজাতিক সংস্থা মিৎসুবিশির সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোজেক্টের
- এলঅ্যান্ডটি কোম্পানির ৪,৫০০ কোটি টাকার এআই ডেটা সেন্টারে প্রায় ২৫ হাজার কর্মসংস্থানের আশা
- শ্যাম স্টিল একাই ১৫,০০০ কোটি টাকার বিপুল ম্যানুফ্যাকচারিং সম্প্রসারণের ঘোষণা করেছে

কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে, যার মধ্যে রয়েছে ত্রিবেণী পেপারবোর্ড কারখানার আধুনিকীকরণ ও নতুন হোটেল ব্যবসা। এছাড়া আদানি গোষ্ঠীর ২,৫০০ কোটি টাকার হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ, আমূলের ৬৫০০ কোটি টাকার ডেয়ারি প্রকল্প, বার্জার পেইন্টস ও পিয়ারলেসের ১,৬০০ কোটি টাকা এবং লাক্স কোজি ৬০০ কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব রাজ্যের শিল্পচিত্রে এক নতুন গতি এনেছে। আদানির তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প নিয়েও নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এতদিন বাংলায় শিল্পায়নের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল জমি নীতি ও লাল ফিতের ফাঁস। কিন্তু নতুন সরকার সেই জট কাটাতে সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স, নির্দিষ্ট ল্যান্ড ব্যাংক তৈরি এবং ইলেকট্রনিক্স, ডেটা সেন্টার ও টেক্সটাইল খাতের জন্য সময়বদ্ধ বিশেষ নীতি আনার আশ্বাস দেওয়ায় লগ্নিকারীদের আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, বাংলায় স্থবিরতা ও ভয়ের রাজনীতির অবসান ঘটেছে। এবার শুরু স্বচ্ছ প্রশাসন ও কর্মসংস্থানের নতুন যুগ। তবে রাজনীতির আঙিনা পেরিয়ে এই বিপুল লগ্নিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং লগ্নিকারীদের জন্য উপযুক্ত জমির জোগান নিশ্চিত করাই এখন নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় অ্যাসিড টেস্ট। বিনিয়োগের এই হাওয়া যদি সত্যিই মাঠে নামে, তবে বাংলার যুবসমাজের কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার চেনা ছবিটা আগামী দিনে অনেকটাই বদলে যেতে পারে।

'বেআইনি' অভিষেকের আমতলার কার্যালয়ও

চলল বুলডোজার, হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ১৮ জুলাই : এতদিন শুধুমাত্র নোটিশ পাঠানো হচ্ছিল। কলকাতায় তাঁর বাসভবন এবং দপ্তর, সর্বত্রই বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তুলে নোটিশ পাঠিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। কিন্তু এবার সরাসরি বুলডোজার চলল কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার কার্যালয়ে। অভিযোগ উঠেছে, ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের ওই কার্যালয়টি বেআইনিভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, অনুমোদনহীন নির্মাণের অভিযোগে আগেই নোটিশ দিয়ে শুনানির সুযোগ দেওয়া হলেও কেউ হাজির হননি।

এই অভিযোগ মানতে চাননি অভিষেক। তাঁর পালটা হুঁশিয়ারি, 'যে আইনে আজকে পার্টি অফিস ভাঙা হয়েছে, একই আইনে সরকার পাল্টানোর পর বিজেপির একটা পার্টি অফিসও বাংলায় থাকবে না।' আইন অমান্য করে পার্টি অফিস ভাঙা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এদিকে ওই কার্যালয়ে বুলডোজার চালানোর পরই স্থানীয় বিজেপি নেতারা লাড্ডু বিতরণ করেন।

শনিবার সকালেই আমতলার ওই কার্যালয়ে বুলডোজার চালায় প্রশাসন। পাঁচতলা ওই ভবন ভাঙার কাজ শুরুর আগে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী, দমকল, বিডিও ও বিএলআরও-সহ প্রশাসনের আধিকারিকদের।

অবৈধ নির্মাণের বিভিন্ন অংশ ভাঙার পর। শনিবার আমতলায়।

মোট তিনটি বুলডোজার দিয়ে অবৈধ নির্মাণের বিভিন্ন অংশ ভাঙার কাজ চলে। স্থানীয়রা এই কার্যালয় নিয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। কার্যালয়ের বাইরে শোনা যায় 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান ও 'মাছ চোর' গান। প্রশাসনের দাবি, কার্যালয়টি যে জমির ওপর তৈরি হয়েছে, সেটি 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' নামে একটি সংস্থার নামে কেনা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট নথিতে নাম রয়েছে অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ওই নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, নির্মাণের বৈধ কাগজপত্র এবং অন্যান্য নথি জমা দেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, জোর করে কারখানা দখল করে ওই কার্যালয়টি গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, ওই কার্যালয় থেকেই শওকত, জাহাঙ্গিরদের নিয়ে ভোট লুটের ছক হত।

যদিও অভিষেকের দাবি, 'এই জায়গাটা কিনে অফিস বানানো হয়েছে, সরকারি জমিতে তৈরি হয়নি। সব বৈধ নথি রয়েছে। আমরা সব তথ্য হাইকোর্টে জমা দেব।' বিজেপি নেতাদের কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, 'ক্ষমতার জোরে পার্টি অফিস ভেঙেছে রাজ্যের শাসকদল। ভুলে যাবেন না প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কথা দিলাম সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে যদি বেঁচে থাকি, একত্রিশে সব অত্যাচার একই আইনের একই ধারায় সুদসমেত ফিরিয়ে দেব।'

বিজেপি নেতারাই যে তাঁর কার্যালয়ে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছেন সেই দাবিও করেছেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'গত ১৫ তারিখ শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানে আমাদের প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন। কীসের ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের হয়েছে তার কপি চাওয়া হয়েছিল তা জেলা প্রশাসন দিতে পারেনি। দু'দিনের মধ্যে একতলা-দোতলা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। সেখানে শুধু জেলা প্রশাসন বা পুলিশ বা সরকারি আধিকারিকরা নয়, বিজেপির নেতারা দলের ঝান্ডা নিয়ে, গেরুয়া ফেট্টি মাথায় পরে, মুখ ঢেকে পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে মহামান্য প্রধান বিচারপতির ওএসডি-কে সব ভিডিও অ্যাটাচ করে একটা মেল পাঠিয়েছি। সুপ্রিম কোর্ট অবধি আমরা যাব। বিজেপির নেতারা কিন্তু বাঁচবেন না।'

অভিষেকের অভিযোগ মানতে অস্বীকার করেছে বিজেপি। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো ভারতবর্ষের আইনের উর্ধ্বে নন। উনি যদি কোনও বিল্ডিং বা পার্টি অফিস তৈরি করে থাকেন, যেটা বেআইনি, সেটার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল। তারপরও যদি তিনি ঠিক না করেন, তাহলে তো ভাঙা হবেই। এরকম অনেক বিল্ডিং আছে, যেগুলো ভাঙা হবে। তারাতলার মত ঘটনা আর হতে দেব না।'

রাজারহাটে বিস্ফোরণে ধৃত

কলকাতা, ১৮ জুলাই : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বঙ্গসফরের মধ্যেই খাস কলকাতার অদূরে রাজারহাটে বিস্ফোরণের ঘটনায় ছড়াল তীব্র আতঙ্ক। শুক্রবার রাতে রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের একটি ভাড়াবাড়িতে আচমকা এই বিস্ফোরণ ঘটে। এতে বাড়ির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং একজন আহত হয়েছেন। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত মহম্মদ শামিম ওরফে সেলিমকে সোদপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে কামারহাটি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এক নাবালকসহ আরও তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

তদন্তকারীরা জানান, শাহনশাহ নামের এক ব্যক্তির মাধ্যমে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিল শামিম। শুক্রবার রাতে একটি পাটের ব্যাগে সুতলি বোমা ভরে ওই নাবালকের হাত দিয়ে সেখানে পাঠানো হয় এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে এই দৃশ্য ধরা পড়েছে। পরে ঘটনাস্থল থেকে আরও দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করে বম্ব স্কোয়াড।

নীল-সাদা মুছে গেরুয়ায় সেজে উঠেছে ট্রাফিক কোণ। কলকাতায় দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

স্ক্যানারে সরকারি খরচ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ জুলাই : রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরাতে এবার গোড়া থেকেই কোমর বাঁধছে নবান্ন। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে রাজ্যের অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাই অপ্রয়োজনীয় খরচ পুরোপুরি বন্ধ করতে সব দপ্তরকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পরিষ্কার বার্তা, নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে, অন্যথায় জবাবদিহি বাধ্যতামূলক।

শনিবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী এই কড়া পদক্ষেপের সবুজ সংকেত দিয়েছেন। গোটা প্রক্রিয়ার ওপর কড়া নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়ালকে।

চলতি ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসের (এপ্রিল-জুলাই) জন্য পরিকল্পনা খাতে ৩৩ শতাংশ অর্থ খরচের অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দপ্তর। লক্ষ্য একটাই, বছরের শুরু থেকেই যেন রাজকোষের একটি টাকাও অপচয় না হয়। আগামী ১ অগাস্ট থেকে পরবর্তী চার মাসের

হিসেবে কড়াকড়ি

জন্য কত শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হবে, তা নিয়ে খুব দ্রুতই মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠক হতে চলেছে। এরপরই সচিবদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যসচিব।

শুধু দপ্তরের খরচই নয়, 'অন্নপূর্ণা যোজনা' সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সঠিক উপভোক্তা বাছাইয়েও চরম সক্রিয় অর্থ দপ্তর। আগের সরকারের আমলের দেদার অনিয়ম ও গড়মিল রুখতে এবার স্ক্রিনিং চলছে পুরোদমে। নবান্ন জানিয়েছে, কোনও অযোগ্য বা অনুপযুক্ত আবেদনকারী এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।

নজরদারি এড়ানোর কোনও সুযোগ রাখছে না নবান্ন। অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি দপ্তরের খরচের খতিয়ান নিয়মিত অডিট করা হচ্ছে। কোন প্রকল্প কী অবস্থায় রয়েছে, তার সর্বশেষ রিপোর্ট সরকারি পোর্টালে আপলোড করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এমনকি কোনও প্রকল্প শুরু করার পর যদি অর্থাভাব দেখা দেয়, তবে তা চেপে না রেখে অবিলম্বে অর্থ দপ্তরকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে, রাজকোষের অপচয় রুখতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার অল-আউট তল্লাশিতে নেমেছে নবান্ন।

আতঙ্কে 'আত্মঘাতী'

পুরুলিয়া, ১৮ জুলাই : চাকরি হারানোর আশঙ্কায় আত্মহত্যা আরও এক শিক্ষিকার। অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে শনিবার পুরুলিয়ার গোলামারা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষিকা ইপ্সিতা দাস মহাপাত্রর মৃত্যু হয়। ইপ্সিতা ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলের শিক্ষিকা ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিলের তালিকায় তাঁর নামও ছিল। পরে ২০২৫ সালের এসএলএসটি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় জায়গা পাননি। ৩১ অগাস্ট পর্যন্তই তাঁর চাকরি ছিল।

বাড়ি ফিরলেন রাইফেল শুটার দময়ন্তী

হাওড়া, ১৮ জুলাই : অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হাওড়ার উমাচরণ লেনের সেন পরিবার। টানা দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর খোঁজ মিলল হাওড়ার প্রতিভাবান রাইফেল শুটার দময়ন্তী সেনের। শনিবার সকালে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে গঙ্গার ঘাট থেকে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন। এদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরোনো এক ব্যক্তি দময়ন্তীকে দেখতে পেয়ে খবর দেন ধ্রুবজ্যোতিকে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেয়েকে দেখতে পান বাবা। দময়ন্তীকে বাড়ি ফিরিয়ে এনে ধ্রুবজ্যোতি বলেন, 'মেয়েকে ফিরে পেয়ে আমরা খুবই খুশি। ভোরবেলা একজন আমায় ফোন করে খবর দেন, তিনি রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে দময়ন্তীকে দেখেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে যাই। লঞ্চঘাটের টিকিট কাউন্টারের কাছে মেয়েকে পেলাম। আমাকে দেখেই ও জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে।'

দময়ন্তীর বাবা আরও জানান, বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও, মা-বাবার কথা মনে পড়ছিল মেয়ের। তাই আবার হাওড়ায় ফিরে আসে। কেন সে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল? পরিবারের অনুমান, দময়ন্তী খেলাধুলো করতে ভালোবাসে। কিন্তু সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। স্কুলে উপস্থিতির হার কমে যাওয়ার উদ্বেগও সম্ভবত দময়ন্তীকে মানসিকভাবে চাপে ফেলেছিল। রোজ আট-নয় ঘণ্টা শুটিং প্র্যাকটিসের পর পড়ার চাপ নিতে জাতীয় দলের ট্রায়ালে সুযোগ পাওয়া শুটারের সমস্যা হচ্ছিল। এদিন রাজ্য পুলিশেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ধ্রুবজ্যোতি সেন।

ইসকনে কাজের সুযোগ রাঁধুনিদের!

সুমিত চক্রবর্তী

কলকাতা, ১৮ জুলাই : কলকাতার সরকারি স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে এর ফলে মিড-ডে মিল রান্নার সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কর্মীদের কাজ হারানোর আশঙ্কা নেই। তাঁরা ইসকনের অধীনে রান্নার কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। শুক্রবার স্কুলশিক্ষা দপ্তরের তরফে ইসকনের অন্নামৃত ফুড রিলিফ ফাউন্ডেশনকে দেওয়া দরপত্রে একথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দরপত্রে কোথাও ছাত্রছাত্রীদের খাবারে ডিম দেওয়ার কথা বলা হয়নি।

রাজ্য সরকার কলকাতার সরকারি স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেওয়ার পরই বিতর্ক তৈরি হয় যে রান্নার কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা কাজ হারাতে পারেন। তবে এদিনের পিএম পোষণের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, স্কুলে রান্নার কাজে যুক্ত কর্মীদের ইসকনের নির্দেশমতো মিড-ডে মিল প্রস্তুত করার কাজ করতে হবে। তাঁরা রান্না বা খাবার পরিবেশনের কাজ করবেন। এক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত সংগঠনের মাধ্যমে ডিবিটি প্রক্রিয়ায় তাদের বেতনও দেওয়া হবে । সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদিকা মনোরমা হালদার বলেন, 'আমরা মনে করি না এতদিন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সব কর্মী কাজ করার সুযোগ পাবেন। ইসকন নিজেদের দরকার মতো কর্মীদের কাজে নেবে। ফলে অনেকেই কাজ হারাবেন।' শহরের ৬৫টি স্কুলে মিড-ডে মিলের কাজে যুক্ত একটি স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মুখপাত্র নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের সঙ্গে সরকার কোনওরকম যোগাযোগ করেনি।'

পিএম পোষণের আওতায় খাবারে পর্যাপ্ত প্রোটিন ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ডিম বা অন্য কোনও প্রাণীজ প্রোটিন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। খাবারের গুণমান যাচাই করার জন্য আধিকারিকরা যে কোনও সময় খাবার পরীক্ষা ও রান্নাঘর পরিদর্শন করতে পারবেন। পাশাপাশি তারাতলার কাছে রান্নাঘর তৈরির জন্য ইসকনকে সরকারি জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

> আমরা মনে করি না এতদিন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সব কর্মী কাজ করার সুযোগ পাবেন। ইসকন নিজেদের দরকার মতো কর্মীদের কাজে নেবে। ফলে অনেকেই কাজ হারাবেন।
>
> **মনোরমা হালদার**
> যুগ্ম সম্পাদিকা, সারা বংলা মিড-ডে মিল কর্মী সংগঠন

বর্ষা অমঙ্গল

দুর্ভোগ।। দিল্লিতে জল জমা রাস্তায়। -ফাইল চিত্র

দুর্নীতির জলে ডুবছে শহর

বর্ষার বৃষ্টিতে দেশের শহরগুলোর কঙ্কালসার দশা আসলে আমলা, ঠিকাদার ও নেতাদের অশুভ আঁতাত এবং নাগরিক উদাসীনতার এক পরিকল্পিত পরিণতি

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

আমরা একুশ শতকের এক অত্যন্ত গর্বিত জাতি। আমরা যখন মহাকাশে যান পাঠানোর অবিস্মরণীয় সাফল্য উদযাপন করি, অথবা বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির স্বপ্ন ফেরি করি, তখন আমাদের আত্মবিশ্বাসের পারদ একেবারে আকাশ ছোঁয়। কিন্তু এই গগনচুম্বী অহংকার আর আত্মতুষ্টির বেলুনটা চুপসে যেতে ঠিক কতটা সময় লাগে? হিসেব কষলে দেখা যাবে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার একটানা বৃষ্টিই এর জন্য যথেষ্ট! বর্ষা এলেই যেন আমাদের তথাকথিত উন্নত আর বিশ্বমানের শহরগুলোর আসল কঙ্কালটা আয়নার মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। যে বর্ষা একসময় কবি-সাহিত্যিকদের কল্পনার অবাধ খোরাক জোগাত, আজ সেই বর্ষাই দেশের প্রতিটি শহরের সাধারণ মানুষের কাছে এক মূর্তিমান আতঙ্ক। চোখের পলকে রাস্তাগুলো পরিণত হয় আস্ত নর্দমায়, আর ম্যানহোল উপচে মানুষের বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে শহরের যাবতীয় আবর্জনা ও বর্জ্য। রাস্তায় জমে থাকা ঘোলাটে জলে ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তার যেন ওঁত পেতে থাকা মৃত্যুফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়। যানজটে আটকে মানুষের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমূল্য সময় নষ্ট হয়, অ্যাম্বুল্যান্সের সাইরেন আর্তনাদ করতে করতে একসময় স্তব্ধ হয়ে যায়, আর বিনা চিকিৎসায় রোগীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এই প্রাত্যহিক নরকযন্ত্রণা কি শুধুই প্রকৃতির রুদ্ররোষ? একদমই না। এটি সম্পূর্ণভাবে মানুষের তৈরি এক নিখুঁত ও ভয়াবহ বিপর্যয়। এটি এমন এক বার্ষিক উৎসব, যার মূল পুরোহিত হলেন আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতা, লোভী ঠিকাদার এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দপ্তরে বসে থাকা ক্ষমতাদর্পী আমলারা। মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু হয়ে কলকাতা— সব শহরকেই এক পরিকল্পিত পক্ষাঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে এই অশুভ চক্র।

গোটা দেশে আড়াইশোর বেশি পুরনিগম এবং হাজার হাজার পুরসভা বা নগর পঞ্চায়েত ছড়িয়ে রয়েছে। খাতায়-কলমে এদের মূল কাজ হল নাগরিকদের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যটুকু সুনিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে এরা পরিণত হয়েছে দুর্নীতি আর স্বজনপোষণের এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে। নেতা, আমলা এবং ঠিকাদারদের এই ত্রিভুজ প্রেমের অশুভ আঁতাত গোটা দেশের নাগরিক পরিকাঠামোকে কার্যত ধ্বংস করে দিয়েছে। প্রতি বছর বর্ষা এলেই এদের চরম ব্যর্থতার বীভৎস ছবিটা নির্লজ্জভাবে সামনে আসে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, ২০০৫ সালে মুম্বইয়ের ভয়াবহ বন্যায় হাজারো মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। মিঠি নদী এবং বুজে যাওয়া নালাগুলোর ব্যর্থতা সেই বাণিজ্যনগরীকে কার্যত গিলে খেয়েছিল। ২০১৫ সালে চেন্নাই শহরের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জলের তলায় চলে যায়, এক লহমায় গৃহহীন হন পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ। রাজধানীর মতো মেট্রো শহর হোক বা বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের মতো আইটি হাব— কোথাও ছবিটা বিন্দুমাত্র আলাদা নয়। প্রতি বছর একই চিত্রনাট্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বানানো তথাকথিত রাস্তাগুলো কয়েক মাসের মধ্যেই ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়। কারণ, সেই রাস্তা তৈরির সামগ্রীতে থাকে চরম ভেজাল, আর করদাতাদের টাকার একটা বড় অংশ চলে যায় কাটমানি বা ঘুষের পকেটে। ছোট বা মাঝারি শহরগুলোর যানজট আজ এক প্রাত্যহিক মহামারিতে পরিণত হয়েছে। অবৈজ্ঞানিক রাস্তাঘাট, সিগন্যালের চরম অভাব এবং ঘুষখোর ট্রাফিক পুলিশের দৌলতে মানুষের অমূল্য সময় এবং জ্বালানি প্রতিদিন রাস্তায় পুড়ে ছাই হচ্ছে।

কোথায় গেল আমাদের সেই ঢাকঢোল পেটানো স্বচ্ছ ভারত অভিযান? যে অভিযানের প্রচারে একসময় দেশের তাবড় তারকারা হাতে ঝাঁটা ধরে রাস্তায় নেমেছিলেন, আজ সেই প্রচারের আলো নিভে যেতেই শহরগুলোর রাস্তায় আবার জঞ্জালের পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দেশের বড় বড় মেট্রো শহরগুলোতে ভাগাড়গুলো আজ উপচে পড়ছে। বর্জ্য পৃথকীকরণ বা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নামে কোটি কোটি টাকার প্রকল্প খাতায়-কলমে দেখানো হলেও, বাস্তবে শহরগুলোর বাতাসে শুধুই পচা আবর্জনার দুর্গন্ধ আর বিষাক্ত রাসায়নিকের ছড়াছড়ি। বিদেশিরা যখন আমাদের দেশে আসেন, তখন বিমানবন্দর থেকে বেরোতেই তাঁদের নাকে এসে লাগে এই অব্যবস্থার উৎকট গন্ধ, যা অনেককেই মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করে। অন্যদিকে, দেশের একশোটি শহরকে আধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য যে স্মার্ট সিটি মিশনের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তা আজ আক্ষরিক অর্থেই এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালের শুরু পর্যন্ত এই প্রকল্পের পেছনে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার পরেও, দেশের হাতেগোনা দু-একটি জায়গা ছাড়া কোথাও কোনও সত্যিকারের বদল সাধারণ মানুষের চোখে পড়েনি। বরং শহরগুলো ক্রমশ হয়ে উঠেছে এক একটি নিরেট কংক্রিটের জঙ্গল, যেখানে মানুষের বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার মতো একটু ফাঁকা জায়গা বা সবুজের অস্তিত্ব আজ বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

> নেতা, আমলা ও ঠিকাদারদের অশুভ চক্র এবং দুর্নীতির পাহাড় দেশের নগরোন্নয়ন ব্যবস্থাকে কার্যত পঙ্গু করে দিয়েছে। বেআইনি নির্মাণ, নিকাশি ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও জঞ্জালের জেরে বর্ষার শহর আজ মরণফাঁদ। আইনি সুরক্ষাকবচে থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সাধারণ মানুষের দায়বদ্ধতা ছাড়া এই পচনশীল ব্যবস্থার বদল একেবারেই অসম্ভব। লোকদেখানো সংস্কার নয়, শহরগুলোকে বাঁচাতে এখন প্রয়োজন সর্বস্তরে এক নির্মম ও আপসহীন জবাবদিহি।

আমাদের শহরগুলোর রাস্তার দিকে একবার ভালো করে তাকান। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, দেশের বড় শহরগুলোর মাত্র ৯ থেকে ২০ শতাংশ ফুটপাথ পথচারীদের হাঁটার যোগ্য। বাকি আশি শতাংশই মাফিয়াদের দৌলতে বেদখল হয়ে গিয়েছে। কোথাও অস্থায়ী দোকান, কোথাও বেআইনি পার্কিং, তো কোথাও আবার বহুতল নির্মাণের স্তূপীকৃত রাবিশ— এসবের জেরে ফুটপাথ আজ সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। আর এই বেআইনি নির্মাণের ক্যানসার আমাদের শহরগুলোকে ভেতর থেকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে বৈধ ভবনের চেয়ে বেআইনি নির্মাণের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। এই প্রাণঘাতী ইমারতগুলোতে কোনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকে না, আপৎকালীন প্রস্থানের পথ থাকে না, এমনকি কাঠামোগত সুরক্ষার ন্যূনতম নিয়মও মানা হয় না। শুধু রাজধানী দিল্লিতেই সম্প্রতি কয়েক হাজার বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গোটা দেশে এই বেআইনি বা ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের কারণে বাড়ি ভেঙে পড়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে দেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৬ জন মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হচ্ছে। অথচ প্রশাসনের টনক নড়ে শুধুই কোনও বড় দুর্ঘটনার পর। দু-একদিনের লোকদেখানো তৎপরতা, নামমাত্র জরিমানা আর তারপরই আবার সেই চিরপরিচিত কুম্ভকর্ণের ঘুম শুরু হয়। রাজনীতিক আর প্রোমোটারদের অশুভ আঁতাত নিশ্চিত করে, যাতে আসল অপরাধীরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ঠিক পার পেয়ে যায়।

এই গোটা পচনশীল ব্যবস্থার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে সগর্বে বিরাজ করছে আমাদের দেশের অতি-সুরক্ষিত আমলাতন্ত্র। উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে রাজ্য স্তরের প্রশাসক বা পুরসভার কর্তারা এমন এক আইনি সুরক্ষাকবচের আড়ালে নিশ্চিন্তে বাস করেন, যেখানে তাঁদের কোনও কাজের জন্যই বিন্দুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। সংবিধানের বিশেষ ধারার সুরক্ষায় বলীয়ান এই আমলাদের চরম গাফিলতি বা দুর্নীতির অকাট্য প্রমাণ পেলেও তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা কার্যত অসম্ভব। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দপ্তরে বসে এই বাবুরা একের পর এক বেআইনি নির্মাণের ফাইলে নির্দ্বিধায় সই করেন, দশকের পর দশক ধরে বুজে থাকা নালা পরিষ্কারের কোটি কোটি টাকার ভুয়ো বিলে সিলমোহর দেন, আর অত্যন্ত নিম্নমানের রাস্তা তৈরির টেন্ডার হাসিমুখে পাশ করে দেন। সাধারণ মানুষ যখন রাস্তায় জমে থাকা নর্দমার জলে ডুবে মরে, খোলা ম্যানহোলে পড়ে প্রাণ হারায়, কিংবা বেআইনি বহুতলের আগুনে পুড়ে ছাই হয়, তখন এই আমলারা ঠিক সময়ে নিজেদের পদোন্নতি, বিদেশ সফর আর মোটা বেতনের নিশ্চিন্ত জীবন উপভোগ করেন। শহরগুলো নরকে পরিণত হলেও, তাঁদের পেনশনের খাতায় কোনও আঁচড় পড়ে না। খোদ সরকারি রিপোর্টেই প্রকাশ পেয়েছে যে, দেশের হাজার হাজার পুরসভা আবর্জনামুক্ত শহরের মাপকাঠিতে সম্পূর্ণ শূন্য পেয়েছে। তবু এঁদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, কারণ পচাগলা ব্যবস্থার মধ্যেই এঁদের আসল রমরমা লুকিয়ে আছে।

কিন্তু আমরা, সাধারণ নাগরিকরা কি সত্যিই পুরোপুরি ধোয়া তুলসীপাতা? রাজনীতিক বা আমলাদের গালমন্দ করার আগে অন্তত একবার নিজেদের আয়নার সামনে দাঁড় করানো একান্ত দরকার। আমরা সেই দেশের নাগরিক, যাঁরা নিজেদের ঘরের মেঝে প্রতিদিন ফিনাইল দিয়ে ঝকঝকে করে মুছি, কিন্তু জানলা দিয়ে এক প্যাকেট উচ্ছিষ্ট অনায়াসে ছুড়ে ফেলি পাশের রাস্তায় বা নর্দমায়। আমরা নাগরিক অধিকার নিয়ে চায়ের কাপে তুমুল ঝড় তুলি, অথচ বাড়ির সামনে সরকারি জমি দখল করে বা ফুটপাথ আটকে নিজস্ব গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা বানাতে আমাদের একটুও বাধে না। বর্ষায় ড্রেন উপচে জল জমলে আমরা পুরসভার মুণ্ডপাত করি, কিন্তু সেই ড্রেনগুলো যে আমাদেরই ফেলা প্লাস্টিকের প্যাকেট আর গুটখার পাউচে চিরতরে বুজে আছে, সেকথা বেমালুম ভুলে যাই। এমনকি যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিবেশ রক্ষার নামে বড় বড় বুলি আওড়ায়, তারাও সাধারণ মানুষকে পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার চেয়ে নিজেদের প্রচারের দিকেই বেশি নজর দেয়। নাগরিক হিসেবে যতক্ষণ না আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছি, ততক্ষণ কোনও সিস্টেমের কাছে জবাবদিহি চাওয়ার নৈতিক অধিকার আমাদের নেই। আমরা নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমেই এই চরম বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতিকে দিনের পর দিন প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি।

সময় এসে গিয়েছে এই পচে যাওয়া ব্যবস্থাটাকে সমূলে উপড়ে ফেলার। এখন আর লোকদেখানো জরিমানা বা সাময়িক সাসপেনশনে কোনও কাজ হবে না। বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের জিরো টলারেন্স নীতি নিতে হবে এবং সেই নির্মাণ ভেঙে ফেলার পাশাপাশি প্রোমোটার, ঠিকাদার ও মদতদাতা আমলাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় খুনের মামলা রুজু করে দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। যে পুর ইঞ্জিনিয়াররা টাকার বিনিময়ে বিপজ্জনক কাঠামোর ছাড়পত্র দেবেন, তাঁদের শুধু চাকরি থেকে বরখাস্ত নয়, যাবজ্জীবন কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং বাধ্যতামূলক নগরোন্নয়ন পরিকল্পনা চাপিয়ে দিতে হবে, যার নজরদারি হবে রিয়েল টাইমে এবং কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই মিলবে আর্থিক বরাদ্দ। নেতা, আমলা আর ঠিকাদারদের এই বিষাক্ত চক্র ভাঙতে গেলে প্রয়োজন নিরপেক্ষ নজরদারি, সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ্যে আনা এবং দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির। একইসঙ্গে নাগরিকদেরও সচেতনতার প্রমাণ দিতে হবে, নয়তো কড়া আইনি ব্যবস্থার মুখে পড়তে হবে। জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারের দিন চিরতরে শেষ। এবার প্রয়োজন এক নির্মম জবাবদিহির। ভারত যদি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়, তবে সবার আগে তার শহরগুলোকে এই নোংরা অবহেলার পাঁক থেকে টেনে তুলতে হবে। বর্ষা আবারও আসবে, আবারও মেঘ ঘনিয়ে অঝোরে বৃষ্টি নামবে। কিন্তু আমরা কি আগামী লাশের পাহাড় তৈরি হওয়ার আগেই কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে জাগব? অজুহাত দেওয়ার সময় ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন প্রয়োজন শুধু নির্মম ও আপসহীন পদক্ষেপের।

(লেখক সাংবাদিক)

পেটের টানে।। বর্ষায় বালুরঘাটের রাস্তায়। -ফাইল চিত্র

ছবি : মাজিদুর সরদার ও সংগৃহীত

> শহরের নর্দমা উপচে পড়া থেকে শুরু করে কংক্রিটের জঙ্গলে শ্বাসরোধ; বর্ষা এলেই যেন আমাদের তথাকথিত উন্নয়নের কঙ্কালসার চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। নেতা, আমলা ও ঠিকাদারদের অশুভ আঁতাত আর জলাভূমি ভরাটের মতো আত্মঘাতী পদক্ষেপে শহরগুলো আজ মরণফাঁদ। নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ডেঙ্গির মতো রোগে প্রান্তিক মানুষের ভোগান্তি চরমে। এই পচনশীল ব্যবস্থা বদলাতে শুধু লোকদেখানো সংস্কার নয়, প্রয়োজন সিস্টেমের প্রতিটি স্তরে নির্মম জবাবদিহি এবং নাগরিক সচেতনতা।

কংক্রিটের লোভে বিপন্ন ভবিষ্যৎ

অন্ধের মতো জলাভূমি ভরাট, বৃক্ষনিধন এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের জেরে বর্ষায় শহরগুলো আজ এক ভয়ংকর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে

কৌশিক কর্মকার

শহরের আকাশে ঘন কালো মেঘ জমলেই আজকাল মানুষের মনে এক অদ্ভুত ত্রাস সঞ্চারিত হয়। বৃষ্টি নামার রোমান্টিসিজম এখন আর মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমে জায়গা পায় না; বরং তার বদলে জায়গা করে নেয় এক বুক অজানা আতঙ্ক। গত কয়েক দশকে আমাদের দেশের শহরগুলোর চরিত্র এমনভাবে বদলে গিয়েছে যে, সামান্য বৃষ্টিতেই নাগরিক জীবন এক লহমায় স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রশাসনের দুর্নীতি আর পরিকাঠামোর অভাব নিয়ে আমরা বিস্তর আলোচনা করি ঠিকই, কিন্তু যে নীরব এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত ধ্বংসলীলা আমাদের শহরগুলোকে তিলে তিলে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করছে, তা নিয়ে আমরা বড়ই উদাসীন। জলবায়ু পরিবর্তনের চরম খামখেয়ালিপনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের আত্মঘাতী নগর পরিকল্পনা। এই দুইয়ের মারাত্মক ককটেল আজ শহরগুলোকে কার্যত অবাসযোগ্য করে তুলেছে। প্রকৃতির নিজস্ব ভারসাম্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমরা যে কংক্রিটের অহংকার তৈরি করেছি, আজ সেই অহংকারই আমাদের গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে কোনও শহরের ভৌগোলিক গঠনের একটি নিজস্ব প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থা থাকে। নদী, খাল, বিল এবং বিশাল আকৃতির জলাভূমিগুলো শহরের ‘স্পঞ্জ’ বা অতিরিক্ত জল শুষে নেওয়ার প্রাকৃতিক আধার হিসেবে কাজ করে। কলকাতা শহরের পূর্ব দিকের সুবিশাল জলাভূমি এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এই জলাভূমিগুলো শুধু যে শহরের অতিরিক্ত জল ধারণ করত তা নয়, প্রাকৃতিকভাবে শহরের তরল বর্জ্য পরিশোধনের কাজও করত অত্যন্ত নিপুণভাবে। কিন্তু গত দুই দশকে রিয়েল এস্টেট মাফিয়াদের আগ্রাসনে এই প্রাকৃতিক আধারগুলো আজ কার্যত বিলুপ্তির পথে। আইনের চোখে ধুলো দিয়ে, রাতের অন্ধকারে মাটি ফেলে দিনের পর দিন বোজানো হয়েছে বিঘার পর বিঘা জলাজমি। আর সেই নরম মাটির ওপর মাথা তুলেছে আকাশছোঁয়া সব আবাসন। জল যাওয়ার প্রাকৃতিক পথগুলোকে কংক্রিট দিয়ে চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়ার পর, যখন বৃষ্টির জল রাস্তায় জমে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন আমরা আকাশপানে চেয়ে ভগবানকে দোষারোপ করি। অথচ নিজেদের হাতে প্রকৃতির স্পঞ্জটিকে ধ্বংস করে আমরাই এই কৃত্রিম বন্যার জন্ম দিয়েছি। যে শহর তার নিজস্ব জলাভূমিগুলোকে রক্ষা করতে পারে না, তাকে ডোবার হাত থেকে কোনও আধুনিক পাম্পিং স্টেশন বাঁচাতে পারবে না, এটাই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম।

এই অপরিকল্পিত নগরায়ণের আর একটি বীভৎস দিক হল শহরের সবুজের অবলুপ্তি। আধুনিকায়নের নামে এবং রাস্তা চওড়া করার অজুহাতে আমরা শহরের ফুসফুসগুলোকে নির্বিচারে কেটে সাফ করেছি। যে ক’টি পুরোনো এবং বিশাল গাছ এখনও শহরের বুকে কোনওক্রমে টিকে আছে, তাদের প্রতি আমাদের আচরণ আরও নির্মম। ফুটপাথ বাঁধাই করার সময় গাছের গোড়া পর্যন্ত নিরেট কংক্রিট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে গাছের শিকড় মাটির নীচে ছড়ানোর বা পর্যাপ্ত জল ও পুষ্টি সংগ্রহ করার কোনও জায়গা পায় না। শিকড় দুর্বল হয়ে পড়ায় সামান্য কালবৈশাখী বা বর্ষার ঝোড়ো হাওয়ায় সেই বিশাল গাছগুলো শিকড় সমেত উপড়ে পড়ে। রাস্তায় চলন্ত গাড়ি বা পথচারীদের ওপর গাছ পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা আজ আর কোনও নতুন খবর নয়। আমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক শ্বাস রোধ করে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছি, আর অন্যদিকে কংক্রিটের জঙ্গলে বসে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে বড় বড় সেমিনার করছি।

বর্ষার এই জল জমার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে এক বিশাল ‘রোগের অর্থনীতি’ বা ডিজিজ ইকনমি। বৃষ্টি শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেশের শহরগুলোতে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং টাইফয়েডের মতো মশাবাহিত ও জলবাহিত রোগের বিস্ফোরণ ঘটে। আর এই মরশুমেই ফুলেফেঁপে ওঠে শহরের কর্পোরেট হাসপাতাল এবং প্যাথলজি ল্যাবগুলোর ব্যবসা। জমা জলে মশার লার্ভা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পুরসভাগুলোর চরম অপদার্থতা আজ আর কারও অজানা নয়। মশা মারার ধোঁয়া ছড়ানো বা ব্লিচিং পাউডার ছেটানোর যে ছবি আমরা খবরের কাগজে দেখি, তা আসলে এক চূড়ান্ত আইওয়াশ। কোটি কোটি টাকার কীটনাশক কেনার টেন্ডার পাশ হয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। ফলে প্রতি বছর বর্ষা মানেই ঘরে ঘরে জ্বরের প্রকোপ, হাসপাতালে বেড না পাওয়ার হাহাকার এবং চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে মধ্যবিত্তের চরম আর্থিক সংকট। প্রশাসন শুধু ডেঙ্গিতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান লুকোতেই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু ডেঙ্গির আঁতুড়গুলো ধ্বংস করার কোনও বিজ্ঞানসম্মত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তাদের কাছে নেই। মানুষের জীবনের বিনিময়ে গড়ে ওঠা এই চিকিৎসা ব্যবসার রমরমা দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

> শহরের প্রাকৃতিক জলাভূমি ধ্বংস এবং রিয়েল এস্টেটের আগ্রাসন বর্ষার দুর্যোগকে আজ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। জল জমার কারণে সৃষ্ট ডেঙ্গির মতো মশাবাহিত রোগের বাড়বাড়ন্ত শহরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে পঙ্গু করে তুলছে, যার সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছেন প্রান্তিক স্তরের দরিদ্র মানুষ। কংক্রিটের দম্ভে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার এই আত্মঘাতী প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ না হলে শহরের ভবিষ্যৎ এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

এই নাগরিক বিপর্যয়ের আরও একটি মর্মান্তিক দিক হল এর আর্থসামাজিক বৈষম্য। শহরের রাস্তায় যখন কোমরসমান জল জমে, তখন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এসইউভি গাড়িতে বসে থাকা বিত্তবান মানুষটি হয়তো ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই জমা জল শহরের দরিদ্র প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবনে এক ভয়াবহ অভিশাপ হয়ে নেমে আসে। বস্তিগুলোতে যখন নর্দমার জল ঢুকে পড়ে, তখন দিনমজুর, রিকশাচালক বা ফুটপাথের হকারদের সারা জীবনের সামান্য সঞ্চয়টুকুও নষ্ট হয়ে যায়। কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে, দু’বেলা দু’মুঠো খাবার জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বর্ষার এই কয়েকটা দিন তাঁদের কাছে বেঁচে থাকার এক কঠিন লড়াই। শহরের উন্নয়ন বা স্মার্ট সিটির গালভরা প্রতিশ্রুতিগুলো এঁদের কাছে এক নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ ভোটব্যাংকের রাজনীতিতে এঁরাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

আর দুর্যোগ এলেই শুরু হয়ে যায় রাজনীতিকদের এক জঘন্য উৎসব— ত্রাণের রাজনীতি। বুকসমান জলে দাঁড়িয়ে কয়েকটা সস্তার ত্রিপল আর শুকনো খাবারের প্যাকেট বিলি করার ছবি ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়ে তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সাধারণ মানুষের চরম দুর্গতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের মসিহা হিসেবে প্রমাণ করার এই নির্লজ্জ পিআর এক্সারসাইজ আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক চরম অবক্ষয়। মানুষের অধিকারকে ভিক্ষে হিসেবে তাদের হাতে তুলে দিয়ে রাজনীতিকরা বোঝাতে চান যে তাঁরা কতটা দয়ালু। অথচ যে নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক থাকলে মানুষটার এই অবস্থাই হত না, সেই আসল কাজটা করার কোনও তাগিদ কারও নেই। আমরা বিপর্যয়কে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি, আর ত্রাণ পাওয়াটাকে সরকারের দয়া বলে ভাবতে শুরু করেছি।

এই সর্বনাশা পথ থেকে ফিরে আসার সময় হয়তো ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ধ্বংসের গতি কমানোর সুযোগ এখনও আছে। এর জন্য প্রয়োজন এক আমূল মানসিকতার বদল। নগর পরিকল্পনাকে শুধু ইটের পর ইট সাজানোর ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে দেখলে চলবে না; একে দেখতে হবে এক অবিচ্ছেদ্য বাস্তুতান্ত্রিক বা ইকোলজিক্যাল প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। জলাভূমি ভরাট সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং বেদখল হয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক জলপথগুলোকে যে কোনও মূল্যে উদ্ধার করতে হবে। প্রকৃতিকে তার নিজের স্পেস বা জায়গা দিতেই হবে। আমরা যদি প্রকৃতির সীমানাকে সম্মান না করি, তবে প্রকৃতি একদিন তার রুদ্রমূর্তিতে আমাদের সমস্ত কংক্রিটের দম্ভ গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজের জমি ঠিক ছিনিয়ে নেবে। তখন কোনও অজুহাত বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মহাকাশে বেসরকারি রকেট

শ্রীহরিকোটা, ১৮ জুলাই : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে সফল উৎক্ষেপণ হল ভারতের প্রথম বেসরকারি অরবিটাল রকেট ‘বিক্রম-১’-এর। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের কারিগর হায়দরাবাদের স্টার্টআপ ‘স্কাইরুট অ্যারোস্পেস’-এর দুই কর্ণধার, প্রাক্তন ইসরো বিজ্ঞানী পবন কুমার চন্দনা ও নাগা ভরত ডাকা। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই রকেট মহাকাশ গবেষণায় নতুন যুগের সূচনা করল।

শনিবার বেলা ১২টা ৫ মিনিটে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের প্রথম লঞ্চ প্যাড থেকে আগুনের শিখা ছড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি দেয় সাততলা উচ্চতার এই চার পর্যায়ের রকেট। স্কাইরুটের এই অভিযানের পোশাকি নাম ‘মিশন আগমন’। সবকটি পর্যায় পেরিয়ে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই রকেটটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছোয় এবং দেশি-বিদেশি পে-লোডগুলিকে নিখুঁতভাবে স্থাপন করে। কার্বন কম্পোজিট কাঠামো এবং ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ প্রযুক্তিতে তৈরি ইঞ্জিনের মিশেলে এই রকেট ভারতের বাণিজ্যিক মহাকাশ ক্ষেত্রকে বিশ্বমঞ্চে অনেকটা এগিয়ে দিল।

ঐতিহাসিক এই সাফল্যের পর পবন ও নাগা ভরতকে ফোন করে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই কৃতিত্বকে ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। পবনদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা মহাকাশে কেবল একটি নতুন গাছই রোপণ করেননি, মাটিতেও নতুন শিকড় গেড়েছেন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।’ প্রত্যুত্তরে পবন বলেন, ‘উদ্যোক্তা হওয়াই সবচেয়ে ভালো পেশা। কারণ এটি স্বাধীনতা দেয় এবং দেশ গড়ার সুযোগ করে দেয়।’ রকেটের পিঠে চড়ে মহাকাশে পৌঁছে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো ‘বন্দে মাতরম’ লেখা একটি কার্ডও।

এক সময় অঙ্কের পরীক্ষায় মাত্র ৫১ পাওয়া ছেলে পবন আজ ভারতের বেসরকারি মহাকাশ শিল্পের প্রধান মুখ। ইসরোর নিশ্চিন্ত সরকারি চাকরি ছেড়ে ২০১৮ সালে ঝুঁকি নিয়েছিলেন এই দুই বিজ্ঞানী। ফ্লিপকার্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিন্নি বনসলের বিনিয়োগ এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এক হাজার কর্মীর পরিশ্রমে আজ তাঁরা সফল। শ্রীহরিকোটার মেঘলা আকাশ চিরে বিক্রম-১-এর উড়ান প্রমাণ করল, ভারতের বেসরকারি মেধা এখন মহাকাশ জয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

নেপথ্যে ইসরোর ২ প্রাক্তনী

সাফল্যের পর মোদির সঙ্গে ফোনে পবন কুমার চন্দনা ও নাগা ভরত ডাকা।

প্রতীক বিতর্কে আইন মেনে পদক্ষেপের বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিভাজনের জেরে প্রতীক-সংক্রান্ত বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তার নিষ্পত্তি আইনি কাঠামো মেনেই হবে বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের ‘অল ইন্ডিয়া মিডিয়া কনফারেন্স’-এ তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর বিধান অনুযায়ী কমিশন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। যদিও তিনি কোনও পক্ষের নাম উল্লেখ করেননি বা প্রতীক কার হাতে যেতে পারে, সে বিষয়ে ইঙ্গিতও দেননি।

নির্বাচন কমিশনার জানান, কমিশনের অবস্থান আইন ও বিধি অনুসারেই ঠিক হবে। পশ্চিমবঙ্গের সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল শান্তিপূর্ণ, অবাধ এবং সুষ্ঠু। কোথাও ছাপ্পা ভোট বা বুথ দখলের ঘটনা ঘটেনি বলেই বিপুল সংখ্যায় ভোটাররা নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন তিনি। জ্ঞানেশ কুমার বলেন, ‘কমিশন কোনও রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করেনি এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করেছে।’

সর্বদলীয় বৈঠকে ডাক এনসিপিআইকে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : সংসদের বাদল অধিবেশনের ঠিক আগে ২০ জন বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদকে নিয়ে গঠিত ভুঁইফোঁড় এনসিপিআই-এ কার্যত স্বীকৃতি দিয়ে দিল মোদি সরকার। ওই দলের নেতা হিসেবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবিবার সর্বদল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এর মাধ্যমে লোকসভার স্পিকারের চূড়ান্ত স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত এখনও বাকি থাকলেও কেন্দ্রের তরফে প্রথমবারের মতো এনসিপিআই-কে সংসদীয় সত্তা হিসেবে কার্যত স্বীকৃতি দেওয়ার ইঙ্গিত মিলল।

তবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নয়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-কাকলি ঘোষদস্তিদারদের লোকসভায় আলাদা বসার আবেদন গ্রহণ করেছেন স্পিকার ওম বিড়লা। তাঁদের আর্জি মেনে আলাদা ব্লকের অনুমতিও দিয়েছেন তিনি। এর ফলে সংসদে সুদীপরা একটি কার্যালয়ও পেতে চলেছে।

শনিবার সুদীপকে পাঠানো চিঠিতে কিরেন রিজিজু উল্লেখ করেছেন, ২০ জন সাংসদ এনসিপিআই-তে যোগ দিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে দল হিসেবে স্বীকৃতির আবেদন জানিয়েছেন। সেই আবেদন এখনও স্পিকারের বিবেচনাধীন। সর্বদলীয় বৈঠকে এনসিপিআই এর লোকসভার নেতা হিসেবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এনসিপিআই-র মনোনীত চিফ হুইপ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকেও ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এরই মধ্যে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এনসিপিআই নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের পর তিনি বলেন, ‘দেশ গড়তে আমাদের একসঙ্গে উন্নয়নমূলক এবং গঠনমূলক কাজ করতে হবে এই আলোচনাই হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।’ পর্যবেক্ষকদের মতে, এনডিএ-তে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এই সাক্ষাৎ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা। বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিতও এই সাক্ষাতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। একের পর এক ঘটনাক্রমে লোকসভায় মমতাপন্থী তৃণমূলের গুরুত্ব অনেকটাই কমেছে।

তবে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘বিজেপি তৃণমূলকে টার্গেট করেছে। কিছু বিল পাশ করাতে এই কাজটি করা হচ্ছে। কিন্তু ওই সাংসদরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে তাঁরাই জানেন না। আমরাও জানি না। এই সাংসদরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বিজেপি বিরোধী ভোটারদের সঙ্গে।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এনসিপিআই নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজঘাটে একুশে জুলাই পালনের কর্মসূচি

মঙ্গলবার সকালে অধিবেশন শুরুর আগে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে দলের সাংসদদের নিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কবিতা পাঠ, সংগীত এবং নীরবতা পালনের মাধ্যমে শহিদদের স্মরণ করা হবে। সাদা পোশাকে সাংসদদের হাজির হতে বলা হয়েছে।

গ্যাংস্টার যোগে গ্রেপ্তার পুলিশ

অমৃতসর, ১৮ জুলাই : কুখ্যাত গ্যাংস্টার জগগু ভগবানপুরিয়ার গ্যাংয়ের সঙ্গে যোগসাজশ এবং মার্কিন প্রবাসী এক পরিবারের কাছ থেকে বিশাল অঙ্কের তোলাবাজির অভিযোগে পঞ্জাব পুলিশের ইনস্পেকটর গুরিন্দরজিৎ সিং নাগরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার জলন্ধর রেঞ্জের ডিআইজি নবীন সিংলা তাঁর গ্রেপ্তারির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সম্প্রতি এফবিআই-র ‘অপারেশন হার্ড বল’-এর চার্জশিটে পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরের তান্ডা থানার প্রাক্তন এই ওসির নাম সামনে এসেছিল। মার্কিন আদালতের তথ্য বলছে, গুরিন্দরজিৎ সিং নাগরা ওই গ্যাংস্টারদের সাহায্যে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে বসবাসকারী একটি পরিবারকে ভারতের একটি ভুয়ো খুনের মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিয়ে ৪ লক্ষ মার্কিন ডলার (প্রায় ৩.৮১ কোটি টাকা) দাবি করেছিলেন। পরিবারটির থেকে তিনি ১৬ লক্ষ টাকা হাতিয়েছেন বলে প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ।

সোনম ওয়াংচুকের প্রস্থানের পর যন্তরমন্তরে অনশনে ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।

ঢাকার আর্জি খতিয়ে দেখছে নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ খতিয়ে দেখছে ভারত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং নতুন সরকার গঠনের পরও এই বিষয়ে নিজেদের পুরোনো অবস্থানেই অনড় দিল্লি। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, আইনি ও বিচারবিভাগীয় দিকগুলি বিবেচনা করে এই অনুরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের ওপরই বর্তায়। রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা প্রত্যর্পণের অনুরোধ পেয়েছি। এর আগেও আমরা যেমনটা বলেছি, এই অনুরোধটি এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িত সমস্ত আইনি দিক বিবেচনায় রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’ বিশেষজ্ঞদের মতে, শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ, তিনি এদেশে কোনও পলাতক অপরাধী হিসেবে নন, বরং ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে অবস্থান করছেন।

আমিরকে হুমকি

মুম্বই, ১৮ জুলাই : সলমন খানের পর এবার বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নিশানায় আমির খান। ‘লভ জেহাদ’ প্রসারের অভিযোগে অভিনেতা আমিরকে সরাসরি প্রাণনাশের হুমকি দিল লরেন্সের অনুগামীরা।

সমাজমাধ্যমে আরজু বিষ্ণোই ও টাইসন বিষ্ণোই আমিরের তৃতীয় বিয়ে এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি নষ্ট করার অভিযোগ তুলেছে। আমিরের উদ্দেশে কড়া ভাষায় ওই গ্যাং জানিয়েছে, ‘আমির খানের মতো মানুষ দেশে লভ জেহাদ প্রচার করছে। আমরা ওকে ছাড়ব না, দ্রুত এর পরিণাম ভুগতে হবে।’ অডিওবার্তায় এই গ্যাং হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, ‘স্টারডম ব্যবহার করে যাঁরা এমন নিম্নরুচির কাজ করছেন, তাঁদের স্তব্ধ করে দেওয়া হবে।’ মুম্বই পুলিশের সাইবার সেল ওই পোস্ট ও অডিও ক্লিপের সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে তদন্তে নেমেছে।

বিজয়-স্ট্যালিন বোঝাপড়া

চেন্নাই, ১৮ জুলাই : ডিলিমিটেশন বিল সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করাতে ডিএমকে-র দিকেও নজর দিয়েছে বিজেপি। এনডিএ-র তরফে এমনও দাবি করা হচ্ছিল, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দল নিজেদের পুরোনো অবস্থান থেকে সরে এসে বিলে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ডিএমকের একটি সূত্র জানিয়েছে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বরং শুক্রবার দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে স্ট্যালিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ওই বিলে তাঁরা সমর্থন করবেন না। জানা গিয়েছে, স্ট্যালিনের এহেন অবস্থানের নেপথ্যে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়ের সঙ্গে ফোনালাপ। দুই নেতার মধ্যে টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে। ডিএমকে সভাপতিকে তামিলনাড়ুর স্বার্থে ওই বিলটির বিরোধিতার করার অনুরোধ করেছেন টিভিকে সুপ্রিমো। তারপরই সিদ্ধান্ত বদলেছেন স্ট্যালিন।

ফকল্যান্ড বিতর্কে তপ্ত বিশ্বকাপ

নিউ ইয়র্ক ১৮ জুলাই : ফুটবলের সঙ্গে ভূ-রাজনীতির সম্পর্কটা অনেকটা চোরাস্রোতের মতো, সুযোগ পেলেই তা সশব্দে আছড়ে পড়ে। বুধবার ইংল্যান্ডকে হারানোর পর আর্জেন্তিনার ফুটবলাররা যখন 'ফকল্যান্ডস আর্জেন্তিনার' (লাস মালভিনাস সন আর্জেন্তিনাস) লেখা ব্যানার হাতে উচ্ছ্বাসে মাতলেন, তখন সেই চোরাস্রোতই এক আন্তর্জাতিক সংঘাতে পরিণত হল। ফিফার নিয়মে মাঠে যেকোনও রাজনৈতিক বার্তা কড়াভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু খোদ হোয়াইট হাউস এবার আর্জেন্তিনার পাশে দাঁড়িয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিফা টাস্ক ফোর্সের প্রধান অ্যান্ড্রু জিউলিয়ানি আমেরিকার সংবিধানের দোহাই দিয়ে জানিয়েছেন, মার্কিন মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার সকলেরই রয়েছে।

হোয়াইট হাউসের এই মন্তব্যে স্বভাবতই আটলান্টিকের ওপারে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। ডাউনিং স্ট্রিট থেকে ব্রিটিশ সরকার কড়া ভাষায় বার্তা দিয়েছে, ‘বিশ্বকাপ হয়তো আমাদের হাতে উঠবে না, কিন্তু ফকল্যান্ড নিশ্চিতভাবেই আমাদের। এই দ্বীপের ওপর আমাদের অধিকার কখনও টলবে না।’ ফিফার কাছে অবিলম্বে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা। ১৯৮২ সালের সেই ৭৪ দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আজও দুই দেশের কূটনীতিতে এক দগদগে ক্ষত। ফকল্যান্ডের অধিকার নিয়ে হওয়া সেই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৫৫ জন ব্রিটিশ এবং ৬৪৯ জন আর্জেন্তিনীয় সেনা। খেলার মাঠে সেই পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে তোলায় পরিস্থিতি এখন রীতিমতো ঘোরালো।

ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসনও এই ঘটনায় তীব্র হতাশা প্রকাশ করেছে। ২০১৩ সালের ঐতিহাসিক গণভোটে সেখানকার বাসিন্দারা প্রায় শতভাগ সমর্থন নিয়ে ব্রিটেনের অধীনেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, ইংল্যান্ড ও আর্জেন্তিনার দ্বৈরথে ফকল্যান্ডের সাধারণ মানুষকে যেন নিছক রাজনৈতিক ফুটবল হিসেবে ব্যবহার না করা হয়।

ফিফা ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। দোষী প্রমাণিত হলে আর্জেন্তিনাকে হয়তো শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে পড়তে হবে। তবে খেলার মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে এই বিতর্ক যে এখন ওয়াশিংটন থেকে লন্ডন পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ কূটনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

সেরা ইয়ামি গৌতম, কার্তিক আরিয়ান

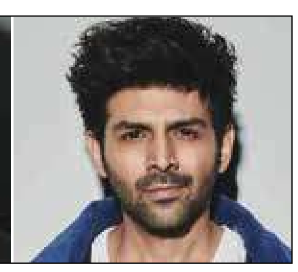

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : দিল্লিতে শনিবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক ৭২ তম রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করল। ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠদের এর মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হল। বিশিষ্ট চিত্রনির্মাতা জয়রাজের নেতৃত্বে ১১ জন সদস্যের জুরি বোর্ড এই নির্বাচনের কাজ করেছে। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সেন্সর বোর্ড অফ সার্টিফিকেশন যেসব ছবিকে ছাড়পত্র দিয়েছে, তাদের মধ্যে থেকেই সেরাদের বেছে নেওয়া হয়েছে। চলতি বছর সেরা ছবি হয়েছে আর্টিকল ৩৭০। সেরা হিন্দি ছবি হয়েছে শ্রীকান্ত। নাম ভূমিকায় আছেন রাজকুমার রাও, তবে সেরা অভিনেতা তিনি হতে পারেননি। সেই সম্মান গিয়েছে প্রবীণ অভিনেতা মামুট্টি ও কার্তিক আরিয়ানের ঝুলিতে, যথাক্রমে ভ্রমযুগম ও চন্দু চ্যাম্পিয়ন ছবির জন্য। সেরা অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম, আর্টিকল ৩৭০ ছবির জন্য। সেরা বাংলা ছবি চালচিত্র এখন,পরিচালনায় অঞ্জন দত্ত। অঙ্ক কি কঠিন-এর শিশুশিল্পী ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তপোময় দেব ও গীতশ্রী চক্রবর্তী। এছাড়াও অরুণদেব পোথুলা ও অতীশ এস শেট্টিও এই বিভাগে সেরা হয়েছে যথাক্রমে ৩৫ চিন্না কথা কাড়ু ও মিথ্যা-র জন্য। সেরা শিশু চলচ্চিত্র হয়েছে ৩৫ চিন্না কাড়ু কথা। রাজকুমার পেরিয়াস্বামী হয়েছেন সেরা চিত্র পরিচালক, আমরণ ছবির জন্য। সেরা ডেবিউ ছবি স্বতন্ত্র বীর সাভারকর-এর জন্য পরিচালক রণদীপ হুডা স্বীকৃতি পেয়েছেন। সেরা বিনোদনমূলক ছবি কলকি ২৮৯৮ এডি। সেরা সংগীত পরিচালক শাশ্বত সচদেবা আর্টিকল ৩৭০ ও জিভি কুমার আমরণ-এর জন্য। সেরা গীতিকার মনোজ মুনতাশির, ছবির নাম ময়দান। সেরা নন ফিকশন ছবি, ভানগড়, প্রযোজনা ও পরিচালনা সুনিরা রায়। সেরা তথ্যচিত্র রাম-নামী, পরিচালনা ভারতবালা গণপথি। বিশেষ সম্মান পাচ্ছেন ধনুষ, ক্যাপ্টেন মিলার ও সুরেন জি, মেইয়াজাগান ছবির এর জন্য। সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধ প্রচারের ছবি হিসেবে সেরা হয়েছে ক্যাপ্টেন মিলার।

ম্যান্ডেলার সঙ্গে তুলনা উমর খালিদের

নিউ ইয়র্ক, ১৮ জুলাই : নেলসন ম্যান্ডেলার লড়াইয়ের সঙ্গে জেলবন্দি উমর খালিদের পরিস্থিতির তুলনা টেনে বিতর্ক উসকে দিলেন নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের টাউন হলে নেলসন ম্যান্ডেলা গ্লোবাল লিডারশিপ ফোরামের উদ্বোধনী ভাষণে বক্তব্য রাখছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ওই ডেমোক্র্যাট নেতা। সেখানে ২০২০ সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লির সাম্প্রদায়িক হিংসা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদের কারাবাসকে ম্যান্ডেলার দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে একাসনে বসান মামদানি। নামী চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের পুত্র হওয়ার সুবাদে ভারতের নাড়ির টান তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট।

বিতর্কে মামদানি

মঞ্চ থেকে সরাসরি প্রশ্ন তুলে মামদানি বলেন, ‘দিল্লিতে কেন ছয় বছর ধরে কারারুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে উমর খালিদকে? ম্যান্ডেলার মতো তাঁকেও স্রেফ সাজানো সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে রাজনৈতিক বন্দি করে রাখা হয়েছে।’

ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘ইতিহাসের রায় ঘোষণার পর আমরা কোথায় দাঁড়াচ্ছি, তা দিয়ে বিচার হয় না। বরং রায় ঘোষণার আগের কঠিন সময়ে আমাদের অবস্থানই আসলে ন্যায়ের মাপকাঠি।’ ইউএপিএ আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্ত প্রাক্তন জেএনইউ পড়ুয়া খালিদের সমর্থনে নিউ ইয়র্কের মেয়রের এই আবেগতাড়িত তীক্ষ্ণ মন্তব্যে হতচকিত বিশ্ব।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে হত ৮

আহমেদাবাদ, ১৮ জুলাই : গুজরাটের আহমেদাবাদে একটি বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন অন্তত আটজন। শনিবার বিকালের এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির পাশাপাশি গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ন’জন। কারখানার লাইসেন্স অনেক আগেই বাতিল করা হয়েছিল। মর্মান্তিক ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেন।

গ্রেপ্তার ৫ জঙ্গি

আহমেদাবাদ, ১৮ জুলাই : নিষিদ্ধ পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ-এর বড়সড়ো নাশকতার ছক বানচাল করল গুজরাট অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস)। এই জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে এই মামলায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩। ধৃতরা বিষাক্ত গ্যাস বোমা ও আইইডি তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এবং নির্জন এলাকায় অন্তত আটবার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণও ঘটিয়েছিল বলে তদন্তে জানা গিয়েছে।

তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ধৃতরা পাকিস্তানের ভাওয়ালপুরে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জৈশ হ্যান্ডলারদের নির্দেশে গুজরাট সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা করছিল।

মাথার গুগল ম্যাপ বানালেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা

চেন্নাই, ১৮ জুলাই : ‘মুণ্ডু গেলে খাবটা কী, মুণ্ডু গেলে বাঁচব না কি!’ মুণ্ডু না থাকলে যে কতরকমের বিপদ, তা তো বহুকাল আগেই বলে গিয়েছেন গুপি গায়েন। এবার সেই মুড়োকে রক্ষা করতে তার একটা আস্ত ডিজিটাল ম্যাপই বানিয়ে ফেললেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা।

ব্যাপারটা খোলসা করা যাক। ধরুন, অচেনা কোনও শহরে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন? কী করবেন? না, চট করে পকেট থেকে স্মার্টফোনটা বের করে খুলে ফেলবেন গুগল ম্যাপ। ব্যাস, পুরো শহরের অলিগলি তখন আপনার মুঠোয়! এবার ধরুন, যদি আমাদের মাথার ভিতরের সবচেয়ে রহস্যময় গলিঘুঁজিগুলির এমন একটা নিখুঁত মানচিত্র থাকত? ঠিক এই কাজটিই করে দেখিয়েছেন একদল ভারতীয় বিজ্ঞানী। মানুষের মস্তিষ্কের সবচেয়ে জটিল ও দুর্ভেদ্য অংশ ‘ব্রেনস্টেম’-এর সবচেয়ে নিখুঁত ও বিস্তারিত ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডি) ডিজিটাল ম্যাপ বা অ্যাটলাস তৈরি করেছেন তাঁরা।

মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলে থাকা এই ব্রেনস্টেম আকারে বেশ ছোট হলেও তার ক্ষমতা প্রচুর। এটা শরীরের পাওয়ার হাউস। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘুম থেকে শুরু করে হাত-পা নাড়ানো—সবটাই নিয়ন্ত্রণ করে সে। এর সামান্য ক্ষতিও মানুষের জীবন কেড়ে নিতে পারে। অথচ জটিল গঠনের কারণে চিকিৎসকদের কাছে এতদিন এটা ছিল এক গোলকধাঁধা। সেই ধাঁধারই সমাধান করেছেন আইআইটি মাদ্রাজের সুধা গোপালকৃষ্ণন ব্রেন সেন্টারের গবেষকরা। তাঁদের তৈরি ডিজিটাল মানচিত্রের পোশাকি নাম ‘অ্যাঙ্কর’। এর বিশেষত্ব, চিকিৎসকরা এবার আস্ত একটা এমআরআই স্ক্যান থেকে জুম করতে করতে সরাসরি ঢুকে পড়তে পারবেন একদম ভিতরের একক কোষ বা নিউরনের স্তরে। ঠিক যেমন গুগল ম্যাপে উপগ্রহের ছবি থেকে জুম করে আপনার বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখে নেওয়া যায়!

এতদিন এমআরআই স্ক্যানে পুরো মস্তিষ্ক দেখা গেলেও কোষের স্তরে গিয়ে নিখুঁতভাবে সবটা চেনা যেত না। ‘অ্যাঙ্কর’ সেই খামতি পূরণ করেছে। ভ্রূণ থেকে শুরু করে শিশু ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের ৫০০-র বেশি ব্রেন সেকশন নিয়ে প্রায় ১৮ মাস ধরে তিল তিল করে তৈরি করা হয়েছে এই থ্রি-ডি মানচিত্র। এখানে প্রায় ২০০টিরও বেশি কোষগুচ্ছ এবং স্নায়ুপথকে আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

এই সাফল্যের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের স্নায়ুবিজ্ঞানী শুভা টোলে বলেন, ‘এটা একটা দূরদর্শী কর্মসূচি যা ভারতকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে এক সারিতে বসিয়ে দিল।’ শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞান নয়, এই প্রকল্পে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তির এক অভাবনীয় মেলবন্ধন ঘটেছে। স্নায়ুশল্যবিদরা এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মস্তিষ্কের জটিল অস্ত্রোপচার করতে পারবেন।

সবথেকে বড় কথা, এই বহুমূল্য গবেষণার ফল বা ‘অ্যাঙ্কর’ অ্যাটলাসটি ইন্টারনেটে বিনামূল্যে সবার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। গবেষক দলের প্রধান মোহনাশঙ্কর শিবপ্রকাশম জানিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্য আগামী দিনে ১০০টিরও বেশি পূর্ণাঙ্গ মস্তিষ্কের মানচিত্র তৈরি করা, যা রোগাক্রান্ত এবং সুস্থ মস্তিষ্কের পার্থক্য কোষ ধরে ধরে বুঝিয়ে দেবে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ভারতের এই ডিজিটাল মানচিত্র যে এক নতুন মাইলফলক, তা বলাই বাহুল্য।

নিউ ইয়র্কের কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরির অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট মস্তিষ্ক গবেষক পার্থ মিত্র এই প্রকল্পের অন্যতম কারিগর। তিনি জানালেন, অ্যালঝাইমার্স, পার্কিনসনস, স্ট্রোক কিংবা শিশুদের আচমকা মৃত্যুর মতো জটিল রোগগুলির রহস্য লুকিয়ে থাকে এই ব্রেনস্টেমেরই কোনও না কোনও কোষে। সুস্থ ব্রেনস্টেমের মানচিত্রের সঙ্গে অসুস্থ মানুষের টিস্যু তুলনা করে এবার রোগ ধরার কাজটা অনেক সহজ হবে।

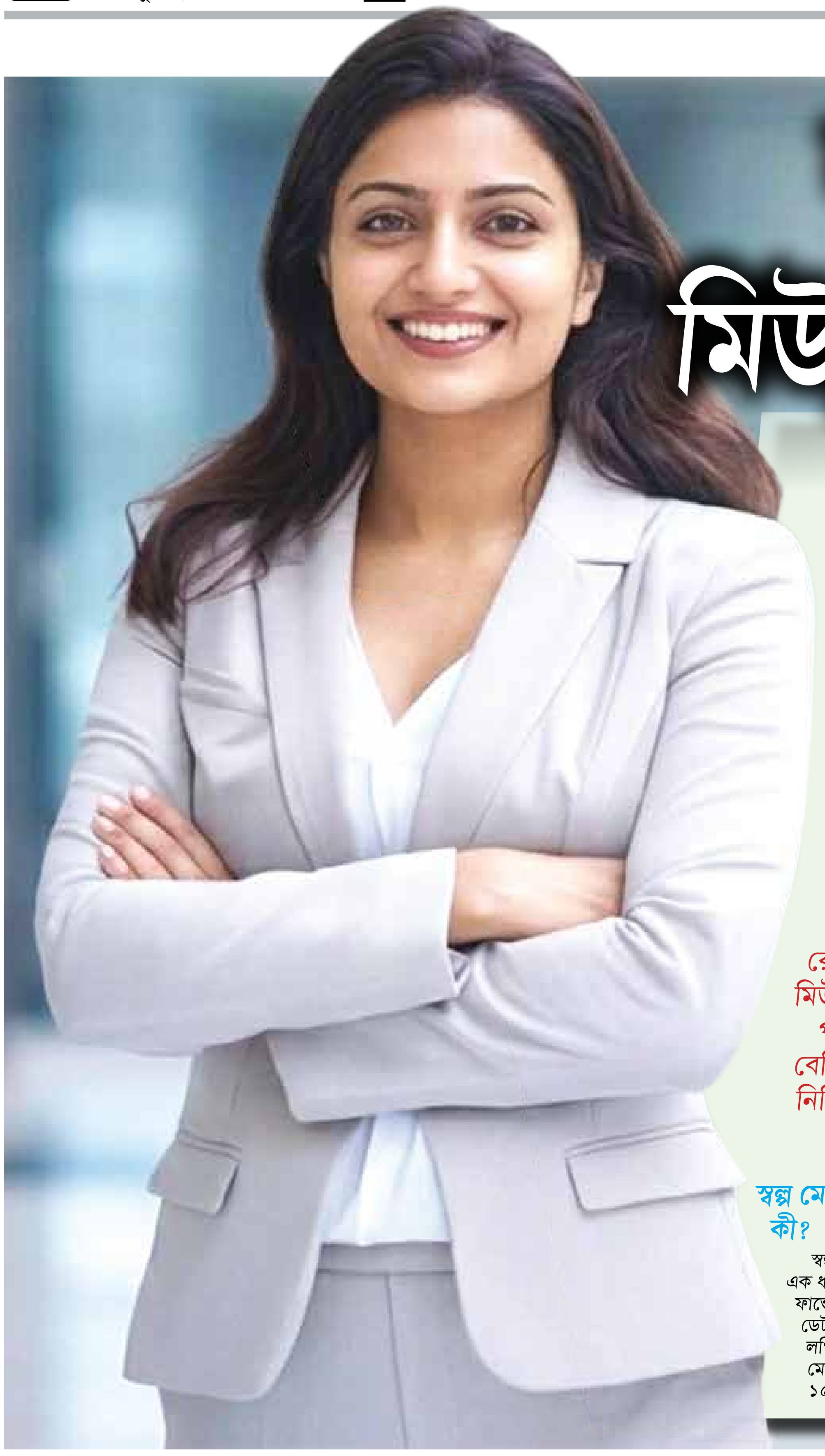

লক্ষ্য পূরণে স্বল্প মেয়াদের মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিতে সাফল্যের মূল কথাই হল দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি। সাধারণত ৫ থেকে ৭ বছর লগ্নির মেয়াদ হলে সাফল্যের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়। কিন্তু বর্তমানে স্বল্প মেয়াদের কয়েকটি মিউচুয়াল ফান্ড ও লগ্নিকারীদের ভালো অঙ্কের রিটার্ন দিচ্ছে। হঠাৎই হাতে কোনও অর্থ এসে গেলে তা সেভিংস অ্যাকাউন্টে না রেখে এই ধরনের স্বল্প মেয়াদের মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করা যেতে পারে। এতে আপনার রিটার্নও বেশি হবে। আবার আপনার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আর্থিক লক্ষ্য পূরণও করা যাবে।

স্বল্প মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড কী?

স্বল্প মেয়াদের মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হল এক ধরনের ডেট মিউচুয়াল ফান্ড। এই ফান্ডের তহবিল স্বল্প মেয়াদের কর্পোরেট ডেট, সরকারি সিকিউরিটিজ ইত্যাদিতে লগ্নি করা হয়। এই ধরনের ফান্ডের গড় মেয়াদ হয় ১ থেকে ৩ বছর। বর্তমানে ১৫ দিন থেকে ৯১ দিন মেয়াদেরও স্বল্পমেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির সুযোগ রয়েছে।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

স্বল্পমেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির প্রধান উদ্দেশ্যই হল কম সময়ের জন্য লগ্নি করে কিছু বাড়তি রিটার্ন ঘরে তোলা। আপনার কোনও আর্থিক লক্ষ্য পূরণের জন্য যদি অল্প সময় থাকে যেমন এক থেকে তিন বছর, তবে স্বল্পমেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড আদর্শ হতে পারে। তবে স্বল্প মেয়াদের যেসব এফডি-তে লগ্নির সুযোগ রয়েছে, সেখানে কী হারে সুদ পাওয়া যাচ্ছে তা পর্যালোচনা করতে হবে। সাধারণত, স্বল্পমেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডে ৫ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত রিটার্ন পাওয়া যায়। যা সেভিংস অ্যাকাউন্টের তুলনায় অনেকটাই বেশি। বেশিরভাগ এফডির তুলনায়ও এই ধরনের ফান্ডে বেশি রিটার্ন পাওয়া যায়।

বিনিয়োগে সুবিধা

- দীর্ঘমেয়াদি ফান্ডের তুলনায় স্বল্পমেয়াদি ফান্ডে ঝুঁকি কম হয়।
- স্বল্পমেয়াদি ফান্ডের লিকুইডিটি সাধারণত বেশি হয়।
- এই ধরনের ফান্ড বেশি স্থিতিশীল হয়।
- পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনবে এই ধরনের ফান্ডে লগ্নি।
- পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় মূলধন সুরক্ষিত থাকে।

কয়েকটি স্বল্প মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড

ফান্ড	১ বছরে রিটার্ন
১) বন্ধন শর্ট ডিউরেশন ফান্ড	৬.৬৫ শতাংশ
২) আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল শর্ট টার্ম ফান্ড	৬.৪০ শতাংশ
৩) অ্যাক্সিস শর্ট ডিউরেশন ফান্ড	৬.১১ শতাংশ
৪) মাহিন্দ্রা মানুলাইফ শর্ট ডিউরেশন ফান্ড	৬.০২ শতাংশ
৫) আদিত্য বিড়লা সান লাইফ শর্ট টার্ম ফান্ড	৫.৮৯ শতাংশ
৬) নিপ্পন ইন্ডিয়া শর্ট ডিউরেশন ফান্ড	৫.৭৬ শতাংশ
৭) এইচএসবিসি শর্ট ডিউরেশন ফান্ড	৫.৬৪ শতাংশ
৮) ইউটিআই শর্ট ডিউরেশন ফান্ড	৫.৫৬ শতাংশ

বিনিয়োগে ঝুঁকি

- সুদের হার হঠাৎ বাড়লে বন্ডের দাম কমে যেতে পারে। ফলে রিটার্নও কমতে পারে।
- রেটিং ভালো এমন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করলেও বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হলে বিনিয়োগে ঝুঁকি তৈরি হয়।
- অনেক সময়ে স্বল্প মেয়াদের এফডি'র তুলনায় রিটার্ন কম হতে পারে।
- বিশেষ পরিস্থিতিতে লিকুইডিটি কমতে পারে।

আয়কর

স্বল্পমেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড একটি ডেট ফান্ড। তাই ওই ধরনের ফান্ডের মতোই আয়কর দিতে হয়। এই ফান্ড থেকে অর্জিত লাভ বিনিয়োগকারীর মোট আয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তারপর তাঁর আয়কর কাঠামো অনুযায়ী কর দিতে হয়। আয়ের ওপর স্বল্পমেয়াদি মূলধন লাভ কর প্রযোজ্য হয়।

বিনিয়োগের আগে বিবেচ্য

- ডেট ফান্ড হলেও এই ধরনের ফান্ডে ঝুঁকি থাকে। লগ্নির আগে নিজের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা পর্যালোচনা করতে হবে।
- বিনিয়োগের আগে আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। আপনার লগ্নির মেয়াদ এবং আর্থিক লক্ষ্য পর্যালোচনা করেই স্বল্পমেয়াদি ফান্ডে লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- যে ফান্ডে লগ্নি করতে চান, সেই ফান্ডের গড় মেয়াদ জেনে নেওয়া একান্ত জরুরি।
- ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স খতিয়ে দেখতে হবে।
- ফান্ডে লগ্নির খরচও জেনে নিতে হবে।
- ফান্ড ম্যানেজারের অতীত পারফরমেন্সও লগ্নির আগে বিবেচনা করা দরকার।
- লগ্নির আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ জরুরি।

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

আমেরিকা-ইরান সংঘাত তীব্র হলেও স্বমহিমায় রইল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সূচকের শুধু উত্থানই হয়নি, ক্রমশ শক্তি ও সঞ্চয় করছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। আগামী দিনে বড় কোনও অঘটন না হলে আপাতত উর্ধ্বমুখীই থাকবে শেয়ার বাজার। প্রতিটি পতনকে লগ্নির সুযোগ হিসেব নিতে হবে। বছর শেষে সর্বকালীন উচ্চতার কাছে পৌঁছে যেতে পারে দুই সূচক। তা বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করতে হবে। এককালীন লগ্নি না করে লগ্নি করতে হবে ধাপে ধাপে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে। পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে হবে। শেয়ার বাজারে লগ্নির পাশাপাশি ইকুইটি নির্ভর মিউচুয়াল ফান্ডেও লগ্নির কথা ভাবা যেতে পারে।

চলতি সপ্তাহে পাঁচদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৮১৫১.৪৫ এবং ২৪৩৩৪.৩০ পয়েন্টে। দুই সূচক উঠেছে ৫৮২.০৬ এবং ১২৭.০৪ পয়েন্ট। যুদ্ধের আশঙ্কা, অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি সব ধাক্কা সামাল দিয়ে সূচকের এই ঘুরে দাঁড়ানোয় সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে প্রথম সারির সংস্থাগুলি। বিশেষত, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাংক এবং তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে যুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ারদরে উত্থান। এই প্রবণতা বজায় থাকলে সূচক আগামী দিনেও অনেক চমক দেখাবে। বিদেশি লগ্নিকারীরা ফের শেয়ার কিনতে শুরু করায় এই উত্থানের ধারা আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ শুরু হয়েছে। বেশিরভাগ প্রথম সারির সংস্থাই প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফল প্রকাশ করেছে। যা ভারতীয় শেয়ার বাজার নিয়ে উৎসাহী করেছে দেশি-বিদেশি আর্থিক সংস্থাকে। এমন আবহে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় মুদ্রা টাকাও। শুক্রবার এক ডলারের বিনিময় মূল্য কমে ৯৬.২৮ টাকা হয়েছে। টেকনিক্যালি নিফটির এখন সাপোর্ট জোন ২৩৮০০-২৩৯০০। এই লেভেল ধরে রাখতে পারলে আগামী সপ্তাহে নিফটি ২৪৫০০ পেরিয়ে যেতে পারে।

এর পাশাপাশি, মনে রাখতে হবে এবার বর্ষার ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি বাড়লে শেয়ার বাজারে চাপ বাড়বে। আর ঘাটতি কমলে আরও চাঙ্গা হবে শেয়ার হাজার। নজর রাখতে হবে প্রথম অন্যান্য বড় সংস্থার কোয়ার্টারের ফলেও। সব মিলিয়ে শেয়ার বাজার নিয়ে ক্রমশ আশঙ্কা কমছে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা কমছে। আগামী দিনে আরও নামতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **টাইটান :** বর্তমান মূল্য-৪৬৩৮.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৭৯/৩৩০৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৪৪৫০-৪৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪১১৭৬৪, টার্গেট-৫৫০০।
- **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১৩২৭.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১১/১২৫৩, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২৭০-১৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৯৬০৩৮, টার্গেট-১৫৬০।
- **এইচডিএফসি ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৮১৯.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২০/৭২৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭৮০-৮১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৬২২৯২, টার্গেট-৯৮০।
- **টাটা কেমিক্যাল :** বর্তমান মূল্য-৬৯৮.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২৭/৫৮০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৬৬০-৬৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৭৯৩, টার্গেট-৯৭৫।
- **টিসিএস :** বর্তমান মূল্য-২২৬৯.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৩৫০/১৯৭৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-২১৫০-২২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮২০৯৪৪, টার্গেট-২৮৫০।
- **এমসিএক্স :** বর্তমান মূল্য-২৭৪৭.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৮০/১৪৬০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৬৫০-২৭১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭০০৫৯, টার্গেট-৩২৫০।
- **ট্রেন্ট :** বর্তমান মূল্য-২৮৪২.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৭৮৩/২১৮৪, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-২৮০০-২৮৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫১৫৬৫, টার্গেট-৩৫৫০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

তেলের বাজারে আগুন, এআই'তে ধস জোড়া সংকটে বিশ্ব

বোধিসত্ত্ব খান

বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতি এক দ্বিমুখী সংকটের মুখোমুখি। একদিকে জ্বালানি তেলের আকাশছোঁয়া দাম, অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতের অতিরিক্ত বিনিয়োগ নিয়ে তৈরি হওয়া বুদবুদ—সব মিলিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ ক্রমাগত বাড়ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণে কুয়েত, কাতার, ইরাক ও বাহারিন থেকে জ্বালানি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ইরান ক্রমাগত বিভিন্ন তেল ও গ্যাসবাহী জাহাজে মিসাইল এবং ড্রোন হামলা চালাচ্ছে। অন্যদিকে, স্ট্রেট অফ হরমুজের বাইরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো কড়া পাহারা দিচ্ছে এবং যে কোনও আক্রমণের পালটা জবাব দেওয়ার সুযোগ খুঁজছে।

গত ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধের ফলে ক্রুড অয়েলের দাম প্রতি ব্যারেলে ৮২.৪৯ ডলারে পৌঁছেছে এবং ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৮৮.১ ডলারে ট্রেড করছে। গত শুক্রবারই অপরিশোধিত তেলের দাম ৪.৫ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারত তার প্রয়োজনীয় পণ্যের সিংহভাগ আমদানি করে। ফলে বিশ্ববাজারের এই অস্থিরতার সরাসরি প্রভাব পড়ছে দেশের ওপর। প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ১০ ডলার বৃদ্ধি পেলে ভারতের জিডিপি প্রায় ০.৪ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তেলের এই লাগামহীন দামের কারণে ভারতের তেল মার্কেটিং কোম্পানিগুলো প্রতিদিন আনুমানিক ৭০০ থেকে ৭৫০ কোটি টাকার লোকসান গুনছে।

ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আমদানিকৃত পণ্য হল সোনা। সৌভাগ্যবশত, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম গত কয়েক মাসে বেশ খানিকটা কমে প্রতি আউন্স ৪,০০০ ডলারের কাছাকাছি ট্রেড করছে, যা ভারতের অর্থনীতির জন্য একটি ইতিবাচক দিক।

প্রযুক্তি বিশ্বে এআই-এর জোয়ার এলেও, এর পিছনে হওয়া বিপুল বিনিয়োগ এখন বিশেষজ্ঞদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেটা, গুগল বা মাইক্রোসফটের মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো এআই থেকে সর্বোচ্চ লাভ করলেও তা বছরে ৭৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি হবে না। অথচ, গত অর্থবর্ষে কেবল আমেরিকাতেই ডেটা সেন্টার তৈরির পিছনে ৭২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।

বহু বিলিয়ন ডলার খরচ করে আর যে পণ্যগুলো আমদানি করতে হয় তার মধ্যে রয়েছে ভোজ্য তেল এবং চাষিদের জন্য সার। ভোজ্য তেল ও সারের (ইউরিয়া) মতো পণ্যের আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারত সরকার বিশেষ পদক্ষেপ করেছে। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মিটিংয়ে 'ন্যাশনাল ইউরিয়া মিশন'-এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে দেশেই ইউরিয়া উৎপাদন বাড়িয়ে স্বনির্ভর হওয়া যায়।

প্রযুক্তি বিশ্বে এআই-এর জোয়ার এলেও, এর পিছনে হওয়া বিপুল বিনিয়োগ এখন বিশেষজ্ঞদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেটা সেন্টার, জিপিউ এবং মেমোরি চিপসের পিছনে বিশ্বজুড়ে কয়েকশো বিলিয়ন ডলার ঢালা হচ্ছে। মেটা, গুগল বা মাইক্রোসফটের মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো এআই থেকে সর্বোচ্চ লাভ করলেও তা বছরে ৭৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি হবে না। অথচ, গত অর্থবর্ষে কেবল আমেরিকাতেই ডেটা সেন্টার তৈরির পিছনে ৭২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই বিনিয়োগের আসল টাকা তুলতেই অন্তত এক যুগের বেশি সময় লেগে যাবে, মুনাফা তো দূরের কথা।

এই আশঙ্কার জেরে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের মতো এশিয়ার শীর্ষ দেশগুলোর শেয়ার বাজারে বিশাল বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। তাদের মূল সূচকগুলো এক এক দিনে ৪ শতাংশ থেকে ১১ শতাংশ পর্যন্ত পতন দেখছে। বিনিয়োগকারীরা যে দ্রুততায় এআই শেয়ারের উত্থান দেখেছিলেন, এখন ঠিক একই গতিতে পতন দেখছেন।

বিশ্ববাজারের এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের বাজার বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে। ইতিবাচক বিষয় হল, গত সপ্তাহে প্রকাশিত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং জিও ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর ত্রৈমাসিক ফলাফল বেশ ভালো এসেছে, যা ভারতীয় বাজারে কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

ফলের চারাগাছে ভরসা নার্সারি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : বন্যপ্রাণীদের খাদ্যাভাব দূর করতে বনাঞ্চলজুড়ে বেশি সংখ্যক ফলের চারাগাছ রোপণের সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত ফান্ড ও পরিকাঠামোর অভাবে গত বছর পর্যাপ্ত ফলের চারাগাছ তৈরি করতে পারেনি বন দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বেসরকারি নার্সারি থেকে ফলের চারাগাছ কিনছে বিভিন্ন বন বিভাগ। ফলের চারাগাছ রোপণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য বন বিভাগগুলিকে যে বেসরকারি নার্সারির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তা স্বীকার করেছেন চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট (ওয়াইল্ডলাইফ) উত্তরবঙ্গ জেভি ভাস্কর।

রাজ্যজুড়ে চলছে অরণ্য সপ্তাহ পালন। চলতি বছর ১ কোটির বেশি চারাগাছ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। শনিবার সুকনা ফরেস্ট ডিভিশনে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়। রংটং থেকে সুকনা পর্যন্ত ওয়াকাথনের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা, স্কুলের পড়ুয়া এবং পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলো ওই কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বন্যপ্রাণীরা যাতে খাবারের সন্ধানে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে না আসে সেজন্য আগেও বনাঞ্চলে আম, জাম, কাঁঠালের মতো ফলের চারাগাছ রোপণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত অর্থবর্ষে প্রয়োজনীয় ফান্ডের ঘাটতি থাকায় বন দপ্তরের নিজস্ব নার্সারিগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলের চারা উৎপাদন করা যায়নি।

প্রতিটি বন বিভাগের নিজস্ব নার্সারি রয়েছে। সেখানে সারাবছর ভিন্ন ধরনের চারাগাছ চাষ করা হয়। কিন্তু ফলের চারাগাছ কম থাকায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে উন্নত মানের ফলের চারাগাছ কিনে বনাঞ্চলে রোপণ শুরু হয়েছে বলে কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানিয়েছেন। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনেও চারাগাছ বিলি ও রোপণ শুরু হয়েছে।

সিপি'র বৈঠক

চোপড়া, ১৮ জুলাই : শনিবার চোপড়া ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে ছাত্র পরিষদ (সিপি)-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক প্রিয়াংকা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র নেতাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি চোপড়া কলেজে একটি ঝামেলার বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্ব এদিন বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছে। তাছাড়া বৈঠকে বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে প্রিয়াংকা চৌধুরী বলেন, 'সব জায়গায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। সংগঠনের আদর্শ ও কর্মসূচির কথা তুলে ধরা হচ্ছে।'

বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র পর উত্তরের সীমান্ত জেলাগুলিতে জন্মমৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র নিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল শতাধিক। ভুয়ো শংসাপত্রের এই সিন্ডিকেট গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে বৈঠকে বেশকিছু কড়া ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শংসাপত্র যাচাইয়ে ডিজিটাল পরিকাঠামো

নজরে দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা

ভুয়ো জন্মমৃত্যুর শংসাপত্রের অভিযোগ উঠেছিল একাধিকবার। তা বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
-আনন্দময় বর্মন, *প্রতিমন্ত্রী*

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : এ রাজ্যের জন্ম ও মৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির চক্র এবং তা ব্যবহার করে অনুপ্রবেশ ও পরিচয়পত্র জাল করার মারাত্মক প্রবণতা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-এর পর উত্তরের সীমান্ত জেলাগুলিতে জন্মমৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র নিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল শতাধিক। রাজ্য ও দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং ভুয়ো নথিপত্রের রমরমা রুখতে শনিবার উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ভবন উত্তরকন্যায় বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।

বৈঠকে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর তরফে পেশ করা রিপোর্টে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওপার বাংলা থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এ রাজ্যে ঢোকার পর একশ্রেণির দালাল মারফত খুব সহজেই জন্ম ও মৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র বানিয়ে ফেলছে। আর এই শংসাপত্রগুলোকে প্রাথমিক নথি হিসেবে ব্যবহার করে পরবর্তীতে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং ভারতীয় পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে।

ভুয়ো শংসাপত্রের এই সিন্ডিকেট গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে বৈঠকে বেশকিছু কড়া ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুরসভা, পঞ্চায়েত বা হাসপাতাল থেকে দেওয়া জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র যাতে কেন্দ্রীয় ডেটাবেসের সঙ্গে রিয়েল-টাইমে ক্রস ভেরিফিকেশন করা যায়, তার জন্য একটি সুসংহত ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আধার ও ভোটার কার্ডের কড়া স্ক্রুটিনি এবং নতুন আধার বা ভোটার কার্ডের আবেদনের ক্ষেত্রে যদি সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি হওয়া কোনও জন্ম শংসাপত্র জমা দেওয়া হয়, তবে তার সত্যতা যাচাইয়ে স্থানীয় ব্লক বা পুরসভার নথি খতিয়ে দেখে তবেই সবুজ সংকেত দেওয়া হবে।

উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের সমস্ত সীমান্তবর্তী থানাগুলোকে এই ধরনের চক্রের খোঁজ পেলেই দ্রুত কঠোর আইনি পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশের বিশেষ শাখা এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা যৌথভাবে

জুম্মাগছ থেকে বেরিয়ে আসছেন অমিত শা। শনিবার। ছবি : সূত্রধর

এই চক্রের মূল পান্ডাদের খোঁজে তল্লাশি চালাবে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে বা কোনও সরকারি দপ্তরে এই ধরনের বেআইনি কাজের হদিস পেলে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে সব ধরনের নথি দিয়ে সহযোগিতা করবে রাজ্য প্রশাসন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দেন, কোনওভাবেই যাতে ভারতের নাগরিকত্ব বা পরিচয়পত্র কোনও বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারীর হাতে ভুয়ো নথির মাধ্যমে না পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'ভুয়ো জন্মমৃত্যুর শংসাপত্রের অভিযোগ উঠেছিল একাধিকবার। তা বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ভারত-নেপাল এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বিপুল সংখ্যায় অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠেছে বারবার। সেই অনুপ্রবেশকারীদের অনেকের কাছেই জাল আধার, ভোটার বা র‍্যাশন কার্ড পাওয়া গিয়েছে। এসএসবি সূত্রে খবর, গত এক বছরে ভারত-নেপাল সীমান্তে শুধু পানিট্যাঙ্কি দিয়ে ৫০টিরও বেশি জাল আধার কার্ড সহ বাংলাদেশি নাগরিকরা ধরা পড়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে সেই সংখ্যা কিছুটা কম। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জন্মমৃত্যুর জাল শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

তবে, কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নাড়িয়ে দেয় মাল পুরসভা থেকে আফগান নাগরিকদের জন্মের জাল শংসাপত্র ইস্যু হওয়ার ঘটনা। বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নামে সিবিআই। মাল পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান দাপুটে তৃণমূল নেতা স্বপন সাহাকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এই জাল শংসাপত্র চক্রের তদন্তে। অত্যন্ত সংবেদনশীল এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই কেন্দ্র ও রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলে দীর্ঘক্ষণ।

বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় গ্রামবাসী। শনিবার জুম্মাগছ সীমান্তে।

শা-কে দেখতে না পেয়ে হতাশ জুম্মাগছবাসী

রাজগঞ্জ, ১৮ জুলাই : 'সাজোসাজো রব' ছিল গত এক সপ্তাহ ধরে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং পা রাখছেন তাঁদের প্রত্যন্ত গ্রামে, এই ভেবে বুক বেঁধেছিলেন রাজগঞ্জের জুম্মাগছ বর্ডার আউটপোস্ট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। আশায় ছিলেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অন্তত কাছ থেকে একঝলক দেখতে পাবেন, হয়তো তিনি দুটো কথাও বলবেন সীমান্তবাসীর সঙ্গে।

কিন্তু শনিবারের চড়া দুপুর কাটল চরম হতাশা আর বুকভরা ক্ষোভ নিয়ে। গ্রামের অন্দরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলেন, বৈঠক করলেন, আবার চলেও গেলেন— অথচ গ্রামবাসীকে দূর থেকে তাঁর মুখটুকুও দেখতে দিল না সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ)। বর্ডার রোডের ধারেকাছে তো দূর অস্ত, তার বহু আগেই আটকে দেওয়া হল আমজনতাকে। ক্ষুব্ধ জুম্মাগছের বাসিন্দারা সরাসরি প্রশ্ন তুলছেন, 'আমাদের গ্রামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলেন, অথচ আমাদের কি তাঁকে একটু চোখের দেখাও দেখার অধিকার নেই?'

শনিবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের এই সীমান্ত গ্রামে আবহাওয়া ছিল দুর্যোগপূর্ণ। কিন্তু প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করেই ছাতা মাথায় দিয়ে বর্ডার রোডের দিকে ভিড় জমিয়েছিলেন ৭ থেকে ৭০ বছর বয়সি মানুষজন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে প্রতীক্ষা। কিন্তু কড়া নিরাপত্তার বেড়াজালে গ্রামের মানুষের সেই আবেগে জল ঢেলে দেয় বিএসএফ।

জুম্মাগছের সত্তর ছুঁইছুঁই বৃদ্ধ করিমুল হক ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছি। ভেবেছিলাম বর্ডার রোডের কাছে অন্তত আমাদের যেতে দেওয়া হবে। দূর থেকে হলেও একবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে দেখব। কিন্তু বর্ডার রোড থেকে ১০০ মিটার আগেই বিএসএফ আমাদের আটকে দিল। এটা ভাবা যায় না।' একই সুরে হতাশা প্রকাশ করেন গ্রামের বাসিন্দা গুলবানু বেগম।

তিনি বলেন, 'কয়েকদিন ধরে প্রশাসনের প্রচুর কর্তাব্যক্তি গ্রামে আসছিলেন। দারুণ উৎসাহে ছিলাম। আজকে ছাতা মাথায় দিয়ে ছোট ছেলেকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেও দাঁড়িয়ে ছিলাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিজের চোখে কাছ থেকে দেখব বলে। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হল না। কোন গাড়িতে এলেন আর কোন গাড়িতে গেলেন, সেটাও চোখের দেখা দেখতে পেলাম না।' আর এক গ্রামবাসী বকুল হকের সাফ কথা, 'উনি কী কারণে আসছেন নাই বা জানলাম, কিন্তু দূর থেকে অন্তত একটু হাতটা তো নাড়তে পারতেন!'

এদিন দুপুর ঠিক ১১টা ৪৭ মিনিটে জুম্মাগছ বর্ডার আউটপোস্টে তৈরি বিশাল প্যান্ডেলে প্রবেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে ঠাসা কর্মসূচির পর ১২টা ৫০ মিনিটে তিনি এলাকা ছাড়েন। হাইপ্রোফাইল এই প্রশাসনিক বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এছাড়া বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বিএসএফ) উপ-মহানির্দেশক সুমিত শরণ, মহানির্দেশক প্রবীণ কুমার, রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ও জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী সহ প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা।

উন্মুক্ত সীমান্ত নিয়ে উদ্বেগ চেতনা মঞ্চের

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : উত্তরবঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা আরও জোরদার করার দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বারস্থ হল সীমান্ত জাগরণ মঞ্চ। দ্রুত সীমান্তের উন্মুক্ত জায়গায় কাঁটাতার বসানোর দাবি তুলেছে তারা। শনিবার উত্তরবঙ্গে বিএসএফের সদর দপ্তর কদমতলায় অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠক করেন সংঘ পরিবারের এই সংগঠনের নেতারা। বৈঠকে বিএসএফ, এসএসবি'র কর্তারা ছিলেন। সীমান্ত জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গের এক নেতার বক্তব্য, 'দ্রুত সীমান্তের উন্মুক্ত জায়গায় কাঁটাতার দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। সীমান্ত এলাকার নদীগুলিতে নিরাপত্তা বৃদ্ধিরও দাবি জানিয়েছি।'

সীমান্ত জাগরণ মঞ্চের দাবি, আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে চিন যেভাবে পাশে টানার চেষ্টা করছে, তাতে ভারতের ওপর কৌশলগত চাপ অনেকটা বাড়তে পারে বলে মনে করছে তারা। বেজিংয়ের এই চালের কথা মাথায় রেখেই শিলিগুড়ি করিডরের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। বাংলাদেশে চিনের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার কারণে ভারতের সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থা শক্তিশালী করার দাবিও তুলেছে।

আটকে থাকা কাঁটাতারের বেড়ার কাজ দ্রুত শেষ করতে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই জমি হস্তান্তরের কাজ প্রায় শেষ বলে দাবি। এদিন সেই উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় দ্রুত কাঁটাতার দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে। সীমান্তে চিনের নয়া কৌশলের পালটা দিতে তা জরুরি বলে মনে করছে এই সংগঠনটি। চিকেনস নেক সংলগ্ন এলাকায় যে কোনও ধরনের সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে আরও সক্রিয়তার দাবিও তোলা হয়েছে।

সীমান্ত চেতনা মঞ্চ ভারত-নেপালের খোলা সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পানিট্যাঙ্কি এবং মিরিকে মেচি নদীই দুই দেশের সীমানা। নদী পার করে অবাধে যাতায়াত নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছে। সেখানে জাল শংসাপত্র সহ ধরা পড়ার বিষয়টি নিয়েও শা'র কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মঞ্চ। আগামীদিনে নেপাল নিয়ে চিন্তাভাবনা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। শা বিষয়গুলি বিএসএফ এবং এসএসবি-কে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন বলে মঞ্চ নেতাদের দাবি।

মাছের খোঁজে। পূর্ব ফুলবাড়ির ডুডুয়া নদীতে। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল

'ডাইনি' অপবাদে ভিটেছাড়া বধূ ও তাঁর পরিবার

নারায়ণ সরকার

পুরাতন মালদা, ১৮ জুলাই : মহাশ্বেতা দেবীর 'বায়েন' গল্পের চণ্ডীদাসীর আর্তনাদ কিংবা তারাশঙ্করের নামহীন 'ডাইনি বুড়ি'-র পরিণতি শুধু সীমাবদ্ধ থাকেনি সাহিত্যের প্রেক্ষাপট ও কাল্পনিক চরিত্রের বেড়াজালে। একবিংশ শতাব্দীতেও তথাকথিত সভ্যসমাজ ও ডিজিটাল বিশ্বের যুগেও সেই পরিণতির নির্মম ছবি আজও জীবন্ত চারপাশে। গ্রামীণ কুসংস্কার এবং মোড়লতন্ত্রের আক্রোশের বলি হয়ে এসব অপবাদকে সম্বল করেই কখনও অবলীলায় প্রাণ দিতে হয়। আবার কখনও বা ভিটেছাড়া হতে হয় প্রান্তিক মানুষকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে আবারও মধ্যযুগীয় বর্বরতার এক উদাহরণ হয়ে উঠল খোদ বিজেপি বিধায়কের গ্রাম। 'ডাইনি' অপবাদে এক আদিবাসী মহিলাকে মারধর এবং গ্রামছাড়া করার অভিযোগ উঠল পুরাতন মালদা ব্লকের এক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে এক আদিবাসী দম্পতির বাড়ির সামনে দলবেঁধে জড়ো হন বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী। অভিযোগ, গ্রামের ক্ষমতাশালী মোড়লদের অঙ্গুলিনির্দেশে ওই

- 'ডাইনি' অপবাদে এক আদিবাসী বধূকে জুতোপেটা করা হয় বলে অভিযোগ
- প্রাণে বাঁচতে ভিটেছাড়া আদিবাসী পরিবার
- থানায় সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মহিলাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে 'ডাইনি' তকমা দেওয়া হয়। এরপরই শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এমনকি জনসমক্ষে ওই বধূকে জুতোপেটাও করা হয় বলে অভিযোগ। মারধর করা হয় তাঁর স্বামীকেও। মারধরের সেই ভিডিও শনিবার ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে (যদিও ভিডিওটির সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি)।

খবর পেয়ে ওই দম্পতির এক আত্মীয় তাঁদের বাঁচাতে এলে তাঁকেও মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার পরিবারের আক্ষেপ, ওই গ্রামেই মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহার বাড়ি। এত বড় ঘটনা ঘটে গেলেও তিনি তাঁদের রক্ষা করতে একবারের জন্যও এগিয়ে আসেননি। উলটে মোড়লদের পক্ষ থেকে দম্পতিকে গ্রাম ছাড়ার ফতোয়া দেওয়া হয়। অবশেষে খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ গিয়ে তাঁদের কোনওমতে উদ্ধার করে। মারধরের জেরে ওই বধূ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর বাম চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। বর্তমানে প্রাণভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে ওই দম্পতি ঘরছাড়া। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বধূর বাপের বাড়িতে। গ্রামে পা রাখলেই তাঁদের খুন করা হবে, এমনটাই হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এই ঘটনায় শুক্রবার সাতজনের বিরুদ্ধে মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

সেবক রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে আহতদের পরিজন এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শনিবার।

সেবক রোডে দুই গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু শিশুর

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : সেনার গাড়ির সঙ্গে পর্যটকদের একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল তিন বছরের শিশুর। মৃতার নাম অভিযুক্তা সুরেশ প্যাটেল। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে সেবক রোডের সাত মাইলে। পর্যটকদের গাড়িটি সিকিম নম্বরের।

পুলিশ ও সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গাড়িটিতে সেনার তিন সদস্য ও তাঁদের স্ত্রী সহ চার শিশু ছিল। ঘটনায় এক শিশুর মৃত্যু ছাড়াও দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেবক রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। এরমধ্যে এক সেনা সদস্যর মুখে গুরুতর আঘাত লেগেছে। ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজন মহিলা অবশ্য সামান্য আঘাত পেয়েছে বলে সেনা সূত্রে খবর। এদিকে, অন্য গাড়িটিতে দুজন ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে পর্যটকদের ওই গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে। ওই গাড়ির চালক সহ এক যাত্রীর চিকিৎসা চলছে এসএফ রোডের একটি নার্সিংহোমে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সাত মাইলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বেলা সাড়ে তিনটের দিকে। সেনা সূত্রে খবর, সেনার গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকের দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, পর্যটকদের গাড়িটি সিকিম থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসছিল। একটি গাড়ি ওভারটেক করার জন্য উলটো লেনে ঢুকতেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি গাড়িরই সামনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেনার গাড়ি থেকে একে একে আহতদের উদ্ধার করে পুলিশ সেবক রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয়রাও আহতদের নার্সিংহোমে নিয়ে আসার ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরেই ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে একে একে সেনাকর্তারা হাসপাতালে হাজির হন। গত একবছরে এই নিয়ে সাত মাইলে পাঁচটিরও বেশি দুর্ঘটনা ঘটল। প্রতিটি দুর্ঘটনাতেই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারীদের বক্তব্য, 'অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানোর কারণেই একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে।' এনিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিকের এক কর্তার কথায়, 'দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

স্কুলে চুরি

চোপড়া, ১৮ জুলাই : চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের শীতলাগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার রাতে মিড-ডে মিলের চাল ও রান্নার সরঞ্জাম চুরির ঘটনা ঘটে। শনিবার স্কুলে এসে দেখা যায়, অফিসঘর ও একটি ক্লাসরুমের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপর দেখা যায়, মিড-ডে মিল রান্নার জন্য রাখা গ্যাস সিলিন্ডার, ওভেন, এক বস্তা চাল সহ হাঁড়ি, কড়াই সবকিছু নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম বলেছেন, 'আজ পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।'

ভোগান্তি

চোপড়া, ১৮ জুলাই : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলাগাঁও গ্রামে রাস্তার জমা জলে বাসিন্দাদের ভোগান্তি বাড়ছে। অভিযোগ, গত বছর রাস্তা উঁচু করা হলেও নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল থাকায় ভারী বৃষ্টি হলেই রাস্তার উপর জল দাঁড়িয়ে যায়। পঞ্চায়েত সদস্য জাহিরুল ইসলাম বলেছেন, 'বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনা হয়েছে।' দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনসুর আলম বলছেন, 'শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে।'

হাতির হানায় দল ভারী চিরকুমারদের

১২ বছরে বাজেনি সানাই

নারায়ণ রায়

বানারহাট, ১৮ জুলাই : ১২টা বছর। সময়টা মোটেও কম নয়। কেরিয়ার গড়া, জীবনের দায়িত্ব নেওয়া... বানারহাট ব্লকের মোরাঘাট রেঞ্জের নোনাইপাড়, মধ্য শালবাড়ি, কেরানিপাড়া সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দা তরুণদের অনেকে এই সময়কালে জীবনের দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগটুকুও পাননি। পাবেনই বা কী করে! এক দশকেরও বেশি সময় আগে গ্রামে বিয়ের সানাই শোনা গিয়েছিল। তারপর থেকে সেই সানাই একবারও সুর তোলেনি। আর তুলবেই বা কী করে! এই সময়কালে এই সমস্ত এলাকায় যে হারে হাতির হানাদারির ঘটনা বেড়েছে তাতে কোন বাবা আর সাধ করে মেয়েকে এখানে বিয়ে দেবেন। আর তাই নোনাইপাড়, মধ্য শালবাড়ির বাসিন্দা তরুণদের আর ছাঁদনাতলায় যাওয়া হয়ে উঠছে না। বছর কুড়ি থেকে চল্লিশের এই দলে আজকাল কেবলই হা-হুতাশ।

সমস্যার বিষয়ে বন দপ্তরকে বহুবার বলা হলেও আখেরে কোনও সুরাহা হয়নি। সমস্যার শেষ কবে কারও জানা নেই।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, হাতির পাল প্রায়ই জঙ্গল থেকে নোনাই নদী পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। ঘরবাড়ি ভাঙচুর, মজুত খাদ্যশস্য

নষ্ট করা এবং রাতভর তাণ্ডব এখন নিত্যদিনের ঘটনা। সন্ধ্যা নামলেই বাসিন্দারা আতঙ্কে দিন কাটান। 'হাতি' শব্দটিই এখন এই সমস্ত এলাকায় মূর্তিমান আতঙ্ক। সমস্যার বিষয়টি আশপাশের অনেকেরই জানা। আর সেই সুবাদেই কেউ আর মেয়েকে এই সমস্ত এলাকায় বিয়ে দিয়ে পাঠান না।

গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা হরিবলা রায়ের কথায় রীতিমতো আক্ষেপ ঝরে পড়ে, 'বছর ১২ আগেও এই সমস্ত গ্রামে রীতিমতো ধুমধাম করে বিয়ে হত। কিন্তু তারপর এই সময়কালে হাতির হানাদারি বেড়ে যাওয়ায় সমস্যাও সমানতালে বেড়েছে। কেউ আর মেয়েকে এই সমস্ত গ্রামে বিয়ে দিতে রাজি নন।' এলাকায় যে বিয়ে পুরোপুরি বন্ধ তা কিন্তু নয়। হচ্ছে, তবে সে সব সমূল প্রেমের টানে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বিয়ে। হাতেগোনা। এই যেমন কেরিনাপাড়ার ভবতোষ রায়। বড় ছেলে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু হাতির হামলার জেরে ছোট ছেলেকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। সেই ছেলের বয়স এখন ৩৭। হাতির কারণে এখনও চিরকুমার। ভবতোষ কোনওমতে বললেন, 'তাও অনেক কষ্টেসৃষ্টে ওর জন্য একটা সম্বন্ধ করেছিলাম। অনেক কষ্টে বিয়ের দিনও ঠিক হয়েছিল। প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা, আত্মীয়স্বজন, সমস্ত প্রস্তুতিই সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু পাত্রীর পরিবার এলাকায় হাতির উপদ্রবের কথা জানতে পেরে শেষমুহূর্তে বিয়ে ভেস্তে দেয়।'

স্থানীয়দের দাবি, বন দপ্তরকে বারবার সমস্যার কথা জানানো হলেও এখনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্যের অবশ্য বক্তব্য, 'এলাকায় বের হলে আমরা যতটা পারি পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করি।'

ফুটবলের মহারণের জন্য প্রস্তুত শহর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে উত্তেজনায় ফুটছে শহর শিলিগুড়ি। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে লিওনেল মেসি ও লামিনে ইয়ামালের দ্বৈরথ দেখতে মুখিয়ে সাত থেকে সত্তর। শহরের দোকানে দোকানে ঘুরলেও এখন আর আর্জেন্টিনা বা স্পেনের দলের জার্সি মিলছে না। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের পাশে জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা করছে একটি ফ্যান ক্লাব। সূত্রের খবর, সরকারের তরফে বাঘা যতীন পার্কে বড় পর্দায় খেলা দেখানো নিয়ে আলোচনা চলছে। শহরের পাবগুলি বিশেষ অফার ঘোষণা করেছে। ফলে রবিবার রাতে ক্রিকেটপাগল শহরটা যে ফুটবলের আনন্দসাগরে ডুব দেবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শনিবার বিকেলে বৃষ্টি ধরতেই বোনকে নিয়ে মেসির জার্সির খোঁজে বেরিয়েছিলেন হায়দরপাড়ার মানিক বিশ্বাস। বিধান মার্কেটে একটি খেলাধুলোর সামগ্রীর দোকানে ঢুকে আর্জেন্টিনার জার্সির খোঁজ নিতে মন খারাপ হয়ে গেল তাঁদের। দোকানের কর্মী বিশাল দাস জানালেন, আর্জেন্টিনার জার্সি আর নেই। সকালের মধ্যে সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কৌতূহলের ছলে মানিকের বোন ইশিকা বিশ্বাস জিজ্ঞেস করেন, স্পেনের জার্সি মিলবে কি না। সে ক্ষেত্রেও উলটো দিক থেকে উত্তর আসে, না। ফলে জার্সি না পেয়েই বাড়ি ফেরেন দাদা-বোন।

আর্জেন্টিনা নাকি স্পেন, শিলিগুড়িতে কোন দলের সমর্থক বেশি? মেসির দৌলতে আর্জেন্টিনার

নানা দেশের পতাকায় সেজে উঠেছে চেকপোস্টের একটি শপিং মল।

দিকে পাল্লা ভারী হলেও স্পেনের যে একেবারে সমর্থক নেই, তা বলা যাবে না। খেলার সরঞ্জাম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত খোকন ভট্টাচার্য জানালেন, সারা দিনে তিনি ২৫০টি আর্জেন্টিনার জার্সি বিক্রি করেছেন। স্পেনেরও ৪০টি জার্সি বিক্রি হয়েছে।

২০১৮ সালে শিলিগুড়িতে আর্জেন্টিনার ফ্যান ক্লাব তৈরি করেছিলেন স্বস্তিক সাহা, শুভম দেব, গৌরব সেনগুপ্তরা। এবারেও তাঁরা জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা করছেন। স্বস্তিক বলেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের পাশে জায়েন্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করছি। শহরের সমস্ত আর্জেন্টিনা ফ্যানকে আসার অনুরোধ করছি।'

অন্যদিকে, ২০১০ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে স্পেনের ভক্ত হায়দরপাড়ার রণিত দাস। তাঁর কথা, 'আশা করেছিলাম, স্পেন ফাইনালে উঠবে। সেটাই হল। আমরা ব্রাজিল, পর্তুগাল সমর্থকদের সমর্থন পাব বলে আশা করছি।' এক সময় 'সেলেকাওস অফ শিলিগুড়ি' গ্রুপ তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রভাস বাগচী। তবে তাঁর প্রিয় দল ব্রাজিল আগেভাগেই বিদায় নেওয়ায় তিনি হতাশ। তিনি বলেন, 'আমরা কাউকে সমর্থন করছি না। কয়েকজন খেলাও দেখবে না।' এসবের মধ্যে বিবেকানন্দপল্লির সৌরভ চৌধুরী স্পেন ও আর্জেন্টিনা দুই দলের জার্সি পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'বার্সেলোনার ফ্যান হিসেবে স্পেনের এবং মেসির ফ্যান হিসেবে আর্জেন্টিনার জার্সি কিনেছিলাম। ভাবিনি, দুই দল ফাইনালে উঠবে। এটা স্বপ্নের ম্যাচ।'

ফাইনাল ম্যাচকে আকর্ষণীয় করতে বেশ কিছু অফার ঘোষণা করেছে পাবগুলি। মাটিগাড়ার একটি পাবের ম্যানেজার এডওয়ার্ডস রোজারিও বলেন, 'আর্জেন্টিনা ও স্পেনের পতাকায় সাজিয়ে তুলব। সিলেক্টেড ড্রিংকসের জন্য বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার থাকছে।' সেবক রোডের একটি পাব আবার বিশেষ কিছু গেস্টের জন্য বিলে কুড়ি শতাংশ ছাড়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

একাকী। কোচবিহার শহরে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক নন্দী।

পুলিশকর্মীদের সাইবার প্রশিক্ষণ

পরিকাঠামো ও কর্মীসংকটে প্রশ্নের মুখে হেল্প ডেস্ক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : সাইবার প্রতারণায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি থানায় চালু হয়েছে সাইবার হেল্প ডেস্ক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশও এর ব্যতিক্রম নয়। কমিশনারেটের অন্তর্গত প্রতিটি থানায় হেল্প ডেস্ক চালুর পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু উন্নতমানের কম্পিউটার, অত্যাবশ্যকীয় সফটওয়্যার এবং পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব থাকায় তড়িঘড়ি চালু হওয়া এই পরিষেবা কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে পুলিশের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্রের খবর, মেট্রোপলিটান পুলিশের তত্ত্বাবধানে তৈরি একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রতিটি থানার সাইবার ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে ১৫ দিনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষ সচরাচর যে ধরনের সাইবার প্রতারণার শিকার হন, সেগুলিকে চিহ্নিত করেই প্রতিদিন একটি করে টাস্ক দেওয়া হচ্ছে পুলিশকর্মীদের। যেমন, মোবাইল ক্লোন হয়ে গেলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে, কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হলে প্রাথমিক পদক্ষেপ কী হবে। অন্য রুটিন ডিউটি সামলেই প্রতিদিনের এই টাস্ক পূরণে মাথা খাটাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা।

প্রশিক্ষণ জোরকদমে চললেও, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ছাড়াই এই হেল্প ডেস্কগুলি চালু করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সাইবার ডেস্কের দুটি মূল উদ্দেশ্য, অভিযোগ গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রতারণা রোখা। কিন্তু এই কাজের জন্য ফান্ড বা তহবিলের অভাব প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'আমাদের কাছে দক্ষ প্রশিক্ষক রয়েছেন, তাই প্রশিক্ষণে সমস্যা নেই। কিন্তু সাইবার ডেস্কের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও সফটওয়্যারের লাইসেন্সের দাম অনেকটাই বেড়েছে। এক্ষেত্রে ফান্ড এবং কর্মীসংকট একটা বড় সমস্যা।' পরিকাঠামোগত এই সংকটের কথা জানিয়ে ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন মেট্রোপলিটান পুলিশের আধিকারিকরা।

পুলিশকর্তাদের মতে, একটি কার্যকর সাইবার ডেস্কে আধুনিক কম্পিউটার এবং বিশেষ সফটওয়্যারের প্রয়োজন। শুধুমাত্র সেই সফটওয়্যারের লাইসেন্স কিনতেই ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা লাগে। সব মিলিয়ে একটি থানায় ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়তে খরচ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। মেট্রোপলিটান পুলিশের অধীনস্থ সব থানা ধরলে খরচের অঙ্ক দাঁড়াবে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকায়। আর ফাঁড়িগুলিকে এর আওতায় আনলে খরচ আরও কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

তহবিলের পাশাপাশি রয়েছে কর্মীসংকটও। নিয়ম অনুযায়ী, ডেস্কে সর্বক্ষণ একজন অফিসার পদমর্যাদার কর্মীকে থাকতে হবে। কিন্তু থানাগুলিতে মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে এমনিতেই কর্মীর অভাব রয়েছে। এই জোড়া সংকটে ব্যাহত হচ্ছে তদন্ত প্রক্রিয়াও। এই পরিস্থিতিতে নতুন হেল্পডেস্ক পরিষেবা কতটা সফল হবে, তা নিয়ে সন্দিহান খোদ পুলিশ মহলের একাংশ।

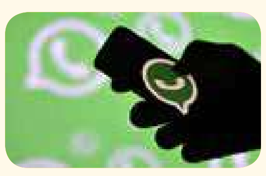

■ মেট্রোপলিটান পুলিশের প্রতিটি থানায় সাইবার হেল্প ডেস্কের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

■ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে প্রতিদিন একটি করে টাস্ক দেওয়া হচ্ছে

■ তবে পুলিশকর্মী সংকট এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো না থাকা অবস্থায় ডেস্ক চালু হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

সাইবার ডেস্কের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও সফটওয়্যারের লাইসেন্সের দাম অনেকটাই বেড়েছে। এক্ষেত্রে ফান্ড এবং কর্মীসংকট একটা বড় সমস্যা।

মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তা

কলেজের পাশে মদ্যপদের দৌরাত্ম্য

ইসলামপুর, ১৮ জুলাই : দিনের আলো নিভতেই বদলে যায় চেনা ছবিটা। সন্ধ্যার পর ইসলামপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং কৃষক বাজারের মাঝের রাস্তাটি যেন হয়ে ওঠে সুরাপ্রেমীদের আদর্শ আস্তানা। রাস্তার ধারে সারিবদ্ধভাবে বাইক দাঁড় করিয়ে, অন্ধকারের বুকে মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে চলে অবাধ মদের আসর। আর এই নেশার আসরের জেরে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে এই রাস্তা দিয়ে এলাকার মহিলারা যাতায়াত করলে মদ্যপরা তাঁদের লক্ষ্য করে কটূক্তি ছুড়ে দেয়। ইসলামপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস এবং কৃষক বাজারের মাঝের রাস্তায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর এমনই উদ্বেগজনক ছবি ধরা পড়ছে।

শহরের শেষ প্রান্তে কৃষক বাজারের পাশেই প্রায় দেড় দশক আগে তৈরি হয়েছিল এই সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। সেখানে দিনেরবেলায় পঠনপাঠন চলে আর সন্ধের পর ক্যাম্পাসের বাইরে রাস্তায় বসে মদের আসর। ক্যাম্পাসের বাইরে যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিকের গ্লাস আর মদের বোতল হামেশাই চোখে

ইসলামপুর

পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় কোনও আলোর ব্যবস্থা না থাকায় এই আসর 'জমে ভালো'। পাশাপাশি সন্ধের পরে পুলিশ পেট্রলিংও খুব একটা চোখে পড়ে না। এখন তো কোনও জরুরি কাজ ছাড়া সন্ধ্যার পর স্থানীয় মানুষ এই রাস্তাটি পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই আসরের প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁদের ওপরই চড়াও হন তরুণরা। কৃষক বাজার এলাকার বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব অনন্ত সরকার বলেন, 'ওদের বাধা দিতে গেলে মদ্যপরা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে, ধাক্কাধাক্কিও করে। পুলিশ ভালোভাবে টহলদারি করলে হয়তো এদের উপদ্রব কমবে।'

এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইসলামপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গৌতম নন্দী বলেন, 'সন্ধের পর সেখানে যে মদের আসর বসে, সেকথা কলেজের গার্ড আমাকে জানিয়েছেন। বহুদিন আগে সেই বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ করেছিলাম ইসলামপুর থানায়। তারপর কয়েকদিন পুলিশ নজরদারি চালিয়েছিল। তবে আবার সমাজবিরোধীদের আসর জমে উঠেছে। আমি আইসির সঙ্গে কথা বলব।'

ইসলামপুর থানার আইসি শোভন কর্মকার অবশ্য আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'যারাই কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করবে তাদের কাউকে ছাড়া হবে না।'

অভিযোগের তির স্থানীয় বিজেপি নেতাদের দিকে

ক্লাবের ভবন তৈরিতে বাধা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : ক্লাবের রাশ হাতে রাখতে মরিয়া!

শুক্রবার এনজেপি সংলগ্ন ভক্তিনগর এলাকায় একটি ক্লাবের নয়া ভবন তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে। ক্লাবের নিজস্ব জমিতে ভবন তৈরিতে বিজেপি নেতাদের বাধা দেওয়ার ঘটনায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এদিকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বলছে, বিয়ে সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়ার জন্য ভবনটি তৈরি করা হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ক্লাবের রাশ হাতে রাখতেই ভবন তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?

ক্লাব সূত্রে খবর, গত বুধবার ভবন তৈরির জন্য ভিতপুজো করা হয়। ভিতপুজোতে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার শম্পা নন্দী, ক্লাব সদস্য তথা তৃণমূল নেতা জয়দীপ নন্দী সহ ক্লাবের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ভবনের পিলার তৈরির জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজও প্রায় শেষের পথে। এরইমধ্যে শুক্রবার বিজেপি নেতারা গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। এদিকে, যে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে কাজ বন্ধের অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের কয়েকজন ক্লাবেরই সদস্য বলে খবর। এই আবহে ক্লাবের রাশ হাতে নেওয়ার অভিযোগও জোরালো হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, বিগত সরকারের আমলে যেভাবে বিভিন্ন ক্লাবের রাশ তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের হাতে থাকত, পালাবদলের পর ঠিক একইভাবে ক্লাবের ক্ষমতা দখল করতে চাইছেন স্থানীয় পদ্ম নেতারা! এদিকে, ভবন তৈরির কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ ক্লাবের অন্য সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে আগামী সোমবার তাঁরা বৈঠকে বসতে চলেছেন।

সূত্রের খবর, ক্লাবের নিজস্ব মাঠটি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য এলাকাবাসী ভাড়া নেন।

পিলার তৈরি জন্য গর্ত খোঁড়া পর থেকেই বন্ধ রয়েছে কাজ।

অনুষ্ঠান হলে ক্লাবের মাঠে খেলার প্রশিক্ষণ বন্ধ থাকে। সেই সমস্যা মেটাতে ক্লাব কমিটি ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।

যদিও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি নেতা তথা ক্লাবেরই সদস্য সজল সাহা বলছেন, 'কাউকে না জানিয়ে কয়েকজন মিলে নিজেদের মতো ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এত বড় ভবন হলে, ক্লাবের কমিটি কেবল সিদ্ধান্ত নিলেই হবে না। এলাকাবাসীদের নিয়ে বৈঠক করে সকলকে জানাতে হবে। আগে ক্লাবটি তৃণমূল নেতারা চালাতেন। কয়েকজন মিলে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিতেন। ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে, তাই এখনও তাঁরা কয়েকজন সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটা তো আমরা মানব না।' সজলের দাবি, মাঠের মধ্যে এভাবে ভবন তৈরি করা হলে, খেলার জায়গা নষ্ট হয়ে যাবে।

এদিকে ক্লাব সম্পাদক রাজা নন্দীর পালটা বক্তব্য, 'আমাদের ক্লাবে খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক চর্চা সবই হয়। এলাকাবাসী যাতে কম টাকায় ভবন ভাড়া পান, সেই কারণে ক্লাবের তরফে দুই বছর আগে থেকে ভবন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। যাঁরা কাজ বন্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ক্লাব সদস্য রয়েছেন। সোমবার বৈঠকে সকলের বক্তব্য শোনা হবে।'

অন্যদিকে, ভবনের কাজ আটকে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা জয়দীপ নন্দী। তিনি বললেন, 'এই ভবন কারও ব্যক্তিস্বার্থের জন্য তৈরি করা হচ্ছে না। এতে সকলের সুবিধা হবে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।'

কোচবিহার পুরসভায় বসতে পারে প্রশাসক

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : কোচবিহার পুরসভা শেষপর্যন্ত প্রশাসনের হাতেই থাকার সম্ভাবনা। পালাবদলের পর তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডকে কার্যত অন্ধকারে রেখে প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে পুরসভা চালানো হচ্ছিল বলে বারবার অভিযোগ উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা জানিয়েছেন, তিনি আগামী সপ্তাহের শুরুতেই পদত্যাগ করবেন। বর্তমানে পুরসভায় বিজেপির কোনও কাউন্সিলার নেই। তৃণমূল বা বামেদের কেউ নতুন করে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হবেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। ফলে পুরসভায় প্রশাসক বসানোর সম্ভাবনাই বেশি।

রাজ্যে শাসকদল পরিবর্তন হওয়ার পরই কোচবিহার পুরসভা পরিচালনা নিয়ে নানারকম জটিলতা দেখা গিয়েছে। ২০ ওয়ার্ডবিশিষ্ট এই পুরসভায় ১৮ জন তৃণমূল ও দুজন বাম কাউন্সিলার রয়েছেন। নির্বাচনের আগে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সরিয়ে চেয়ারম্যানের পদে বসানো হয় ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার দিলীপ সাহাকে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই পুরসভার পরিস্থিতি বদলে যায়। অধিকাংশ কাউন্সিলার পুরসভায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। কর্মীদের বিক্ষোভ, পরিষেবার দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ, চেয়ারম্যানকে অন্ধকারে রেখে আধিকারিকদের বৈঠক, কাউন্সিলারদের অনুপস্থিতিতে বোর্ড মিটিং ভেস্তে যাওয়া সহ নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রথমে রাজি না থাকলেও শুক্রবার দিলীপ বলেছেন, 'পদত্যাগপত্র লেখা হয়ে গিয়েছে। সোমবার বা মঙ্গলবার তা জমা করব।' ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বামফ্রন্টের কাউন্সিলার মধুছন্দা সেনগুপ্ত বলেছেন, 'প্রশাসনের তো অনেক কাজ রয়েছে। সেই কাজ সামলে পুরসভা সামলাতে গেলে পরিষেবা নিয়ে মানুষকে ভুগতে হবে।' ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন, 'চেয়ারম্যান পদত্যাগ করবেন, এরকম কোনও খবর আমার কাছে নেই। শুনেছি ওঁকে পদত্যাগ করার জন্য বারবার চাপ দেওয়া হচ্ছে।'

বিজেপির অবশ্য দাবি, প্রশাসনের হাতে পুরসভার দায়িত্ব দেওয়া হলে পরিষেবার মান বাড়বে। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেছেন, 'জনপ্রতিনিধি হয়েও কাউন্সিলাররা দিনের পর দিন পুরসভায় অনুপস্থিত থাকেন। বাসিন্দারা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পুরসভায় প্রশাসক বসানো হলে অনেক ভালো পরিষেবা মিলবে।'

কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মিললেও থমকে প্রকল্পের কাজ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : রাজ্যে পালাবদলের পর কেন্দ্রীয় সরকার জল জীবন মিশন প্রকল্পের বকেয়া কয়েক হাজার কোটি টাকা মেটালেও, শিলিগুড়ি মহকুমায় এই প্রকল্পের কাজ এখনও পুরোদমে শুরু হয়নি। রাজ্যের হাতে টাকা এলেও জেলাগুলিকে সম্পূর্ণ অর্থ না পৌঁছানো, বকেয়া মেটানোর ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ এবং পুরোনো কাজের হিসেব নিয়ে জটিলতার জেরে প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে খবর। ফলে ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে প্রত্যেক ঘরে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়া নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সূত্রের খবর, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর এই প্রকল্পে শিলিগুড়ি মহকুমার জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। অভিযোগ, নির্দিষ্ট দপ্তরের বাস্তুকাররা সেই টাকা দিয়ে তাঁদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ঠিকাদারি সংস্থার বকেয়া মিটিয়েছেন। এই বৈষম্যের জেরে বিতর্কও দেখা দেয়। বকেয়া টাকা না পাওয়ায় বেশিরভাগ ঠিকাদারি সংস্থাই এখনও নতুন করে কাজে হাত দেয়নি। তবে জেলায় প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক বলছেন, 'নিয়ম মেনে প্রকল্প ধরে কাজের হিসেব নতুন করে চাওয়া হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেই কিছুটা সময় লাগছে।'

জল জীবন মিশন

দপ্তরের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শিলিগুড়ি মহকুমায় এখনও পর্যন্ত ৫১ শতাংশের কিছু বেশি বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছেছে। সমগ্র জেলার নিরিখে এই হার ৫০ শতাংশের সামান্য বেশি। মহকুমায় মোট ৮৯টি রিজার্ভার তৈরির কথা থাকলেও, এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩৬টির কাজ শেষ হয়েছে। বাকিগুলির জন্য জমি চিহ্নিত হলেও কাজ শুরু হয়নি। তবে পাইপলাইন বসানোর কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বিগত সরকারের আমলে সজল গ্রাম ঘোষণা নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও গ্রামের সমস্ত বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছালে এবং গ্রামবাসীরা নিয়মিত জল পেলেই সেটিকে সজল গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা যায়। ইতিমধ্যেই মহকুমার মোট ৩২৮টি গ্রামের মধ্যে ৩৬টি গ্রামকে সজল গ্রাম হিসেবে পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। যদিও অভিযোগ, কয়েকটি বাড়িতে কল বসানো হলেও জল পড়ছে না, তা সত্ত্বেও সেগুলিকে সজল বলে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এমনকি কিছু এলাকায় পুরোনো পাইপলাইনকেই নতুন বলে চালিয়ে দেওয়ার মতো দুর্নীতির অভিযোগও সামনে এসেছে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পুনরায় চালু হলেও রাজ্যের বাস্তুকাররা পুরোনো কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব চাইছেন। আর সেই হিসেব জমা দিতেও ঢিলেমির অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করে ১০০ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া নিয়েও সংশয় রয়েছে।

বিক্ষোভ মিছিল

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : বাংলাভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে শনিবার 'আমরা বাঙালি'র তরফে শিলিগুড়িতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। দেশবন্ধুপাড়ার ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনে থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি অটোস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে একটি পথসভাও করা হয়। ওই সভায় আমরা বাঙালির কেন্দ্রীয় সচিব জ্যোতিবিকাশ সিনহা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খুশিরঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

তৃণমূল বিধায়কদের 'কীর্তি'তে ক্ষোভ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৮ জুলাই : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী শিবিরে নাম লিখিয়েও দলীয় কার্যালয় থেকে বিধায়করা তাঁদের ব্যানার-পোস্টার সরানোর সাহস পাচ্ছেন না। উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই রাজনৈতিক অবস্থানে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়ার চার বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরে যোগ দিলেও, একাধিক দলীয় কার্যালয়ে এখনও মমতা ও অভিষেকের ছবি ও ব্যানার জ্বলজ্বল করছে। এই দ্বিচারিতা নিয়ে দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি হিসেবে সন্দীপ বিশ্বাসের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিষয়ে সন্দীপ বলেন, 'আমরাই আসল তৃণমূল। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির নাম অরূপ বিশ্বাস এবং রাজ্য সভাপতির নাম বিপ্লব মিত্র।' দলীয় কার্যালয়ে মমতা-অভিষেকের ব্যানার রাখা প্রসঙ্গে সন্দীপ বলেন, 'এলাকার নেতারা এই বিষয়ে নিজ নিজ ভূমিকা নিশ্চয় পালন করবেন বলে মনে করি।'

এই পরিস্থিতিতে বিধায়কদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গোয়ালপোখরের বিধায়ক গোলাম রব্বানি এবং চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি। অন্যদিকে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, 'মমতা যে নেত্রী তা নিয়ে তো সন্দেহ নেই। অনেকেই তাঁর ও ভাইপোর ব্যানার সরিয়েছেন। অনেকেই এখনও রেখেছেন। সেই ব্যানার থাকলে আপত্তির কী আছে!' ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, 'আপাতত ব্যানার থাকবে। দলের নির্দেশ এমনটাই।'

বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই ইসলামপুর মহকুমার চার বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জল অনেকদূর গড়িয়েছে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংককে হাতিয়ার করে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সামনে রেখে তাঁরা ভোটে লড়েছিলেন, আজ সেই নেত্রীকে ব্রাত্য করে তোলার চেষ্টা নিয়ে কর্মীদের মনে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। পরিস্থিতির চাপে বিধায়করা এখন পার্টি অফিসে আসাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। ইসলামপুর পুর টার্মিনাসের পাশের অফিসেও কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে আর দেখা যায় না। সদ্য প্রাক্তন হওয়া তৃণমূলের ইসলামপুর টাউন সভাপতি বাপি পাল চৌধুরী বলেন, 'আমি কোন তৃণমূল তা এখনই বলতে পারছি না। শীঘ্রই কানাইয়াদার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। এমনিতেও পার্টি অফিস তো বন্ধই থাকছে।'

বিধায়কদের এই আচরণে সাধারণ কর্মীরাও দিশেহারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছাড়া যে কর্মীরা তাঁদের সহজে মেনে নেবেন না, তা আপাতত তাঁদের বর্তমান অবস্থান থেকেই স্পষ্ট। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধায়কদের এই 'ঢাকঢাক-গুড়গুড়' আসলে তৃণমূল স্তরে বিদ্রোহের আগুনের ভীতি থেকেই তৈরি। আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে মহকুমার চারটি আসনের রাজনৈতিক সমীকরণ কোন পথে মোড় নেয়, তা নিয়ে এখন জল্পনা তুঙ্গে।

■ মমতা-অভিষেকের ব্যানার সরিয়ে ফেলার সাহস পাচ্ছেন না দলবদল করা বিধায়করা

■ দলীয় কার্যালয়ে নেতাদের ছবি রেখে দ্বিচারিতার অভিযোগ

■ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে স্থানীয় রাজনীতির সমীকরণ বদলের আশঙ্কা

ধর্ষণের অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ১৮ জুলাই : চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক নাবালকের বিরুদ্ধে। নাবালকের বয়স ১৪ বছর। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ভারত-নেপাল সীমান্তের একটি গ্রামে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শিশুকন্যার শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে পরিবারের লোকজন তাকে দ্রুত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই শিশুকন্যা। এদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর হল ওই নাবালকের পরিবার নির্যাতিতা শিশুকন্যার বাড়ির পাশেই ঘরভাড়া থাকত। শুক্রবার ওই নাবালক শিশুকন্যাকে খেলার জন্য বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে শিশুকন্যা বাড়ি ফিরলে তার শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। তারপরেই ওই নাবালকের বাড়ি ঘেরাও করেন এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং নাবালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদিন নাবালককে পকসো আইনে আটক করে দার্জিলিং জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়।

প্রতারণায় ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার ডিকি গুরুং নামে এক ব্যক্তি। নির্যাতিতার অভিযোগ, বছর দুয়েক তাঁরা একসঙ্গে থাকছিলেন। সম্প্রতি দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন ডিকি। শুক্রবার প্রশ্ন করতেই শারীরিক নিগ্রহ করা হয় তাঁকে। এরপর প্রধাননগর থানার দ্বারস্থ হন মহিলা। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ভারী বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাজে চা শ্রমিকরা। শনিবার দুপুরে নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানে।

শিবখোলার মায়াবী রাতে ডানার কারুকাজ

তমালিকা দে

শিবখোলা, ১৮ জুলাই : মহানন্দা অভয়ারণ্যের সবুজ গালিচায় ঘেরা এক ছবির মতো গ্রাম শিবখোলা। দিনেরবেলায় যেখানে প্রজাপতির বর্ণিল ডানা রোদ মাখে, রাতের অন্ধকারে সেখানেই ডানা মেলে রহস্যময় নিশাচরের দল। প্রকৃতির এই অজানা সৌন্দর্যকে চাক্ষুষ করতেই শনিবার থেকে এই পাহাড়ি গ্রামে শুরু হয়েছে তিনদিনের ষষ্ঠ 'মথ ওয়াচিং ক্যাম্প'। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ জোনের চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট (ওয়াইল্ডলাইফ) জেভি ভাস্কর।

সন্ধ্যা নামতেই শিবখোলার আকাশে-বাতাসে যেন এক অন্যরকম উন্মাদনা। প্রোজেক্টরের কৃত্রিম আলোর পর্দা তৈরি হতেই, একে একে ধরা দিচ্ছে হরেকরকমের মথ। রঙের বৈচিত্র্য আর গঠনের অভিনবত্বে প্রতিটিই অভিনব। কোনওটির গায়ে সাদার বুকে কালো বিন্দুর আলপনা, আবার কোনওটি অবিকল গাছের গুঁড়ির নিখুঁত ছদ্মবেশে লুকিয়ে। আর এই রূপকথার আসরে প্রথম দিনেই দেখা মিলল অতি বিরল 'গোল্ডেন এমপেরর মথ'-এর। এমন রাজকীয় উপস্থিতি দেখে মুগ্ধতা আর বাঁধ মানেনি ক্যাম্পে আসা প্রকৃতিপ্রেমীদের।

প্রজাপতি নিয়ে মানুষের মুগ্ধতা চিরকালের, কিন্তু রাতের আঁধারে ডানা মেলা মথেরা বরাবরই রয়ে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। অথচ অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রকে সজীব রাখতে এদের অবদান অনস্বীকার্য। পরিবেশপ্রেমী যুধাজিৎ দাশগুপ্তর কথায়, 'শিবখোলার এই মথবৈচিত্র্য যদি সযত্নে সংরক্ষণ করা যায়, তবে তা উত্তরবঙ্গে ইকো-ট্যুরিজমের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।'

শিবখোলার এমন বৈচিত্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'বর্ষার সজল হাওয়া আর এই অঞ্চলের ঘন সবুজের বিস্তার মথদের প্রজনন ও অবাধ বিচরণের জন্য একেবারে আদর্শ। ঠিক সেই কারণেই এত বিলুপ্ত প্রজাতির মথের দেখা মিলছে এখানে।'

পর্দায় আটকেছে মথ। (ইনসেটে) অতি বিরল গোল্ডেন এমপেরর মথ।

শিবখোলার এমন সৌন্দর্যে মুগ্ধ খোদ বনকর্তা জেভি ভাস্করও। তিনি জানান, তিনদিনের এই শিবির শেষে কত ধরনের মথের দেখা মিলল, তার একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হবে। উত্তরবঙ্গের এই সাধারণ ও বিরল মথদের নিয়ে একটি তথ্যপঞ্জি তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

শুধু সৌন্দর্য উপভোগই নয়, এই ক্যাম্পের রয়েছে একটি গভীর গবেষণামূলক দিকও। কোন ঋতুতে কোন মথদের আগমন ঘটে, তাদের খাদ্যাভ্যাস কেমন, কিংবা বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাদের আচরণের কোনও বদল ঘটছে কি না, এই সবকিছুই নিপুণভাবে নথিবদ্ধ করছেন মথপ্রেমীরা। পরিবেশবিদদের মতে, শিবখোলার এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে মথদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আনাগোনা আসলে এক গভীর বার্তা দেয় যে, এখানকার বাস্তুতন্ত্র এখনও অটুট এবং প্রাণবন্ত।

নোংরা পরিবেশেই রমরমা খাবারের ব্যবসা

নর্দমার জলে প্লেট ধোয়া

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৮ জুলাই : একদিকে নর্দমার নোংরা জলে খাবারের প্লেট ধোয়া হচ্ছে। অন্যদিকে খোলা অবস্থায় পড়ে থাকা খাবারের চারপাশে আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও আবার পুর আবাসের শৌচাগারের পাইপ ফেটে বর্জ্যের জল চুঁইয়ে রান্নাঘর ও বাসন ধোয়ার জায়গায় পড়ছে।

ইসলামপুর শহরের একাধিক হোটেল, মিষ্টির দোকান ও রেস্তোরাঁ ঘুরে এমনই উদ্বেগজনক ছবি উঠে এসেছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। একই সঙ্গে অভিযোগ, খাবারের গুণগত মান নিয়েও নিয়মিত নজরদারি চোখে পড়ে না।

যদিও ইসলামপুরের ফুড ইনস্পেকটর এবং পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর দাবি করেছেন, তাঁরা নিয়মিত অভিযান চালান। তবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের তদন্তের বিষয়টি তাঁরা অস্বীকারও করেননি। পুরসভার চেয়ারম্যান তথা এলাকার বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

রাত বাড়তেই টার্মিনাস সংলগ্ন নিউটাউন রোডে ফাস্ট ফুডের দোকানগুলিতে ভিড় বাড়তে থাকে। কিন্তু রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা এই দোকানগুলির ফুড সেফটি লাইসেন্স রয়েছে কি না, তা নিয়েই অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া হিমাংশু দাস একটি দোকানে খাওয়া শেষ করে বেরোচ্ছিলেন। প্লেট ও চামচ ঠিকভাবে ধোয়া হয়েছিল কি না বলে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এতটা ভেবে দেখিনি। সকলেই খায়, ফলে আমিও খাই।' সেই সময় দেখা যায়, শুধু নিয়মরক্ষার মতো জল ঢেলে প্লেট ও চামচ ধুয়ে আবার অন্য গ্রাহকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

টার্মিনাসের ভিতরে একের পর এক হোটেল ও মিষ্টির দোকানে ঢুকেও উদ্বেগজনক ছবিটা ধরা পড়ে। ড্রেনের উপর স্ল্যাব বসিয়ে অধিকাংশ দোকানের রান্নাঘর তৈরি। সেই অংশ দিয়েই পুর আবাসের শৌচাগারের পাইপ গিয়েছে। কোথাও কোথাও সেই পাইপ লিক করছে বলে অভিযোগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক দোকানদার জানান, পুরসভা মাঝেমধ্যেই পাইপ ঠিক করে দিয়ে যায়। কিন্তু এবার আবার পরিস্থিতি যেই কে সেই। একটি মিষ্টির দোকানে নর্দমার জল উপচে বাসন ধোয়ার জায়গা ভরে যেতে দেখা গেল। ছবি তুলতে গিয়ে হাঁটু পর্যন্ত জলেও নামতে হল। একাধিক হোটেলের রান্নাঘরেও একই ছবি।

শুধু পরিচ্ছন্নতাই নয়, খাবারের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বাসি খাবার পরিবেশন হচ্ছে কি না, মাছ-মাংস কতটা নিরাপদ, সবজি কতটা টাটকা, মিষ্টির দোকানে

ব্যবহৃত পনির, ছানা বা রং স্বাস্থ্যসম্মত কি না, তা নিয়েও স্থানীয়দের উদ্বেগ রয়েছে। অভিযোগ, গত এক বছরে এই সব বিষয় নিয়ে পুরসভা বা ফুড ইনস্পেকটরের তরফে বড় ধরনের আলাদা বা যৌথ অভিযান দেখা যায়নি।

পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথ বলেন, 'আমরা মাঝেমধ্যেই নজরদারি ও অভিযান চালাই। শীঘ্রই টানা অভিযান শুরু করা হবে। কিছুক্ষেত্রে সমস্যার কথা অস্বীকার করা যাবে না।' ফুড ইনস্পেকটর পপি রায় বলেন, 'আমাদের নিয়মিত নজরদারি রয়েছে। বিভিন্ন সময় দোকান থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তবে কর্মীর অভাবে কিছু ক্ষেত্রে ফাঁকফোকর থাকছে তা অস্বীকার করব না। বিষয়টি দেখছি।' কানাইয়ালাল আগরওয়াল বললেন, 'জনস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।' টিম পাঠিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

১৫ বছর পর কলকাতায় কর্মসূচিতে

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : কলকাতায় শহিদ দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমার কয়েকশো কংগ্রেস নেতা-কর্মী। শনিবার জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি জীবন মজুমদার এই দাবি করে বলেন, 'আগামী সোমবার কংগ্রেস কর্মীরা শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন। ইতিমধ্যে তাঁদের ট্রেনের টিকিট হয়ে গিয়েছে।'

জীবন বলছেন, 'শহিদ দিবসে আমাদের অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে বাধা দিত তৃণমূল। ২০১১ সালের পর থেকে আমরা সেভাবে শহিদ দিসব পালন করতে পারছিলাম না। ১৫ বছর পর এবার আমরা কলকাতাতে গিয়ে শহিদ দিবস পালন করব। প্রতিটি জেলা থেকে বহু নেতা-কর্মী কলকাতা যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন।' তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হতেই শিলিগুড়ির কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা জেলা পার্টি অফিসের বদলে কলকাতায় গিয়ে শহিদ দিবস পালন করতে চলেছেন। দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমা এলাকা মিলিয়ে ৫০০ জনের বেশি কংগ্রেস নেতা-কর্মী কলকাতা যাবেন।

আজ দত্তক কর্মসূচির সূচনা

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : খড়িবাড়ি ব্লকের প্রত্যন্ত চারটি গ্রাম ঝাড়ুজোত, রামভোলাজোত, ধুলিয়াজোত এবং চিঙ্গিজোতকে দত্তক নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ ইন্ডিয়া-র (এপিআই) শিলিগুড়ি শাখা এবং রোটারি উত্তরায়ণ। রবিবার রামভোলাজোত গ্রামে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করা হবে। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে বিষয়টি জানান এপিআই-এর জাতীয় সহ সভাপতি তথা শিলিগুড়ি শাখার চেয়ারম্যান ডাঃ শেখর চক্রবর্তী। বৈঠকে ছিলেন ডাঃ অমিত অধিকারী, রোটারি উত্তরায়ণের সভাপতি রাজুরঞ্জন ওঝা ও সম্পাদক গোপাল মজুমদার সহ আরও অনেকে। রবিবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শংকর ঘোষ, আনন্দময় বর্মন, সাংসদ রাজু বিস্ট, বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ও শুক্রা মুন্ডার উপস্থিত থাকার কথা।

শিক্ষাদানে এবার এআই

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে 'কম্পিউটেশনাল থিংকিং' এবং 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স' (এআই) অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে শনিবার শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলে (ডিপিএস) একটি জেলা স্তরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। লিড স্কুল হিসেবে ডিপিএস শিলিগুড়ি এই একদিনের অফলাইন কর্মশালার আয়োজন করে। শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার মোট ১১টি নামী সিবিএসই স্কুলের জুনিয়ার ও মিডল স্কুলের শিক্ষকেরা এতে অংশ নেন।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষা অনীশা শর্মা। উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি তথা শিলিগুড়ি মডেল হাইস্কুলের অধ্যক্ষ ডঃ এসএস আগরওয়াল। এছাড়া বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ তুম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাবনা মিশ্র এবং দোলা সরকার সিনহা। কর্মশালায় শিক্ষকরা ক্লাসরুমের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবিলার উদ্ভাবনী উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

মানুষের ব্যস্ততা যত বাড়ছে পরিবার তত ছোট হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের জন্য পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর বিকল্প নেই। এখন পরিবারের কাছে সময় অনেক কম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সারাদিনে হয়তো রাতে খানিকটা সময় মেলে একসঙ্গে কাটানোর জন্য। তখন হাতে থাকছে এক যন্ত্র। সেই যন্ত্র কিছুতেই হাত থেকে সরানো যায় না। তাতে বিপন্ন হচ্ছে সম্পর্ক, সন্তানের ভবিষ্যৎ।

পরিবারের সময় গিলছে

মোবাইল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : মা-বাবার ব্যস্ততার কারণে বিরাটের দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে স্কুল ও দাদু-দিদার কাছে। বাবা আগেই অফিসে বেরিয়ে যান। মা সাড়ে দশটায় তাকে স্কুলবাসে তুলে দিয়ে অফিসে যান। স্কুল ছুটির পর বিরাট থাকে দাদু-দিদার কাছে। ওর আর দাদুর গল্প ভালো লাগে না। মোবাইলের প্রতি, ভিডিও গেমের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। মা অফিস থেকে ফেরার পথে ওকে বাড়ি নিয়ে গেলে ও মোবাইলে গেম খেলতে চায়। এটা কোনও একটা পরিবারের গল্প নয়। ঘর ঘর কি কাহানি।

বছর সাতান্নর শিউলি চক্রবর্তী এবং বছর পঁয়ষট্টির সুবল চক্রবর্তী সংসার করছেন প্রায় তিন যুগ ধরে। একসময় প্রচুর সময় দিয়েছেন একে অপরকে। সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পর বাড়িতে সময় না দেওয়ার সব অভিযোগ ঘুচিয়েছেন তিনি। এখন সময় কাটান অন্যভাবে। দুজনেই টিভি দেখতে ভীষণ ভালোবাসেন। দুজন পাশাপাশি বসেও এখন প্রায়শই চোখ থাকে টিভির দিকে। শুধু চ্যানেল বদলাতে হলে একে অপরের সমর্থন নেন। মাঝেমধ্যে টিভিতে চলা সিরিয়াল বা সিনেমা দেখতে দেখতে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। শিউলি বলছিলেন, 'একসঙ্গে এত সময় কাটিয়েছি, এখন আমরা সবই বুঝে যাই। আলাদা করে আর কী গল্প করব, তাই পাশাপাশি বসে নিজেদের মতো সময় কাটাই। বাড়িতে দুই ছেলে-বৌমা সকাল হলেই কাজে বেরিয়ে পড়ে। আমরা এভাবেই এখনও সময় কাটাই। মাঝেমধ্যে একসঙ্গে হাঁটতে বেরোই, বাজার করি, পছন্দের মাছ কিনি দুজনে গিয়ে।'

এখনও দুই বছর পুরো হয়নি অদিতি বক্সী আর সৌম্যদীপ চৌধুরীর বিয়ের। তবে সারাদিনে কয়েক ঘণ্টাই সময় পাওয়া যায়। তার মধ্যেও দরকারি ফোন, সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানি ভাগ বসায়। দুজনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ১০.৩০-১১টা নাগাদ। অদিতির অফিস শেষ করে বাড়ি ফিরতে রাত ৮.৩০টা। অন্যদিকে সৌম্যদীপের অফিস ওয়ার্ক, মিটিং শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় ৯টা। তারপর ঘরের কাজ সামলাতে যেমন ব্যস্ত হয়ে যায় অদিতি, তেমনই পরের দিনের চিন্তায় ডুবে হাজারো ফোন শুরু হয়ে যায় সৌম্যদীপের।

সৌম্যদীপ বললেন, 'সময়ের সত্যিই খুব অভাব। সত্যি বলতে এমনও হয়, বাড়িতে ফিরে সারাদিনের খোঁজখবর দুজন নেওয়ার পর হয়তো আবার ফোনটা নিয়েই কিছুক্ষণ বসে পড়ি। কত প্রশ্নের উত্তর আমি ফোনের দিকে তাকিয়েই হ্যাঁ বা না-তে সারি, আবার কখনও অদিতি দরকারি কাজে থাকে বলে সামান্য কথাতেই উত্তর সারে। তবে সপ্তাহান্তে একদিন ছুটিতে কিছু না কিছু পরিকল্পনা করি, কখনও একসঙ্গে রান্না করি, বাড়িতে গেট টুগেদার করি অথবা বাইরে বেরিয়ে পড়ি। পরিবারে মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মাঝেমধ্যেই সময় পেলেই গিয়ে দেখা করি।'

এ তো গেল এই দুই দম্পতির গল্প। অনেক পরিবারে এই ব্যস্ততার জন্য ছোটদেরও ভুগতে হয়। এই যেমন রথখোলার বিরাট সান্যাল পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে। সকালে ছেলেকে বাসে তুলে তারপর নিজে অফিসে বেরিয়ে যান দীপিকা। বাবা সঞ্জয় সান্যাল বেরিয়ে যান আগেই। স্কুলবাস থেকে নেমে রোজ দিদার হাত ধরে দিদাবাড়িতে যায় বিরাট। বাড়ি ফেরার সময় বিরাটকে নিয়ে যান দীপিকা। তবে দীপিকা বলছিলেন, 'দিন-দিন ফোনের প্রতি আরও বেশি আসক্তি বাড়ছে বিরাটের। এখন নাকি খাবার খাওয়ার সময়ও ভিডিও দেখতে চাইছে।' দীপিকা বললেন, 'দাদু-দিদার সঙ্গে গল্প করে কিছুক্ষণেই আগ্রহ হারায়। তখন আমার মায়ের ফোন নিয়ে কার্টুন দেখে, গেম খেলে। বাড়িতে আনার পর অনেক কাজও থাকে, তাই মাঝেমধ্যে ওর হাতে মোবাইল দিয়েই ওকে শান্ত করিয়ে রাখতে হয়।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ কাউন্সেলার পিয়ালি ঘোষ পইড়া বলছেন, 'মা-বাবা কাজে ব্যস্ত থাকায় ছোটরা অনেক সময় একা থাকছে। জেনারেশন গ্যাপের কারণে অনেক সময় হয়তো দাদু-দিদার কথা শুনতে ভালো লাগে না বা ঠাকুমা-ঠাকুরদাও গল্প বলতে ইচ্ছুক কি না বলা যায় না। সে কারণে ওরা পরিবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর ডিভাইসগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তাই ওদের খেলাধুলো বা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে ভর্তি করা দরকার সামর্থ্য অনুযায়ী। এতে ওদের যোগাযোগ করার ক্ষমতা বাড়ে। স্কুলেও এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করুক, তাতে অন্তত অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হবে এবং নিজেও যোগাযোগ রাখার ক্ষমতা অর্জন করবে।'

- পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ দিন-দিন কমে যাচ্ছে
- পরিবারের সদস্যরা যতটুকু সময় একসঙ্গে পান, তার বড় অংশ যন্ত্রের পেছনে যায়
- অনেক সময় মা-বাবাও সন্তানের হাতে মোবাইল তুলে দিয়ে তাকে শান্ত রাখছেন
- বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমাতে খেলাধুলোয় যুক্ত করা প্রয়োজন

মধ্যাহ্নভোজ। শিলিগুড়িতে কাঠবেড়ালির ছবিটি তুলেছেন দীপেন্দু দত্ত।

পরিকাঠামোয় অখুশি শংকর

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : শিলিগুড়ির অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের বর্তমান পরিকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব দেখে হতাশা প্রকাশ করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের পাশের এই পুরোনো পাঠাগারে আচমকা পরিদর্শনে যান তিনি। লাইব্রেরির অবস্থা দেখে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'শিলিগুড়ির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের লাইব্রেরির এই দশা সত্যিই অত্যন্ত হতাশাজনক।' এখানে কেমন পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে তা নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে কথাও বলেন মন্ত্রী। গ্রন্থাগারের এই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে শংকর জানান, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন। শিলিগুড়ির বইপ্রেমী মানুষ এবং পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে এই গ্রন্থাগারটিকে কীভাবে একটি অত্যাধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের ডিজিটাল পরিকাঠামোয় রূপান্তর করা যায় সেজন্য দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য একদিন পাঠকদের সঙ্গে ইন্টারেক্টিভ সেশনের কথাও তিনি জানান।

বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে প্রতারণা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : সূত্র শুধুমাত্র একটি ইউপিআই স্ক্যানার। সেই সূত্র ধরেই শুক্রবার গভীর রাতে কৌশিক দাস নামে এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। এসিপি (হেডকোয়ার্টার) ট্রাফিক সহ ট্যুরিস্ট হেল্পলাইনের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী এবং প্রধাননগর থানার যৌথ তদন্তে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কৌশিক বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

চলতি সপ্তাহে ট্যুরিস্ট হেল্পলাইনে অভিযোগ করেন বিহারের বাসিন্দা অঙ্কিত কুমার। তিনি জানান, একটি ভুয়ো ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস অপারেটর প্রতারণা করে তাঁর থেকে ৩৩ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

অঙ্কিত জানিয়েছেন, সামাজিক মাধ্যমের একটি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের পেজের তরফে তাঁকে জানানো হয় কয়েকজন মিলে গ্যাংটক ঘুরতে যেতে মোট ৩৩ হাজার টাকা লাগবে। সেই অনুযায়ী অঙ্কিত এবং তাঁর সঙ্গীরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আসেন। সেখানে ওই পেজের তরফে একজন ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন বলে জানিয়েছেন অঙ্কিত। একটি কিউআর কোড স্ক্যানারের মাধ্যমে অঙ্কিতের কাছ থেকে ৩৩ হাজার টাকা নেওয়া হয়। গ্যাংটকে পৌঁছে অঙ্কিত এবং তাঁর সঙ্গীরা বুঝতে পারেন তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। হোটেল বুকিং থেকে শুরু করে ওই ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের প্রতিনিধির দেওয়া সমস্ত তথ্য যে ভুয়ো সেটা বোঝার পর অঙ্কিতের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

অঙ্কিত ওই কিউআর কোডের নম্বরটা নিয়ে এসেছিলেন। ওই নম্বরের সূত্র ধরে পুলিশ লোয়ার ভানুনগরের বাসিন্দা আরশাদ রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আরশাদ গত মাসের ২০ তারিখের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি দাবি করেন, তাঁর এক বন্ধুর নাম চন্দু সিং। চন্দুর ইউপিআই ট্র্যানজ্যাকশনে সমস্যা থাকার কারণে তিনি চন্দুকে তাঁর এটিএম কার্ড দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন আরশাদ। কৌশিক চন্দুর বন্ধু। কৌশিক তাঁরও পরিচিত বলে জানিয়েছেন আরশাদ।

ওই দিন চন্দু আরশাদকে জানান, জরুরি দরকারের কারণে তিনি কৌশিককে আরশাদের এটিএম কার্ড দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে কৌশিক আরশাদের কাছে তাঁর কিউআর কোড চান। পরবর্তীতে কৌশিক চন্দুর মাধ্যমে আরশাদকে তাঁর এটিএম কার্ড ফিরিয়ে দেয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, কৌশিক এর আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের পেজ তৈরি করে প্রতারণা করেছেন। প্রতিটি প্রতারণার পর আগের পেজ ডিলিট করে নতুন পেজ বানিয়েছেন বলেও জেরায় স্বীকার করেছেন কৌশিক। অভিযোগপত্রে চন্দুর নামও রয়েছে। এই প্রতারণার সঙ্গে চন্দুর যোগ রয়েছে কি না, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

এসিপি (হেডকোয়ার্টার) ট্রাফিক সুবীর দত্তের তত্ত্বাবধানে অঙ্কিত তেত্রিশ হাজার টাকা ফেরত পেয়েছেন।

- চলতি সপ্তাহে ট্যুরিস্ট হেল্পলাইনে অভিযোগ করেন বিহারের বাসিন্দা অঙ্কিত কুমার
- তিনি জানান, একটি ভুয়ো ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস অপারেটর প্রতারণা করে তাঁর থেকে ৩৩ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে
- ধৃত ব্যক্তি এর আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের পেজ তৈরি করে প্রতারণা করেছেন

> একটি পেজের তরফে জানানো হয় গ্যাংটক ঘুরতে যেতে ৩৩ হাজার টাকা লাগবে। সেইমতো বাকিদের নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আসি। গ্যাংটকে পৌঁছে বুঝতে পারি ফাঁদে পা দিয়েছি।
>
> -অঙ্কিত কুমার

শিব থিমের পোশাকে ভক্তি-ফ্যাশন

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : শ্রাবণ মাস বললেই মনে আসে শিবের উপাসনার কথা। এই মাসের প্রতি সোমবার বিভিন্ন শিব মন্দিরে চোখে পড়ে ভক্তদের ভিড়। এই ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ তরুণ-তরুণীকে দেখা যায় গেরুয়া রংয়ের পোশাক পরে থাকতে।

সেই পোশাকের মধ্যে রয়েছে শিবের ত্রিশূল বা ডমরু বা মহাকালের ছবি। শ্রাবণ মাস যে শুরু হয়ে গিয়েছে শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরলে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। মহাবীরস্থান, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, বিধান মার্কেটে গেলে চোখে পড়ছে শিবের থিমের পোশাক।

মহাবীরস্থান মার্কেটে গেলে এখন চোখে পড়ছে গেরুয়া রংয়ের টি-শার্ট ও কুর্তা। তার ওপর আঁকা রয়েছে শিবের ত্রিশূল, ডমরু, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। মহিলাদের জন্য রয়েছে শিব থিমের শাড়ি ও কুর্তি। তাতে আবার জরি, চুমকি লাগানো রয়েছে। তবে এধরনের পোশাক যে শুধু বড়দের জন্য রয়েছে তা নয়, ছোটদের জন্য রয়েছে বলে জানান দোকানদার সমর নাথ।

শহরবাসীর এই শিবভক্তিতে লক্ষ্মীর মুখ দেখছেন পোশাক ব্যবসায়ীরা। শ্রাবণ মাসজুড়ে এই পোশাক বেশ বিক্রি হয় বলে জানান তাঁরা। শিবের থিমের এই ধরনের টি-শার্টগুলি বাজারে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যদিও ছোটদের টি-শার্টগুলির দাম একটু কম। এছাড়া ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় এই ধরনের পাঞ্জাবি পাওয়া যাচ্ছে।

২০০ টাকার মধ্যে এধরনের কুর্তি পাওয়া যাচ্ছে। যদিও এই শিব থিমের শাড়ির দাম একটু বেশি। শিবের বিভিন্ন রূপের ডিজাইন করা শাড়ি এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এগুলির দাম প্রায় ৪০০ টাকা। জামাকাপড়ের পাশাপাশি অনেকে ডমরু ও রুদ্রাক্ষ দেওয়া মালা কিনছেন। এগুলির দাম শুরু হচ্ছে ৫০ টাকা থেকে।

বাজার ছেয়েছে গেরুয়া বসনে। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

বিধান মার্কেটেও শিবভক্তদের জন্য দোকানগুলিতে এই ধরনের পোশাক সাজানো রয়েছে।

ইদানীং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই থিমের পোশাক পরার চল দেখা যাচ্ছে। তাই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ফ্যাশনের এই মেলবন্ধনকে লুফে নিয়েছে শিলিগুড়ির তরুণ প্রজন্ম। তাই এই ধরনের পোশাক কিনতে কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে অনেকে ভিড় জমাচ্ছেন।

শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্রী অঙ্কিতা সরকারের কথায়, 'শিবের প্রতি ভক্তি প্রকাশের পাশাপাশি এই পোশাকগুলি বেশ স্টাইলিশও। সেইসঙ্গে আরামদায়কও বটে।' শুধু পোশাক নয়, এর সঙ্গে মানানসই রুদ্রাক্ষের মালা, ব্রেসলেট, শিবের ট্যাটু স্টিকারও পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে রুদ্রাক্ষের মালা কিনতে এসে প্রিয়া ঘোষ নামের এক তরুণী জানান, তিনি কনটেন্ট ক্রিয়েটর। উৎসব অনুযায়ী ভিডিও বানানোর জন্য এই মালা কিনছেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

পোল্যান্ডের লবণের খনি

পোল্যান্ডের লবণের খনি মাটির নীচে আস্ত এক শহর। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে টানা সাতশো বছর ধরে এখান থেকে লবণ তোলা হয়েছে। খনি শ্রমিকরা মাটির অনেক গভীরে লবণ পাথর কেটে আস্ত গির্জা, ঝাড়বাতি এবং নানা ধরনের সুন্দর মূর্তি তৈরি করে রেখে গিয়েছেন। এই খনির ভেতরের বাতাস অত্যন্ত পরিষ্কার।

ইথিওপিয়ার ভিনগ্রহী প্রান্তর

ইথিওপিয়ার ডালল নামের জায়গাকে পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণ এবং রুক্ষ এলাকা বলা হয়। চারদিকে হলুদ, সবুজ এবং কমলা রঙের অ্যাসিডের হ্রদ আর লবণের পাহাড়। খনিজ পদার্থ আর সালফারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এমন অদ্ভুত রঙের রূপ তৈরি হয়েছে। বিষাক্ত গ্যাস আর ফুটন্ত জলের কারণে এই জায়গায় কোনও মানুষ বা প্রাণীর টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব।

নরকের জ্বলন্ত দরজা

তুর্কমেনিস্তানের মরুভূমিতে একটি বিশাল গর্ত আছে, যা গত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে একটানা জ্বলছে। সত্তরের দশকে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানে মাটি খোঁড়ার সময় ধস নেমে এই গর্ত তৈরি হয়। বিষাক্ত গ্যাস ছড়ানো বন্ধ করতে ভূতত্ত্ববিদরা এতে আগুন লাগিয়ে দেন। ভেবেছিলেন আগুন নিভে যাবে, কিন্তু তা আজও দাউদাউ করে জ্বলছে।

জাহাজের মাস্তুলে আগুন

প্রাচীনকালে খারাপ আবহাওয়ার সময় নাবিকরা হঠাৎ দেখতেন জাহাজের মাস্তুলের ডগায় নীলচে রঙের এক অদ্ভুত আগুন জ্বলছে। এই আগুনে কোনও উত্তাপ থাকত না এবং এটি কিছুই পোড়াত না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এটি আসলে কোনও আগুন নয়। আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর সময় বাতাসের গ্যাস আয়নিত হয়ে এমন উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি করে।

সোনমের সমর্থনে শিলিগুড়িতে মানববন্ধন

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : নিট ইউজি ২০২৬-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষাব্যবস্থায় অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলন চলছে শিক্ষার্থীদের। ওই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সোনম ওয়াংচুক অনশন করছেন। শনিবার যন্তরমন্তর থেকে তাঁকে পুলিশ জোর করে তুলে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদে এদিন শিলিগুড়িতে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি করল ছাত্র-যুব-লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই-এর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন।

অঙ্কিত বলেন, 'সোনম ওয়াংচুককে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া, ছাত্রছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ করার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।'

যানজট কমাতে

প্রথম পাতার পর

তাতে সাময়িক কিছুটা সুফল মিললেও যানবাহনের সংখ্যা বাড়তে থাকায় সমস্যা পুরোপুরি কাটেনি।

এই পরিস্থিতিতে রাস্তা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে রাস্তার দু'পাশে লেনের বাইরে কিছুটা খোলা জায়গা রয়েছে। তার পরেই উঁচু ফুটপাথ এবং তার নীচে নিকাশিনালা রয়েছে। পূর্ত দপ্তর সেই নিকাশিনালা পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ করতে চায়। ইতিমধ্যেই হাসমি চক থেকে এয়ারভিউ মোড় এবং মহানন্দার ওপার থেকে মাল্লাগুড়ি পর্যন্ত দপ্তরের অধীন জমির জরিপ ও মাপজোখের কাজ শেষ হয়েছে। দপ্তরের দাবি, দু'পাশে অন্তত ছয় ফুট করে রাস্তা বাড়ানো সম্ভব।

তবে রাস্তা চওড়া হলেও দু'পাশের পার্কিং জোন বন্ধ না হলে যানজট কতটা কমবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি রাস্তার ধারে থাকা একাধিক গাছ কেটে ফেলতে হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।

শংকর বলেন, 'হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোডের মতো ব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে যানজট কমাতে ধাপে ধাপে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হবে। পুলিশও বিষয়টি দেখছে। বিকল্প পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করার পরেই রাস্তাগুলি থেকে পার্কিং জোন সরিয়ে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হবে।'

খুনিয়া মোড়-নকশাল লাইন তৈরিতে তৎপর রেল

বর্ষার পরেই যৌথ সমীক্ষা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুলাই : এবার চালসা থেকে কালিম্পংয়ের নকশাল পর্যন্ত অনুমোদিত রেলপথের সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে রেল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নতুন রেললাইন পাতা হবে। সেইজন্য বন দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। নতুন রেলপথ নিয়ে কীসের জন্য এত তৎপরতা, তা অবশ্য রেলের তরফে খোলসা করা হয়নি। যদিও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলে চিকেনস নেকের গুরুত্ব বাড়ছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণেই এই এলাকায় এত রাস্তা ও রেলপথ তৈরি করছে কেন্দ্র।

খুনিয়া মোড়ে রাস্তার মাইল ফলক।

- খুনিয়া মোড় থেকে নকশাল পর্যন্ত ১৭ কিমি নতুন রেলপথ
- চালসা থেকে নকশাল পর্যন্ত প্রকল্পে খরচ ২৭২ কোটি
- চিকেনস নেককে গুরুত্ব দিতেই এবার রেলপথের পরিকল্পনা

এই বছর জানুয়ারি মাসে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো এক চিঠিতে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়কে ডুয়ার্সের চালসা থেকে কালিম্পংয়ের নকশাল পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়ার কথা জানান। নতুন স্টেশন, রেলপথ, জমির ক্ষতিপূরণ সহ প্রাথমিক খরচ হিসেবে রেলের তরফে ২৭২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং বলেছেন, 'বন দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে চালসা থেকে নকশাল পর্যন্ত নতুন রেলপথের যৌথ সমীক্ষা বর্ষার পর শুরু হবে। বন দপ্তরের ছাড়পত্র লাগবে। সমীক্ষার পর ডিপিআর তৈরি করা হবে।'

জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং বন বিভাগ সহ নেওড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া এলাকা দিয়ে রেলপথ নির্মাণ করা হবে। চালসা থেকে খুনিয়া মোড় পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন থাকলেও খুনিয়া মোড় থেকে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, জলপাইগুড়ি বন বিভাগের শিবচু বনবস্তি হয়ে কালিম্পং বন বিভাগের কুমানি, নকশাল ও জলঢাকা পর্যন্ত এই রেলপথ তৈরি হবে। চালসা থেকে নকশাল পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার এই রেলপথ তৈরি হলে ভুটান সীমান্ত অনেক সুগম হবে। নকশাল এলাকার বাসিন্দা রতন গুরুং বলেন, 'এই রেলপথ তৈরি হলে নকশাল ভিউপয়েন্ট, রাবার ফার্ম, পাহাড়ি এলাকার নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করে জলঢাকা পর্যন্ত আসতে পারবেন পর্যটকরা। সেখান থেকে সড়কপথে বিন্দু, ঝালং, প্যারেন, তোদে, তাংতা পর্যন্ত যাওয়া যাবে।' আরেক বাসিন্দা সমীর ছেত্রী অবশ্য মনে করছেন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণেই রেলপথ তৈরি হচ্ছে। কেন এই রেলপথ, রেলের তরফে অবশ্য সেই উত্তর মেলেনি। জলপাইগুড়ির সাংসদ বলেছেন, 'যোগাযোগ, পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি অবশ্যই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টি রয়েছে।'

গত বছর ৭ মে চালসা থেকে খুনিয়া মোড় থেকে শিবচু, কুমানি, জলঢাকা হয়ে তোদে-তাংতা পর্যন্ত পাহাড় কেটে চওড়া রাস্তার কাজের সূচনা করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। চালসা থেকে বিন্দু পর্যন্ত ১১.৮৬ কিমি রাস্তা তৈরি হবে এই প্রকল্পে। এবার খুনিয়া থেকে একই রুটে নকশাল পর্যন্ত ১৭ কিমি রেলপথ তৈরির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করছে রেল। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল দাবি করেছেন, রেললাইন ও রাস্তার জন্য জঙ্গল খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'আগে রেলের তরফে প্রস্তাব আসুক, তারপর খতিয়ে দেখা হবে।' ডিআরএম বলেছেন, 'রেলপথের জন্য জঙ্গল যাতে ধ্বংস না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে বন দপ্তরের এনওসি নিয়ে কাজ শুরু করা হবে।'

আরও বিপাকে উদয়ন

দিনহাটা, ১৮ জুলাই : ক্ষমতা আর দম্ভের দিন অতীত। আবাস যোজনা দুর্নীতির তদন্তের মধ্যে এবার দিনহাটা পুরসভার ভুয়ো বিল্ডিংপ্ল্যান পাশ কাণ্ডে পুলিশের সাঁড়াশি জেরার মুখে প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সংশ্লিষ্ট মামলায় খাতায়-কলমে তাঁকে আগেই গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিল, কিন্তু হেপাজতে নিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ এত দিন মেলেনি।

আবাস যোজনায় দুর্নীতির মামলায় পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজত শেষে শনিবার উদয়ন গুহকে আদালতে পেশ করা হয়। সেখানেই ২০২৪ সালের ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে তাঁকে নতুন করে হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানায় পুলিশ। অন্যদিকে, দিনহাটা উৎসব সংক্রান্ত অপর একটি মামলার শুনানি হয়। উদয়নের আইনজীবী তাতে জামিনের জোরালো আবেদন করলেও বিচারক তা খারিজ করে দেন। একের পর এক দুর্নীতির মামলায় ক্রমশ পাঁকে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক শোরগোল পড়েছে জেলা রাজনৈতিক মহলে।

সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মনের কথায়, 'ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত চাওয়া হয়েছিল। বিচারক প্রাক্তন মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা বিচার করে চারদিনের পুলিশি হেপাজত দেন। আগামী ২১ জুলাই তাঁকে ফের আদালতে তোলা হবে।'

হাউজিং ফর অল প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে উদয়ন গ্রেপ্তার হন গত ১৭ জুন। পরবর্তীকালে পুরসভায় ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে উদয়নকে এই মামলাতেও যুক্ত করা হয়। এই ঘটনায় উদয়নকে এতদিন হেপাজতে নেননি তদন্তকারী অফিসাররা। এবার বিচারকের নির্দেশে উদয়নকে চারদিনের হেপাজতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। উদয়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কী তথ্য উঠে আসে, সেই অপেক্ষায় তদন্তকারী অফিসাররা।

বিশ্বকাপ আবহে ফুটবল পায়ে মাঠে কিশোরীরা। শনিবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

দলত্যাগীরা ফিরলেই

প্রথম পাতার পর

ওপেন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, আপনারা দলে ফিরে আসুন, আমি ১ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা দিয়ে দেব। আপনারা ৩টায় আসুন, আমি ৪টায় পদ ছেড়ে দিচ্ছি।'

একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'কেউ আসবেন না। কারণ, ওঁদের আসল উদ্দেশ্য বাঁচা, দল করা নয়।' তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক এসব বলার সময় তাঁর পাশে ছিলেন দলের মুখপাত্র ও রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি কোনও মন্তব্য না করলেও ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মমতার এই দুঃসময়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'আমি দিদিকে সাফ জানিয়ে দিতে চাই, যদি এঁদের কাউকে আবার দলে নেন, আমি আর থাকব না।'

কল্যাণের কথায়, 'আমি পাবলিকলি বলব, এই লোকগুলোকে নিয়েছেন বলেই আমি দল ছাড়লাম।' কল্যাণের সংযোজন, 'যাঁরা গিয়েছেন যান, কোনও আফসোস নেই।' ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির অবশ্য অভিষেকের মন্তব্যকে আমল দিচ্ছেন না। ওই শিবিরের বিধায়ক ও বিধানসভায় পরিষদীয় উপ দলনেতা সন্দীপন সাহা বলেন, 'এখন এসব গিমিক করে লাভ নেই। দলের সর্বনাশ হয়েছে ওঁর (অভিষেক) জন্যই।'

২১ জুলাই শহিদ দিবসের তিনদিন বাকি থাকতে অভিষেকের বক্তব্য তৃণমূলে নতুন মাত্রা এনেছে। কল্যাণের প্রতিক্রিয়াকেও সমর্থন করছেন মমতার অনেক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। সর্বশেষ শুক্রবার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, অভিষেককে সরিয়ে দিলে মমতার সঙ্গে থাকতে তাঁর অসুবিধা নেই। দিনকয়েক আগে উত্তরবঙ্গের প্রবীণ নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষও বলেছিলেন, অভিষেককে বাদ দিয়ে চললে তিনি মমতার সঙ্গেই থাকবেন।

সেই প্রেক্ষাপটে শনিবার খোদ অভিষেকের বক্তব্য পালটা চাল বলে মনে করা যেতেই পারে। দলে ফেরার ডাক দিলেও তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় এজেন্সির সমন আসতেই যদি আপনি চলে যান, তাহলে এটা পরিষ্কার যে আপনি লড়াই করতে চান না। আপনি ভয় পান বলেই মাথানত করেছেন।'

তাঁর কথায়, 'আসলে আপনি অভিষেক ব্যানার্জিকে চারটে গালি না দিলে ইডি-সিবিআই ও পুলিশ আপনাকে ছাড়বে না। ওটা বললেই ওদিক থেকে বেঁচে যাওয়া যাবে। এটাই ডিল। যাঁদের বিরুদ্ধে ভূরিভূরি অভিযোগ, তাঁরা এখন ওদিকে বালিশ চাটার জন্য ছটফট করছেন।' বালিশ চাটা শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন কুণাল ঘোষ। সর্বশেষ ফেসবুক লাইভে বলেন মমতা। শনিবার বললেন অভিষেকও।

পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে তাঁর প্রতি দলত্যাগীদের অভিযোগও কার্যত নস্যাৎ করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর ভাষায়, 'যদি দলের হারের দায়িত্ব অভিষেক ব্যানার্জির হয়, তাহলে '২৪-এর লোকসভায় ২৯টা আসন জয়ের ক্রেডিট অভিষেক ব্যানার্জির। ডিসক্রেডিট আমার হলে জেতার সময় ক্রেডিট আমার।' পালটা ঋতব্রত বলেন, 'চব্বিশে যদি কৃতিত্ব অভিষেকের হয়, তাহলে ছাব্বিশের দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে পারতেন। লজ্জা থাকলে অবিলম্বে পদত্যাগ করুন।'

সীমান্তে হবে আরও ১৪ ব্যারাক

প্রথম পাতার পর

সেখানে দ্রুত লেসার ওয়াল এবং ইনফ্রা-রেড সেন্সরভিত্তিক স্মার্ট ফেন্সিংয়ের কাজ শেষ করার প্রযুক্তিগত রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

সীমান্তে আটকে থাকা কাঁটাতারের বেড়ার কাজ দ্রুত শেষ করতে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সীমান্ত সড়ক ও বর্ডার আউটপোস্ট নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে কাজ করবে বলেও এদিনের আলোচনায় ঠিক হয়েছে।

এদিন উত্তরকন্যার বৈঠকের আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জুম্মাগছ এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ছিলেন। বিএসএফ সূত্রে খবর, ছয় মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উন্মুক্ত এলাকায় কাঁটাতার বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন শা। সেইসঙ্গে হবে স্মার্ট ফেন্সিং। বিএসএফের নতুন ব্যারাক তৈরির কথা আলোচনা হয়েছে।

জুম্মাগছ বর্ডার আউটপোস্টে (বিওপি) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপরে জোর দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিগত সরকারগুলির আমলে শিলিগুড়ি করিডর বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের দ্বার হয়ে উঠেছিল। এখন এই সীমান্ত অনেকটাই নিরাপদ।' সীমান্ত নজরদারির জন্য বিএসএফ চৌকির সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারও করা হচ্ছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বিএসএফ-কে সীমান্তের এক অপরাজেয় দুর্গ বলেও অভিহিত করেছেন।

বিএসএফের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং উত্তরকন্যায় একাধিক বৈঠক করতে শুক্রবার রাতেই শিলিগুড়িতে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁকে স্বাগত জানাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন। অমিত শা বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তর কদমতলায় রাত কাটান। তবে, মুখ্যমন্ত্রী রাতেই কলকাতায় ফিরেছিলেন। শনিবার সকালে তিনি ফের কলকাতা থেকে বাগডোগরায় এসে সরাসরি কদমতলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের গাড়িতে চাপিয়েই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে জুম্মাগছে বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছান। সেখানে মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) প্রবীণ কুমার সহ বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এখানে বৃক্ষরোপণ করেন অমিত শা। বেশ কয়েকটি সীমান্ত চৌকি, মহিলা ব্যারাক এবং একটি মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন তিনি। মোট ৭৭ কোটি ৬ লক্ষ টাকা খরচ করে এই প্রকল্পগুলি তৈরি হয়েছে।

শা জানিয়েছেন, রাজ্যে নতুন সরকার আসতেই সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর জমিজট মিটে গিয়েছে। ছয় মাসের মধ্যেই পুরো সীমান্তে কাঁটাতারের কাজ সম্পূর্ণ হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট ১৪টি নতুন ব্যারাক হবে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারে ছয়টি ব্যারাক রয়েছে। একটি মহিলা ব্যারাকও হয়েছে। স্মার্ট ফেন্সিংয়ে জোর দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ত্রিস্তরীয় অত্যাধুনিক এই ফেন্সিংয়ের কাজের অগ্রগতি নিয়েও পর্যালোচনা করেছেন।

দুর্যোগ কাটিয়ে ফুটবল-যুদ্ধের

প্রথম পাতার পর

মিশর, সুইৎজারল্যান্ড বা ইংল্যান্ড- প্রতিটি নকআউট ম্যাচেই তারা হার না মানা মানসিকতা দেখিয়েছে। তাদের ১৯টি গোলের মধ্যে ১২টিই এসেছে ম্যাচের ৭৫ মিনিটের পর। আশ্চর্যের বিষয় হল, স্পেনের (৮৯.৮%) চেয়ে পাসিংয়ের নির্ভুলতায় আর্জেন্টিনা (৯০.৫%) বেশ কিছুটা এগিয়ে!

ডাগআউটের সমীকরণটাও দারুণ আকর্ষণীয়। ২০১৭ সালে স্পেনে কোচিং লাইসেন্স করার সময় ফুয়েন্তেই ছিলেন স্কালোনির শিক্ষক। ছাত্রের নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা। সাংবাদিক সম্মেলনে পুরোনো একটা গল্প শোনালেন ফুয়েন্তে। সেভিয়ার কোচ থাকার সময় মেসিকে আটকাতে তিনি একজন বিশেষ ফুটবলারকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। ৭০ মিনিট মেসি সেভাবে বল পাননি। কিন্তু সেই ফুটবলার হলুদ কার্ড দেখায় তাঁকে তুলে নিতেই, পরের ১৫ মিনিটে মেসি একাই চার গোল করেন! স্প্যানিশ কোচ খুব ভালো করেই জানেন, সামান্য জায়গা পেলে এই ৩৯ বছরের ফুটবলার কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন।

চলতি আসরে মেসির ৬৪ শতাংশ সময় মাঠে হেঁটে কাটানো নিয়ে অনেক চর্চা হচ্ছে। তবে এটাই তাঁর শক্তি বাঁচিয়ে রাখার নিখুঁত কৌশল। প্রতিপক্ষ একটু গা-ছাড়া দিলেই তিনি আসল রূপ ধরেন। রবিবারের ম্যাচ এক অদ্ভুত সমাপতনেরও সাক্ষী। ২০০৭ সালে এক চ্যারিটি ক্যালেন্ডারের জন্য পাঁচ মাসের এক শিশুকে স্নান করিয়েছিলেন এক লাজুক তরুণ। সেই শিশুটি আজকের ১৯ বছরের লামিনে ইয়ামাল, আর সেই তরুণটি আজকের মেসি।

ব্রাজিলের (১৯৬২) পর প্রথম দল হিসেবে টানা দুই বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি আর্জেন্টিনার সামনে। আর স্কালোনির সামনে সুযোগ ইতালির ভিত্তোরিও পোজ্জোর ৮৮ বছরের পুরোনো রেকর্ড ছোঁয়ার। জাস্টিন বিবার, শাকিরাদের পারফরমেন্স বা ট্রফি নেওয়ার অপেক্ষা- সবই রবিবারের জন্য তোলা। আপাতত পরিষ্কার আকাশের নীচে এক ট্যাকটিকাল মহারণের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন দর্শকরা।

অনশনে অনড় ওয়াংচুক

প্রথম পাতার পর

দিল্লির ডিসি শচীন শর্মার সাফাই, 'প্রয়োজনীয় চিকিৎসার স্বার্থেই সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশ পালন করার সময় আন্দোলনকারীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ফলে সামান্য উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। তবে পুলিশ সর্বোচ্চ সংযম দেখিয়েছে এবং অত্যন্ত নিরাপদে প্রক্রিয়াটি শেষ করেছে।'

যদিও সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোর কথায়, 'পুলিশ হাইকোর্টের নির্দেশ মানেনি। হাইকোর্ট কোথাও হাসপাতালে ভর্তি করাতে বলেনি। শুধু বলেছিল, নিয়মিত ওঁর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার। কেননা, যে কারও স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি উলটে অভিযোগ করেন, হাসপাতালে সোনমের কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। তাছাড়া ওই চিকিৎসা তাঁরা নিতেও চান না। বেসরকারি হাসপাতালে সরিয়ে নিতে চান তাঁরা।

লাদাখের জনপ্রিয় মানুষটিকে পুলিশ জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করলেও সরকারের তরফে শনিবার রাত পর্যন্ত তাঁর বা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করার উদ্যোগ দেখায়নি। অথচ শুক্রবার রাতেও সোনম এক ভিডিওবার্তায় বলেছিলেন, 'পিঁয়াজের দামের ওপর ভিত্তি করে অতীতে সরকার পড়ে গিয়েছে। আর আমি আমার শরীরের ২০ শতাংশ হারিয়ে ফেলেছি। এবার এই সরকারের উচিত দেশের যুবসমাজের কথা শোনা।'

শনিবারই প্রথম দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'যন্তরমন্তরে অহিংস পদ্ধতিতে অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে সরিয়ে দেওয়া ভুল।' লোকসভার বিরোধী দলনেতার কথায়, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ এবং শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা ভারতের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। ভারতের ছাত্রসমাজ এবং আমরা যাঁরা তাঁদের ভালোবাসি ও বিশ্বাস করি, তাঁদের এই সমস্ত বিষয় সরব হওয়া থেকে বলপ্রয়োগ করে বিরত রাখা যাবে না।'

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যে সরকার ভিন্নমতকে গণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে না দেখে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে, তারা জবাবদিহি এড়িয়ে জনগণের আস্থা দাবি করতে পারে না।' কেন্দ্রের নিন্দা করেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব, এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ার, শিবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরে, আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ।

ওয়াংচুকের স্ত্রীর অভিযোগ, শুক্রবার রাত পর্যন্ত তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলেন। চিকিৎসায় স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ তুলে তিনি জানিয়েছেন, সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসকের সম্মতি ছাড়া সোনম ওয়াংচুককে কোনও ওষুধ বা স্যালাইন দেওয়া চলবে না। কোনও অঘটন ঘটলে প্রশাসনই দায়ী থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'জোর করে তুলে দিয়ে আন্দোলনকারীদের মেজাজ ভাঙা যাবে না। ন্যায়বিচার মেলা ও ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরণ অনশন চলবে।'

৩৫০ কিমিতে বিশেষ নিরাপত্তা

প্রথম পাতার পর

২৭ জুন অসমের তিনসুকিয়ার লেখাপানিতে সেনার বিশেষ অপারেশনাল গ্রুপের বৈঠক হয়। সেখানে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি, অস্ত্র মজুত এবং তারফলে চিকেনস নেকের নিরাপত্তা কীভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেখান থেকে একটি রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল। তারপর ৩৫০ কিলোমিটার এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে তৎপরতা বাড়ানো হয়।

একাধিক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুসারে, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে নিম্ন অসম এবং উত্তরবঙ্গেও মাথাচাড়া দিতে চাইছে বেশ কয়েকটি জঙ্গিগোষ্ঠী। আল-কায়দা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউআইএস), লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ'এর মতো জঙ্গি সংগঠনও সম্প্রতি উত্তর-পূর্বে তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সক্রিয় ছোট ছোট ২১টি জঙ্গি সংগঠনকে এবং তিনটি জঙ্গি জোটকে অর্থ, অস্ত্র, প্রযুক্তিগতভাবে ভরপুর মদত দিচ্ছে আল-কায়দা, লস্কর এবং জইশ। মণিপুরে ছোট ছোট ঘাঁটি বানিয়ে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি চিন থেকে মায়ানমার হয়ে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ঢোকানো হচ্ছে ভারতে। মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড মূলত তিন রাজ্যের গোপন পথে অস্ত্র মজুত করে সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। সেই অস্ত্র নিম্ন অসম, চিকেনস নেক এমনকি ভুটানেও যাচ্ছে বলেই খবর পেয়েছেন গোয়েন্দারা। ফলে চিকেনস নেকের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। তার প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর বলেই মনে করা হচ্ছে।

অমিত শা'র সফরের ঠিক আগেই উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে বিশেষ পরিদর্শনে এসেছিলেন দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠ। ১৪ থেকে ১৬ জুলাই তিনদিন ধরে তিনি বিভিন্ন সেনাছাউনি পরিদর্শন করেন। বৃহস্পতিবার সেনার ত্রিশক্তি কোরের সদর দপ্তর শিলিগুড়ির সুকনা ছাউনি পরিদর্শন করেন সেনাপ্রধান। সেখানে চিকেনস নেকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করেন সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে। চিকেনস নেক-এর নিশ্ছিদ্র সুরক্ষার জন্য তৈরি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গবেষণাগার এবং কৃত্রিম যুদ্ধাভ্যাস কেন্দ্র 'ত্রিশক্তি ফ্যাব ল্যাব' সম্পর্কেও খোঁজ নেন তিনি।

বুধবার হাসিমারা সেনাছাউনি পরিদর্শন করেন সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভিএমবি কৃষ্ণন। খতিয়ে দেখেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চিকেনস নেকে সেনা তৎপরতার বিভিন্ন দিক ও খামতি নিয়েও বৈঠক করেন। শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক এবং তার আগে সেনার উচ্চপর্যায়ে একের পর এক নিরাপত্তা বৈঠক এবং খোদ সেনাপ্রধানের পরিদর্শন- সবমিলিয়ে চিকেনস নেক এবং লাগোয়া ৩৫০ কিলোমিটার এলাকার নিরাপত্তা যে জাতীয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

এসবের মধ্যেই সেনা, বিএসএফ-এর গোয়েন্দা বিভাগ এবং একাধিক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। শনিবার সেই রিপোর্ট পর্যালোচনা করতে একাধিক বৈঠক করেন সেনাকর্তারা। সূত্রের খবর, গোয়েন্দা রিপোর্টে বাংলাদেশকেন্দ্রিক জামাত উল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্কীয়া নামে নতুন একটি জঙ্গি সংগঠনের নাম উঠে এসেছে। সেই সংগঠনের কাছেই চিন থেকে প্রচুর অস্ত্র যাচ্ছে বলে খবর। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় ওই জঙ্গিগোষ্ঠী ঘাঁটি গেঁড়ে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি মায়ানমার থেকে কয়েকটি জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির সরিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেগুলোর তদারকির দায়িত্বেও রয়েছে হিন্দাল শারক্কীয়া। একিউআইএস-এর কাছ থেকে সরাসরি মদত পাচ্ছে ওই জঙ্গিগোষ্ঠী। বাংলাদেশ পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের কাছ থেকে জঙ্গিদের তালিবান সংযোগের বেশকিছু তথ্য পেয়েছে বিএসএফ এবং সেনা গোয়েন্দারা। তাঁরা জানতে পেরেছেন বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু তরুণ তালিবানদের হয়ে লড়াই করতে আফগানিস্তানে গিয়েছেন। ওই তরুণদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রয়েছে কি না সেটা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দাকর্তারা।

চিকেনস নেকের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে সুকনায় সেনাপ্রধান।

গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, শেষ ছয় মাসে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরাপত্তা এজেন্সিগুলোর হাতে ধরা পড়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি একে সিরিজ, ইনসাস, এসএলআর-এর মতো অত্যাধুনিক রাইফেল। উদ্ধার হয়েছে কয়েক হাজার গ্রেনেড (বেশিরভাগই চিনে তৈরি), কয়েকশো মর্টার শেল, রাশিয়ান আরপিডি মেশিনগান, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রকেট লঞ্চার, টন-টন বিস্ফোরক, লক্ষাধিক ডিটোনেটর, জিলেটিন স্টিক, প্রচুর আইইডি। এত যুদ্ধাস্ত্র ঢুকিয়ে চিকেনস নেক বা উত্তর-পূর্ব ভারতে বড় নাশকতার ছক কষা হচ্ছে বলেই আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা।

চাকা

রথের চাকা ঘুরলেই একইসঙ্গে জেগে ওঠে বিশ্বাস, বাজার আর স্মৃতি। রাজবাড়ির ঐতিহ্য থেকে চা বাগানের শ্রমিক, চারাগাছের বাজার থেকে মাটির খেলনা, জুতোর বাক্সের ছোট্ট রথ থেকে আজকের স্মার্টফোন; একটি উৎসব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বুনে চলেছে উত্তরবঙ্গের সামাজিক বন্ধন। তাতে সযত্নে জড়িয়ে আছে হাজার মানুষের জীবিকা, বহু প্রজন্মের শৈশব আর হারিয়ে যেতে বসা সময়ের অমূল্য টুকরো।

উত্তরের রথে মিলনের ইতিহাস

সুস্মিতা সোম

ওলটানো জীবনের জলছবি
পেড়ে ফেলল মনটাকে ছেলেবেলাকার পৈঠেতে
ঘুনসো আকাশে ছপছপে বৃষ্টি
পকেটে, থলেতে, চেয়ে-চিন্তে কিছু পয়সা,
পাঁপড় ভাজা, প্যাঁচানো জিলিপি, মাটির পুতুল,
বাঁশের বাঁশি, রঙিন ফুল,
বাড়িমুখো পায়ে পায়ে ব্যাঙ গাড়ি একটা
টক্ টক্ টক্ টক্...

আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে বৃষ্টির ছাঁট নামলেই বাঙালির মন ছুটে যায় ছেলেবেলার চেনা অলিতে-গলিতে। পাঁপড় ভাজা আর গরম জিলিপির সুবাসে ম-ম করা মেলার মাঠ, মাটির পুতুল আর বাঁশির চেনা শব্দ মনে করিয়ে দেয় রথযাত্রার চিরায়ত স্মৃতি। তবে উত্তরবঙ্গের বুকে এই উৎসব কেবল নিছক ধর্মীয় আচার নয়। আষাঢ়ের ভিজে দুপুরে যখন রথের চাকা ধীরে ধীরে গড়িয়ে ওঠে, তখন উত্তরবঙ্গের কয়েকশো বছরের ইতিহাসও যেন নতুন করে চলতে শুরু করে। রথের দড়িতে হাত রাখে লোকালয়ের কৃষক, শহরের দোকানি, ডুয়ার্সের চা বাগানের শ্রমিক, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী, পাহাড়ের নেপালি তরুণ কিংবা মেলা প্রাঙ্গণের মুসলমান কারিগর। সেই বিশেষ মুহূর্তে ধর্মের চেয়ে ঢের বড় হয়ে ওঠে উৎসবের আনন্দ। বিভেদের গণ্ডি পেরিয়ে রথযাত্রা এখানে রূপ নেয় বহু সংস্কৃতির এক পরম মিলনোৎসবে, যেখানে মেঠো পথ ধরে হেঁটে চলা অজস্র মানুষের পদধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

উত্তরের এই রথ-ঐতিহ্যের প্রধান শিকড়টি পুষ্ট হয়েছিল প্রাচীন রাজপরিবারগুলোর হাত ধরে। ষোড়শ শতকে মহারাজা বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণের আমলে যে কামতা বা কোচ রাজত্বের স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছিল, তারই সমান্তরালে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ভাবধারার বিকাশ ঘটে। অসমের মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের আগমন এবং পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের জোয়ার রাজদরবার ছাড়িয়ে ছুঁয়ে যায় সাধারণ প্রজাদের মন। উনিশ শতকে নির্মিত কোচবিহারের ঐতিহাসিক মদনমোহন মন্দির আজও সেই রাজকীয় ঐতিহ্যের

আষাঢ়ের ভিজে দুপুরে যখন রথের চাকা ধীরে ধীরে গড়িয়ে ওঠে, তখন উত্তরবঙ্গের কয়েকশো বছরের ইতিহাসও যেন নতুন করে চলতে শুরু করে।

জীবন্ত সাক্ষী। রথের দিন যখন মদনমোহন দেব সুসজ্জিত রথে চড়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন, তখন ধনী-দরিদ্রের বিভেদ নিমেষে মুছে যায়। শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনির আবহে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা বা তুফানগঞ্জের মতো পুরোনো মহকুমাগুলোতেও একই ভক্তিরস ছড়িয়ে পড়ে। আজও সেই রাজকীয় ঐতিহ্যের ছোঁয়া উৎসবের আবহে দারুণভাবে বেঁচে রয়েছে। ঠিক একইভাবে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির রথযাত্রাও ইতিহাস আর জনজীবনের এক অপূর্ব কোলাজ। তিস্তাপারের এই প্রাচীন জমিদারবাড়ির রথ দেখতে একসময় দূরদূরান্ত থেকে মানুষের ঢল নামত। রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় যে মেলার সূচনা হয়েছিল, জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলেও আজ তা সাধারণ মানুষের নিজস্ব লোকোৎসবে পরিণত হয়েছে। ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ বা ধূপগুড়ির গ্রামীণ রথে আজও রাজবংশী ও বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রশি টানেন এবং পরস্পরকে বাতাসা ও ফল বিলি করে আনন্দের ভাগ নেন।

পাহাড় থেকে সমতল, ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে মালদা ও দিনাজপুরের নদী অববাহিকা, উত্তরবঙ্গের রথযাত্রার রূপ ভৌগোলিক কারণে বদলে গেলেও তার ভেতরের মানবিক সুরটি কিন্তু এক। ২০১৪ সালে প্রশাসনিকভাবে পৃথক হওয়া নবীন জেলা আলিপুরদুয়ার ও ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ চা বাগান অঞ্চলে এই উৎসব রূপ নেয় এক বর্ণময় জনজাতির পার্বণে। কোচ, রাজবংশী, নেপালিদের পাশাপাশি রাভা, মেচ, তোটো, ওরাওঁ, মুন্ডা ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ বছরের এই একটি দিনে মেতে ওঠেন যৌথ উল্লাসে। লোকমুখে জানা যায়, চা বাগানের শ্রমিকদের প্রাত্যহিক জীবনের কঠিন খাটুনির মাঝে এই দিনটি চিরকালই এক চিলতে মুক্তির আনন্দ নিয়ে আসত। অন্যদিকে, হিমালয়ের কোল ঘেঁষে থাকা দার্জিলিং বা কালিম্পং জেলার গল্পটা আবার পাহাড়ের খাড়া রাস্তার মতোই নিজস্ব। পাহাড়ে বিশাল কাঠের রথের চল প্রাচীনকালে তেমন না থাকলেও লেপচা, ভুটিয়া, শেরপা ও তামাংদের বৈচিত্র্যময় সমাজে জগন্নাথ সংস্কৃতি এক অন্য মাত্রা পেয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পাঁপড়ভাজার গন্ধ আর জিলিপির স্বাদের টান

সুভান

জুলাইয়ের আকাশে এখন মেঘের আস্তরণ। সারারাত বৃষ্টির পরে মাঠে মাঠে জল ভরে আছে। উত্তরের কোনও কোনও নদীতে এই মুহূর্তে সতর্কতা জারি। পাহাড়ের বুক থেকে মাটি খসে খসে পড়ছে, এই মন অস্থিরতার ভারী মেঘ কাটিয়ে রথ উৎসবের আলো এসে লাগে চোখে। আষাঢ়ের কালো মেঘের ভয়ে বাঙালি নিরাশায় নুয়ে পড়ে না। রথের গায়ে নতুন রং লাগতে শুরু করলেই জয়প্রভুর ধ্বনিতে ভরে ওঠে জগন্নাথপ্রেমীর মন। ভরা বর্ষার জলের দাগ পেরিয়ে ছোট ছোট দোকানিরা শেষমুহূর্তের কাজ দেখে নিতে নিতে আশায় বুক বাঁধে তাও। বৃষ্টি মাথায় অস্থায়ী দোকানঘরের ভেতরেই কিছু মানুষের জীবনের স্থায়িত্ব টিকে থাকে। আমাদের চিরপরিচিত রথের মেলার এই তো চিরায়ত ছবি। রথের দড়িতে টান পড়ার আগেই মেলার দড়িতে টান পড়ে যায়। যে দড়ি আসলে জীবনের রুজিরুটিকে টেনে আনে। রথের চাকার মতোই বাজারের চাকা ঘুরতে শুরু করলে উত্তরের পাড়া থেকে প্রান্তিক, শহর থেকে গ্রামীণ মানুষের জীবনচাকাও সচল থাকে।

চরিত্রগত দিক থেকে রথের মেলাকে অন্য মেলার থেকে একটা জায়গাতেই আলাদা করা যায়। মেলার প্রতিটা বাঁকে গরম জিলিপি ও পাঁপড় ভাজার গন্ধ ভেসে আসে। কোথাও কোথাও এখনও কাঠের নাগরদোলার ব্যবহার দেখা যায়। আকাশ মেঘলা হোক বা বৃষ্টি ভরপুর, মানুষ কিন্তু এখনও রথের মেলায় শৈশবের অভ্যাসবশতই ছুটে চলে আসে। পাঁপড়ভাজার গন্ধে, জিলিপির মিষ্টি স্বাদের টানে। লটকা ফলের টক টক রসে, বিভিন্ন মিষ্টির রঙে চোখ আটকে থাকে। কাচের চুড়ি, পোড়া মাটির খেলনা থেকে রকমারি মাটির গহনার টানে মা-বোনেরাও ছুটে যান মেলায়। হস্তশিল্পের বিপুল সম্ভার ছড়িয়ে থাকে রথের মেলায়।

রাস্তায় রথ বের হওয়ার আগে থেকেই মানুষের মধ্যে এক উৎসুকভাব দেখা যায়। দোকানিদের ব্যস্ততা তখন চরমে। এদিকে রথের মেলার বিপুল জনস্রোত সামাল দেওয়াও একটা কঠিন কাজ। প্রশাসনের ভূমিকাও এখানে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃশ্য উত্তরবঙ্গের

চরিত্রগত দিক থেকে রথের মেলাকে অন্য মেলার থেকে একটা জায়গাতেই আলাদা করা যায়। মেলার প্রতিটা বাঁকে গরম জিলিপি ও পাঁপড় ভাজার গন্ধ ভেসে আসে।

প্রায় প্রতিটি রথমেলারই। ধর্মীয় উৎসবের আবহে সেজে ওঠা বাজার, যেখানে কয়েকদিনের জন্য প্রাণ ফিরে পায় গ্রামীণ অর্থনীতি। গ্রামের মেলাগুলি এখনও শহরের রথের মেলার থেকে নিজস্বতা বজায় রাখতে পেরেছে। তাই রথের মেলাকে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান বললে ভুল হবে। এটি একই সঙ্গে ব্যবসা, জীবিকা, সংস্কৃতি, স্মৃতি এবং মানুষের মিলনমেলার উদাহরণ। যেমন শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে ইসকনের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ধর্মের মানুষ এগিয়ে এসে রথযাত্রার ভিড়ে মিশে যায়। এই সম্প্রীতি রথ উৎসবের শোভা আরও বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু শুধুই তো উৎসব নয়, আলোচনায় উঠে আসে আর একটি অভিমুখ। সেটি এর বাজার। অনেকেই মনে করেন আগের মতো রথের মেলার প্রতি আগ্রহ নেই মানুষের। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের। তবু উত্তরের বিভিন্ন রথের মেলায় ঘুরে দেখলে ছবিটা কিন্তু অন্য রকম মনে হবে। বহু মানুষ এখনও সেই ধারা বজায় রেখেছে। বাচ্চা থেকে বুড়ো সকল বয়সের মানুষ এখনও রথের মেলায় উপস্থিত হয়। আর মেলায় যাওয়া মানেই কিছু না কিছু কিনে আনা। ছোটদের সব চেয়ে প্রিয় মাটির খেলনাবাটি। বাঁশি। রাস্তার পাশে পাশে বয়স্ক কিছু মানুষ ঝুড়িতে থোকা থোকা লটকা ফল নিয়ে বসেন। সবটাই আস্থায় ভর করে চলে। বিশ্বাসে এগিয়ে চলে মানুষ। রথ দেখা কলা বেচা- প্রবাদ হয়তো এখান থেকেই এসেছে। এই সময় রথের মেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর চারাগাছ বিক্রি হয়। ফলের চারা, ফুলের চারা, বনজ চারা নিয়ে বসেন নার্সারির ব্যবসায়ীরা। অনেক জায়গায় এই চারাগাছের বাজারই রথমেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। দার্জিলিং পাহাড় থেকে শুরু করে তরাই, ডুয়ার্স, সমতল কিংবা মালদার জনপদ, উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই রথযাত্রা পালন হয়। বেশির ভাগ জায়গাতেই রথের মেলার আয়োজন করা হয়। কোথাও মেলা চলে সোজা রথে ও উলটোরথের দিন, কোথাও সপ্তাহজুড়ে, আবার কোথাও উলটোরথ পর্যন্ত তার রেশ থেকে যায়। কোনও মেলার ইতিহাস কয়েক শতাব্দীর, কোনওটি আবার একেবারে আধুনিক কর্পোরেট মেলার মতো।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ছায়া ছায়া দিনগুলো ফিরে আসে অনেক বেশি ছায়াস্নিগ্ধ হয়ে

দীপায়ন ভট্টাচার্য

স্মৃতির চাকা ঘুরতে ঘুরতে প্রবীণ এক মানুষকে নিয়ে চলেছে অতীতে। তাতে অস্পষ্ট কোনও বিন্দু হয়তো বা পরিণত হচ্ছে স্পষ্ট, অবয়বের আলোকবৃত্তে। ছায়া ছায়া দিনগুলো ফিরে আসছে অনেক বেশি ছায়াস্নিগ্ধ হয়ে। সেই কবে থেকে হাঁটতে হাঁটতে এ কোথায় চলে আসা হল! জন্ম তো অসমের তৎকালীন মফসসল শহর করিমগঞ্জে। পাশেই পাথারকান্দি-তে বড়মামার বাড়িতে তারা মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের এক বিরাট বাহিনী মিলেজুলে হুল্লোড়-খেলা-গল্প-গানে যেন এক আনন্দ-মঞ্জিল তৈরি করে ফেলত। তখন শ্রাবণ মাসের ঝুলনপূর্ণিমা তাদের ভেতরকার শিল্পীর কাছে আসত সৃজনের এক বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে। সেদিন তাদের নানা জনের হাতে সেজে উঠত ঘাস-মাটির পাহাড়, নুড়ি পাথর আর জলের ঝরনা, ডালপালার গাছপালা, পিচবোর্ডের বাড়ি, ন্যাকড়াপুতুলের মানুষজন, ছোট্ট জলাশয়ে কাগজের নৌকো, দড়ির ওপর কাগজের ফুল লাগিয়ে দোলনা আর তাতে মাটি বা প্লাস্টিকের রাধাকৃষ্ণ পুতুল– এই নিয়ে হত ছোটদের ঘরোয়া ঝুলনযাত্রা। একবার তার রাঙাদা কলা গাছের খোল দিয়ে একটা চমৎকার জাহাজ বানিয়ে তাতে মহোৎসাহে রাধাকৃষ্ণের মাটির পুতুল রেখে সন্ধেবেলায় তার খোপে খোপে ছোট ছোট মোমবাতি জ্বালিয়ে বাড়ির ছোট পুকুরে সেটা ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিন বেশ খানিকক্ষণ ছোটরা সেই সমুদ্রকল্পিত পুকুরে কলার খোল জাহাজের আপন খেয়ালে দিগ্বিদিক ভেসে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করে গেছে। ওই ঝুলন থেকেই যেন মনে জায়গা করে নিয়েছিল কৃষ্ণ-কনসেপ্ট। মা-দিদিমার মুখে ননীচোরা গোপাল থেকে বকাসুর, পূতনা সংহারক কৃষ্ণের অনেক মনমাতানো গল্প তো তখন থেকেই শোনা হয়েছে।

এরপর চাকরিসূত্রে তার বাবা একদিন চলে এলেন কোচবিহারে। তখনও ব্রহ্মপুত্রের দুই তীর সেতুবন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা পড়েনি। তারা স্টিমারে করে সে নদী পেরিয়ে তারপর আবার রেলগাড়ি করে কোচবিহারে এসে পৌঁছোল। সেই শিশুকালের ভ্রমণপথের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত এখন আর মনে স্পষ্টভাবে জেগে নেই। তবে এখানে এসে শিশুমন পেয়ে গেল এক নতুন ঠাকুর মদনমোহনকে। বৈরাগীদিঘির পাড়ে সুদৃশ্য মন্দিরে এখনও বিরাজমান তাঁর মূর্তি। বাড়ির বড়দের কথা থেকে জানা হয়েছিল– এতদিন যাঁকে কৃষ্ণ বলে জানত, তিনিই তো এখানকার মদনমোহন। ছোটবেলায় অতশত খেয়াল করা হয়নি, একটু বড় হয়ে জানা হল তাঁর বাম পাশে রাধা নেই। আরও বড় হয়ে জানা গেল শংকরদেব প্রবর্তিত ‘একশরণ’ বৈষ্ণবধর্মে আরাধ্য দেবমূর্তি সঙ্গিনীহীন। সেই ছোটবেলায় মাঝে মাঝে এই মন্দিরে মা-বাবার হাত ধরে আসত সে।

বসত মন্দিরের সম্মুখবর্তী গোলাকার চাতালে। মন্দির দেখত, মূর্তি দেখত, চারপাশে পুণ্যার্থীদের আনাগোনা দেখত। তখন এ শহরে জনসংখ্যা কম। সাধারণ কোনও সন্ধেবেলায় ভিড় খুব বেশি হত না। বাবার অফিস আর মায়ের সারাদিনের গৃহস্থালির পর তাদের কোনও কোনও দিন মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে যাওয়া হত সেই সন্ধেবেলায়। কিন্তু মানবজীবনের মতোই ঠাকুরবাড়িতেও

কোচবিহারে মদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রা তথা রাসমেলার কথা তো অনেকেরই জানা। এরই ছায়ায় ঢাকা থাকে কোচবিহারের আরও এক যাত্রার কথা– তা হল রথযাত্রা।

কতকগুলি বিশেষ দিন থাকে। সে দিনগুলোতে মানুষের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয়ের রিনিউয়াল হয়। তার মধ্যে কোচবিহারে মদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রা তথা রাসমেলার কথা তো অনেকেরই জানা। এরই ছায়ায় ঢাকা থাকে কোচবিহারের আরও এক যাত্রার কথা– তা হল রথযাত্রা।

এখানে আরও একটা কথা– ভারতবর্ষের জনজীবনে যাত্রা তথা দলবেঁধে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ধর্মীয় ভাবাবেশে যাতায়াত কিন্তু সুপ্রাচীন। প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট নাট্যকার ভবভূতির নাটকে ভগবান কলাপ্রিয়নাথের যাত্রার কথা উল্লিখিত হয়েছে। বাংলার শাহিযাত্রায় নানা দল সারি বেঁধে এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ত। প্রাচীন বাংলায় কৃষ্ণযাত্রার অনুরাগী ছিলেন শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুগামীরা। যাত্রা শব্দটির সঙ্গে যাতায়াতের নিবিড় সম্পর্ক আছে। পূর্বোক্ত যাত্রাগুলিতে ভাবাবেশে বিহ্বল ভক্তবৃন্দ দেবপ্রতিমা নিয়ে নামসংকীর্তন করতে করতে মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে তাঁদের নানারকম ধর্মাচার পালন তথা প্রদর্শন করেন। এর সঙ্গেই মনে পড়ে গেল, শাস্ত্রানুসারে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তো তাঁর পরিণত বয়সে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় যাত্রা করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লীলাকেন্দ্রিক দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা, এগুলো তো এখনও জনজীবনে পালিত হয়ে থাকে, তা নিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা অনেক গল্প-কবিতা লিখেও থাকেন।

আবার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির রথযাত্রার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। কথিত আছে প্রায় শ-দুয়েক বছর ধরে কোচবিহারে এ অনুষ্ঠান চলে আসছে। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি হল রথযাত্রার জন্যে নির্ধারিত। ওই দিন মদনমোহন মন্দিরে বিশেষ পুজো হয়। সে দিনই সুদৃশ্য রথে চড়ে ঠাকুর যান গুঞ্জবাড়ির গুণ্ডিচা মন্দিরে। সেখানে বিশেষ পুজো পেয়ে, বিশেষ ভোগ খেয়ে ঠাকুর সাতদিন অতিবাহিত করেন। উলটোরথের দিন আবার তাঁর প্রত্যাবর্তন নিজের চেনা মন্দিরে, অধিষ্ঠান নিজের চেনা আসনে। কিন্তু এসব রীতিরেওয়াজের কথা সে তো জেনেছে পরে। ছোটবেলায় ঠাকুরকে তো বিরাট কাঠের রথে চড়ে কোথায় যেন চলে যেতে দেখত। শুনত, তিনি নাকি মাসির বাড়ি গেলেন। আজও জানা নেই আসলে কে তার মাসি। তবে সাজানো-গোছানো রথকে বৈরাগীদিঘির পাড় দিয়ে জনজোয়ার ভেঙে চলতে দেখলে বাড়ির বড়দের তত্ত্বাবধানে সে রথের রশিতে গিয়ে টান লাগিয়েছে এটুকু মনে আছে। ওতে পুণ্য কতটুকু হল কে জানে, তবে দেবতার চলন যে মানুষ-নির্ভর এ কথা তখন থেকেই বুঝেছে। মদনমোহনকে রওনা করিয়ে দিয়েই তার নজর পড়ত বিপণিতে। রথযাত্রা মানে রথের মেলাও তো বটে। এক-একটা মেলা অনেক মানুষের মিলনমেলা। কোচবিহারে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সম্মুখবর্তী রথের মেলা রাসমেলার মতো বড়মাপের হয় না। সেদিন সাদা তুলতুলে আস্তরণের বীজ-সমৃদ্ধ ‘লটকা’ নামের ফলটির মতো ছোটদের রসনাকে মোহিনী মায়ায় টানত। শুধু সে কেন, তার অনেক পরে তার মেয়ের ছোটবেলাও কেটেছে রথের মেলার লটকা-র মায়াটানে।

কিন্তু তার কথা রেখে এখন সেই মানুষটির ছোটবেলাতেই আবার ফিরে আসা যাক। তখন এরকম মেলায় মাটির পুতুল বেশ জুটে যেত আর তার কদরও ছিল।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ডিফেন্ডার

শুভ্র মৈত্র

খেলার একদম শেষের দিকে লিটন যখন আগমনী সংঘের গোলকিপারের পাশ দিয়ে মাটি ঘেঁষা শটে বলটা জড়িয়ে দিল জালে, গোটা মাঠ গর্জন করে উঠল, আমি হলফ করে বলতে পারি নিজেদের বক্সে দাঁড়িয়ে বাপি নির্ঘাত দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল। মাঠে তখন লি-ট-ন, লি-ট-ন চিৎকার। নতুন শেখা সেইসব জয়ধ্বনি। সদ্য আসা টিভির কল্যাণে শেখা।

আমরা কজন-এর জয় দেখতে মরিয়া ছিলাম। তার চেয়েও বেশি আগমনী-র হার। আমাদের গঞ্জ শহরে এই দুই ক্লাবের শত্রুতাই ছিল বক্স অফিস। ওরা বড় শহর থেকে প্লেয়ার হায়ার করে আনে তো আমরা নিয়ে আসি পাশের জেলা থেকে। কে যে টাকা জোগাত, জানা ছিল না, তবে জিততে হবে, প্লেয়াররা না পারলে দর্শকরা চিৎকার করেই জেতাবে। মাঠে তো মাত্র কয়েকজন, বাকিরা মাঠের বাইরে থেকেই খেলতাম। ওরা ফাউল করলে গর্জন উঠত গোটা মাঠজুড়ে, যাতে প্লেয়ার নিজেই রেফারির পকেট থেকে লাল কার্ড বের করে দেখে নেবে বুঝি। আমাদের স্বাভাবিকভাবেই নজর ছিল কে আগমনীর ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ওদের বক্সে, কে শুধু গোলকিপারকে একা পেয়েও পোস্টের বাইরে মারল বল। তার শাপশাপান্ত করছে গ্যালারি। একমাত্র ওদের ওই নয় নম্বরটা হুড়মুড়িয়ে আমাদের বক্সে ঢুকে পড়লেই বাপির দিকে চোখ পড়ছিল সবার। অবশ্য তখনও ভালো ডিফেন্ডিং-এর জন্য হাততালির রেওয়াজ চালু হয়নি। মাঝমাঠ, ডিফেন্স কিছুই বুঝতাম না, ফুটবল মানে গোল, গোল করলেই আগমনীকে হারানো যায়।

খেলার পরে ওদের যে মিষ্টি আর শিঙাড়া খেতে পাবনা সুইটে নিয়ে যাওয়া হয়, তা আমাদের জানা। তবে সেখানেও বরাদ্দ সবার সমান ছিল কি না, লিটন বেশি পেয়েছিল কি না সেসব খোঁজ করিনি। শুধু আমরা জানতাম, বাপির ভাগে বরাদ্দের বেশি জুটবে না।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। বাপি আমাদের প্রথম থেকেই স্টার। প্রথম থেকে বলতে সেই ইস্কুল দিনগুলো থেকেই। আমাদের মধ্যে যে একমাত্র বাপিই ইস্কুল বা পাড়া ছাড়িয়ে ক্লাবের ফুটবল দলে সুযোগ পাবে তা আমরা আগেই জানতাম। কিন্তু এটা জানা ছিল না ওই দামড়া শরীর নিয়ে মিশন স্কুলের বক্সের ভেতর ঢুকে ওদের ডিফেন্ডারকে ভয় দেখানো বাপির ঠিকানাটাই পালটে যাবে। ইস্কুল টিমের যে কতগুলি গোল করেছিল, আর কতগুলি মিস করেছিল সে রেকর্ড রাখার জন্য কেউ ছিল না। কিন্তু আমরা জানতাম বাপি আছে, বিপক্ষ ভয়ে কাঁপবে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শরীরের মালিক হওয়ার জন্য অবশ্য বাপিকে কোনওদিনই তেমন কসরত করতে হয়নি। শুধু বছর বছর একই ক্লাসে থেকে যাওয়া ছাড়া। অনায়াসে বাপিদা থেকে বাপি হয়ে যেত জুনিয়ারদের। প্রাচীন ওদের প্রবাদে বলা হয়, জেলা স্কুল থেকে পাশ করেছে এমন নাকি কেউ নেই যে বাপির সঙ্গে এক ক্লাসে বসেনি।

এসব নিয়ে ওর তেমন ভ্রুক্ষেপ ছিল বলে মনে হয়নি। ইস্কুলে আসতই বা কয়দিন। বরং বিকেলে মাঠেই ছিল নিয়মিত। শেষপর্যন্ত সে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছিল কি না তা জানা যায়নি তবে ফুটবল মাঠে বাপির দর্শন পাওয়া যেত নিয়মিত। আর এমন একটা দিনে, নাকি বিকেলেই আবিষ্কার করলাম, আগমনী সংঘের বিরুদ্ধে 'আমরা কজন' দলে বাপির গায়ে হলুদ জার্সি উঠেছে। খেলছে ঠিকই, কিন্তু ওর জায়গা ফরোয়ার্ডে নয়, স্টপারে। কোচ পুষ্পেনদার হাতে পড়ে ও নেমে এসেছে নীচে। পুষ্পেনদা যে কী ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা জানতে পারিনি। তবে এখন আর বিপক্ষের ডিফেন্ডার নয়, বাপির লক্ষ্য, বিপক্ষের স্ট্রাইকার। ওকে গোল করতে হয় না, গোল বাঁচাতে হয়।

আমাদের বন্ধুমহলে আর কেউ কৈশোরের ধুলো-কাদার ফুটবল চালিয়ে নিয়ে যায়নি বেশিদিন। অবশ্য প্রেমটা থেকে গিয়েছিল। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ছাড়িয়ে কেউ কেউ ততদিনে ম্যাঞ্চেস্টার-রিয়াল মাদ্রিদ নিয়েও কথা বলতে শিখে গিয়েছে। বাপি তখনও মফস্সলের খেলার মাঠে, উঠতি ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দেয় বৃন্দাবনী মাঠে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নজরের বাইরে। এক শহরে থেকেও দেখা হওয়াটা অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখা হলে অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন আসে, 'এখনও খেলছিস?' এবার কোন ক্লাব?' আর একটু আন্তরিকতা দেখাতে মাঝে মাঝে বলে ফেলি, 'ইউরো দেখছিস? বেলজিয়াম টিমটা কিন্তু এবারে দারুণ!' ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকত বাপি, হ্যাজার্ড-দ্য ব্রুইন নামগুলো ওর কাছে ইস্কুলবেলার বীজগণিতের ফর্মুলার মতোই কঠিন।

বাজারে সেদিন পলুর সাথে দেখা হওয়াতেই অনেকদিন পর বাপির কথা জানা গেল। এক পাড়াতেই থাকে। দু-দুটো চাকরির পরীক্ষায় প্রাথমিক পর্বে কোয়ালিফাই করে পলু তখন ইন্টারভিউ নিয়ে লড়ছে। এই ব্যস্ততা নিয়েও ওর জানার কথা ছিল না, তবু কীভাবে যেন জেনে গিয়েছিল, 'জানিস, বাপি এখন আগমনী সংঘের হয়ে খেলছে!' সে কী? আমাদের চিরশত্রু আগমনী? মেসি রিয়েল মাদ্রিদে গেলেও এতটা দুঃখ হয়তো হত না। হ্যাঁ, খেলার মাঠে এখন আর যাওয়া হয় না বটে, তা বলে আগমনীর সাথে লড়াই কি ভুলে গিয়েছি?

আর সেদিনই আরও জানতে পেরেছিলাম বাপি এখন সুদামদার দলে ভিড়েছে। 'মানে? বাপি রাজনীতি করছে?' --- কী করছে জানি না, তবে মিটিংয়ের আগে প্যান্ডেল বাঁধে, রাত্রিবেলা দেওয়াল লেখে। 'জনগণের নেতা সুদামদা' নামে যে বিরাট ফ্লেক্সটা ভোটের আগে ওই রাস্তার মাথায় ঝুলছিল, সেটা নাকি লাগানোর সময় বাপিকে অনেকেই দেখেছে ল্যাম্পপোস্টের মাথায় উঠতে। তবে এর মধ্যেও মাঠে রেগুলার। খেলার পরেও অনেকক্ষণ বসে থাকে। সুদামদা নাকি বলেছিল, ভোটের পর মাঠের দায়িত্বটা ওর হাতেই ছেড়ে দেবে, সরকার নাকি এখন টাকাপয়সাও দিচ্ছে। যাক তবু একটা হিল্লে হবে ওর।

পরপর এত আশ্চর্যের উপাদান থাকলে অবাক হতেও ভুলে যায় মানুষ। শেষ কবে বাপির সঙ্গে দেখা হয়েছে সেকথা মনে করার চেষ্টার ফাঁকে ওর ওই আগমনী যাওয়ার জন্য অবাক হওয়াটা হারিয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। বরং মাথায় এল, এবার তাহলে কী হবে? ভোটে তো সুদামদা হেরে গিয়েছে, ওর দলও। ভোটের পর থেকে খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না নেতার।

রসরঙ্গ

আর সেদিনই আরও জানতে পেরেছিলাম বাপি এখন সুদামদার দলে ভিড়েছে। 'মানে? বাপি রাজনীতি করছে?' --- কী করছে জানি না, তবে মিটিংয়ের আগে প্যান্ডেল বাঁধে, রাত্রিবেলা দেওয়াল লেখে।

শোনা যাচ্ছে, পুলিশ নাকি যে কোনওদিন হানা দিতে পারে ওই তিনতলা মার্বেল প্যালেসে। ভোটের আগে বিপক্ষ সম্পর্কে তো বক্তৃতায় কম আগুন ঝরায়নি সুদামদা? এখন কী হবে! ইতি উতি আওয়াজও উঠতে শুরু করেছে এই সেদিন পর্যন্ত শহরের অবিসংবাদী দাদা সম্পর্কে। বাপি কি সেইসব হতাশাতেই আগমনীতে গেল? হয়তো সুদামদার সঙ্গ ছাড়তেই এমন দলবদল!

তারপর যা হয়। পলুর সঙ্গে দেখা হওয়ার স্মৃতি আলগা হতে সময় লাগে না। নিজেদের জীবনে ব্যস্ত হওয়া তারমধ্যে নিত্যনতুন বিনোদন বন্ধুদের থেকেই দূরে সরিয়ে দেয় মানুষকে। আর সত্যি বলতে কী সেদিন হঠাৎ অনলাইন ক্যাফে থেকে ফর্ম পূরণ করে বেরোচ্ছি, এমন সময়ে বাপি নিজেই আমার নাম ধরে ডেকে ফেলার আগে পর্যন্ত সবকিছু ভুলেই ছিলাম। এটাও একটু অস্বাভাবিক বটে। সাধারণত, বাপিকে আমরাই ডাকি, ও নিজে থেকে হামলে পড়ার বান্দা নয়। খেলার মাঠের এককালের স্টার ইমেজটা বোধহয় ভুলতে পারে না। আজ শুধু নিজেই ডাকল না, নিজে থেকেই বীরেনদার চায়ের দোকানে নিয়ে গেল, 'দুটো স্পেশাল'।

ভালো লাগা আর বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ততক্ষণে মনের প্রশ্নগুলো উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। -- কী রে তুই নাকি আগমনীর হয়ে খেলছিস? --- আরে ছাড়, এখন তো সেই দম নেই, সুদামদার শালা বলল, ওদের নাকি ডিফেন্সে প্লেয়ার লাগবে, সেই কারণেই। সুদামদার নামটা নিজে থেকেই নেওয়ায় খানিক সুবিধা হল, নইলে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল সেদিন পলুর কাছে শোনা কথাগুলো ঝালিয়ে নিতে।

--- তা সুদামদার খবর কী? এখনও ওর সঙ্গে আছিস?

--- কী যে বলিস, দাদাকে ছাড়া যায়! তাছাড়া দাদা তো নিজেই পালটে গিয়েছে।

--- মানে?

--- আরে শুনিসনি দাদা তো দল বদল করেছে, এখন দাদা সরকারি দলে। এই তো বুধবারেই বিরাট প্রোগ্রাম আছে, যোগদান কর্মসূচি।

--- সুদামদাকে নেবে ওরা দলে? এত যে মারামারি দুই দলের!

--- সে একটু ক্যাচাল করছিল লোকাল নেতারা, কিন্তু দাদার ওপর তলায় সেটিং হয়ে গিয়েছে। নতুন পাঞ্জাবি, নতুন স্লোগান সব রেডি, আমাদের মুখস্থও হয়ে গিয়েছে।

ঢোঁক গিলতেও পারছি না, চায়ের গ্লাস হাতে ধরাই আছে। --- তা তোরা যে ওদের চুরি দুর্নীতি নিয়ে এত গলা ফাটালি ভোটের আগে? এখন...?

--- ভুলে যাস না, পুষ্পেনদা আমাকে স্ট্রাইকার থেকে স্টপার করেছিল। এখন ডিফেন্ড করাই আমার কাজ। এখন চুরি-দুর্নীতির কথা বলি না, বলি উন্নয়ন, বলি পাকিস্তান, বলি ভগবান...। দাদাও বলেছে নিজেকে, নিজের দলকে ডিফেন্ড করতে হবে। স্ট্রাইকাররা যতই ঝাঁপাক না কেন। আক্রমণ কোনদিক থেকে আসবে অনুমান করে আগেই জায়গা পালটাতে হয়, তাহলেই আর পুলিশ আসবে না। এই জন্যই তো দাদা আমায় এত ভালোবাসে। এখন বলি আগমনীতে খেলা আমার স্বপ্ন পূরণ হওয়া...।

ঠাকুমার পাকঘর

ইচা মাছের কুমড়ো ভর্তা

লিপি সান্যাল
গৃহশিক্ষক,
শিলিগুড়ির বাসিন্দা

বর্ষার দুপুরে উঠোনজুড়ে রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি। চালের টুই বেয়ে টুপটাপ জল পড়ছে। রান্নাঘরের উনুনে তখন ফুটছে ভাতের হাঁড়ি। সেই গরম ভাতের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে ভেসে আসছে কাঁচা সর্ষের তেলের গন্ধ, কাঁচালংকার ঝাঁঝ আর কুমড়ো ভর্তার উষ্ণ সুবাস। সেই গন্ধের পথ ধরেই ফিরে যাই ছোটবেলার দুপুরে। বাবা অধীর আগ্রহে বসে আছেন খেতে। ঠাকুমা ধোঁয়া ওঠা ভাতের পাশে যত্ন করে তুলে দিচ্ছেন ইচা মাছের কুমড়ো ভর্তা। এতটুকুই ছিল এক সংসারের বড় আনন্দ।

সময় বদলেছে। ব্যস্ততা বেড়েছে। রান্নাঘরের অনেক ছবিই পালটে গেছে। কিন্তু কিছু স্বাদ সময়ের কাছে হার মানে না। কুমড়োর মিষ্টি কোমলতা, ইচা মাছের নরম স্বাদ, কাঁচালংকার আর সর্ষের তেলের ঝাঁঝের গন্ধ আজও মনে করিয়ে দেয়, সুখ আসলে খুব সাধারণ কিছু মুহূর্তের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। তখন এক থালা গরম ভাত, ডাল আর কুমড়ো ভর্তাই ছিল দিনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। সেই স্বাদের ভেতরেই মিশে থাকত পরিবারের ভালোবাসা, ঠাকুমার স্নেহ আর বাবার তৃপ্ত হাসি।

রান্নাঘরের কোণে রাখা কুমড়ো কেটে নেওয়া হয় ছোট ছোট টুকরোয়। ইচা মাছ ধুয়ে নুন-হলুদ মেখে প্রস্তুত। শিলনোড়ায় বাটা মশলার গন্ধ, কুচোনো পেঁয়াজের মিষ্টি সুবাস আর নারকেলের সাদা কোরায় যেন ধরা পড়ে এক চিরচেনা বাংলার রান্নাঘর। সামান্য কয়েকটি উপকরণেই তৈরি হয় এমন এক পদ, যার আসল স্বাদ লুকিয়ে থাকে স্মৃতির ভাঁজে।

উপকরণ : কুমড়ো, ইচা মাছ, কুচোনো পেঁয়াজ, নারকেল কোরা, কাঁচালংকা, নুন, হলুদ, সামান্য চিনি, কালোজিরে ও সর্ষের তেল।

পদ্ধতি : সর্ষের তেলে ইচা মাছ ভেজে তুলে রাখতে হবে। ওই তেলেই কালোজিরের ফোড়ন দিয়ে কুচোনো পেঁয়াজ, ছোট করে কাটা কুমড়ো, কাঁচালংকা, নুন ও হলুদ দিয়ে ঢিমে আঁচে নেড়ে নিতে হবে। সবজি কিছুটা মজে এলে সামান্য জল দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে। কুমড়ো নরম হয়ে এলে ভাজা ইচা মাছ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেড়ে নিতে হবে। শেষে আন্দাজমতো চিনি, নারকেল কোরা ও আরও কয়েকটি কাঁচালংকা দিয়ে কড়া থেকে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন।

পুরনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার রেসিপি নিয়ে হাজির 'ঠাকুমার পাকঘর'। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়

পাঁপড়ভাজার গন্ধ

তেরোর পাতার পর

উত্তরের প্রতিটা জেলায় রথের মেলাকে কেন্দ্র করে একটি ব্যাপক আকারের ব্যবসা গড়ে ওঠে। কোথাও ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায়, কোথাও প্রাচীন মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জনসমাগম। আকারে-প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও এক সুতোয় বাঁধা সব মেলা।

দক্ষিণবঙ্গের মতোই উত্তরবঙ্গের রথযাত্রাও নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে আজও। দক্ষিণের মাহেশের রথযাত্রার মতো আমাদেরও মালদার কালিয়াচকের জালালপুর রথের মেলা আছে। গৌড়ের রামকেলিধামের মেলা যা ঐতিহাসিক দিক থেকেই প্রসিদ্ধ। এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এক বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিধন্য এই স্থানে মেলাটি দর্শনার্থীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে। হিলির বিনশিরার রথের মেলাও বহু প্রাচীন একটি মেলা কিংবা শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের বিশাল রথযাত্রা ও মেলা। ইসকনের রথোৎসব শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। পুরো শহরের মানুষ এতে শামিল হয়। এছাড়া রথখোলা মাঠের রথের মেলাটিও সমানভাবে পরিচিত। দেশবন্ধুপাড়া ও শক্তিগড়ের গৌড়ীয় মঠের মেলাটিও যথেষ্ট জনপ্রিয়। এখানেও বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়।

জলপাইগুড়ির দেবনগরের রথখোলাতেও একটি নয়দিনব্যাপী রথের মেলা হয়। ওদলাবাড়ির কৃষ্ণ কৃপা গৌড়ীয় মঠ সংলগ্ন এলাকাতেও একটি বড় রথের মেলা হয়। ময়নাগুড়ির আনন্দনগরে লাল বাবা শিব মন্দির প্রাঙ্গণেও একটি বহু পুরোনো রথের মেলা হয়। বেলাকোবার বিবেকানন্দপল্লিতে আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে একটি সাতদিনব্যাপী মেলা বসে, যা এখনও শহুরে আধুনিকতার ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। এই মেলাগুলিতে প্রতি বছর ধরে অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়ে আসছে। যত মানুষের আগমন ততই মা লক্ষ্মীর কৃপাপ্রাপ্তি ঘটে এমনই মনে করেন ব্যবসায়ীরা। মেলা মানেই তো এক বিশাল অস্থায়ী বাজার।

কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের রথযাত্রা এবং তাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত মেলাটি বিপুল জনপ্রিয় একটি মেলা। গুঞ্জবাড়ি ও ডাঙ্গরআই মন্দির সংলগ্ন মাঠে বিশাল করে মেলার আয়োজন হয়। তেমনই আলিপুরদুয়ারের হরিকীর্তন মন্দির এলাকায় রথের মেলা বসে। দার্জিলিংয়ের ঠাকুরবাড়ি মন্দির ও কালিম্পংয়ের মঙ্গলধাম মন্দির থেকে দুটি রথযাত্রা হয়, কিন্তু এখানে কোনও মেলার আয়োজন করা হয় না। কিন্তু সমতলের রথের মেলার সংখ্যা অনেকটাই বেশি। এমন অসংখ্য মেলা ছড়িয়ে রয়েছে উত্তরের জেলায় জেলায়। নামী-অনামী ছোট-বড় সমস্ত মেলাই উত্তরের ঐতিহ্যকে আরও ফুটিয়ে তোলে। উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি প্রান্তরে একটি করে রথোৎসব ও সেই উৎসবকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যের মেলা হয়। কিছু কিছু মেলা হারিয়ে গেছে সময়ের কালে। কিছু কিছু মেলা সময়ের সঙ্গে আরও আধুনিক মেলায় পরিণত হয়েছে। প্রচুর স্টল, দোকান, দেদার খাওয়াদাওয়া, শহরের দশটা-পাঁচটা অন্য মেলার ভিড়ে রথের মেলা কতটা ভিন্নতর চরিত্র বজায় রাখতে পেরেছে তা আলোচনার বিষয় হলেও সেকথা ঊহ্য রেখে বলাই যায় ধর্মীয় উৎসবের স্রোতে গা ভাসিয়ে এই রথের মেলাগুলো এখনও গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। আনন্দ উৎসব। সারাবছরের হাট, এক মেলা থেকে অন্য মেলা ঘুরতে ঘুরতে মানুষগুলো রথের দড়ি টেনে ধরে একটু ভালো থাকার আশায়। জগন্নাথ প্রভুর আশীর্বাদ চায়।

উত্তরবঙ্গজুড়ে এই সময়টা গাছশিল্পীদের জন্যও খুব ব্যস্ততম সময়। বিভিন্ন নার্সারিতে পরম মায়া ও যত্নে যাঁরা গাছের চারা তৈরি করেন তাঁদের আমি গাছশিল্পীই বলতে ভালোবাসি। সারি সারি চারাগাছের ভিড়। আম, লিচু, জামরুল কিংবা কাঁঠাল, নারকেলের চারাগাছ। কচিপাতার একটা আলাদা ঘ্রাণ আছে। শিশুর মতোই তাদেরও পরম আদরে মাটিতে প্রতিস্থাপন করতে হয়। চারাগাছের বিক্রি বেড়ে যাওয়া এই রুক্ষ সময়ে সবুজতার আলো ইঙ্গিত বহন করে। যেমন ফাঁসিদেওয়া সংলগ্ন নার্সারি কিংবা সাহুডাঙ্গির ছোট্ট নার্সারিতে প্রচুর চারাগাছ তৈরি করে মজুত রাখা হয়।

রথের মেলায় মৃৎশিল্পীরাও তাঁদের পসরা সাজিয়ে তোলেন মাটির হাঁড়ি-কলসি, ছোট ছোট পুতুল, মাটির ফল-সবজি-খেলনাবাটি আবার কোথাও এই সময়ের উপযোগী প্লাস্টিকের বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদাও যথেষ্ট থাকে এই মেলায়। তবে এমন নয় যে প্লাস্টিক সবটা গ্রাস করেছে, মেলাতে কাঠের খেলনা, কাঠের প্যাঁচা, বাঁশি, কাঠের পাত্র, গ্লাস, কাঠের ঘর সাজাবার নানান উপাদান নিয়ে হাজির হন শিল্পীরা। জীবন তো কাটুমকুটুমই। ভাস্কর্যের মতো নিজেকে কাটতে কাটতে মনের মতো আকার দিতে হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মানুষকে জীবনের স্বাদ এনে দেয়। গ্রামীণ মানুষের কাছে বিশেষ করে এই উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে হওয়া বিভিন্ন মেলাগুলোই ঘুরে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখায়।

উত্তরবঙ্গজুড়ে আরও অসংখ্য রথের মেলা হয়। সমস্ত মেলার নাম নেওয়া এই সামান্য পরিসরে সম্ভব নয়। তবু আরও কিছু অনুচ্চারিত মেলার নাম না উল্লেখ করলেই নয়, যেমন বালুরঘাটের দীপালিনগরের রথের মেলা, কালিয়াগঞ্জের মহেন্দ্রগঞ্জ নাটমন্দির চত্বরের রথের মেলা। মাথাভাঙ্গার মদনমোহন মন্দিরের রথের মেলা, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা রথখোলার মেলা, জয়গাঁ ইসকন মন্দিরের রথের মেলা, শিলিগুড়ির আশিঘর মোড়ের জয়কান্ত স্কুলের মাঠের রথের মেলা, অম্বিকানগরের শান্তিপাড়াতে একটি রথের মেলা আয়োজন হয়, শিলিগুড়িতে শান্তিনগর বৌবাজার এলাকার রথের মেলাটি ছোট কিন্তু মানুষের আবেগ জড়িয়ে আছে এখানেও। এনজেপি ভক্তিনগরের বিবাদী সংঘের রথের মেলাটি এক সময় অনেক বড় করে হলেও বর্তমানে এটি আর মাঠে নয় রাস্তার দুই পাশেই ছোট আকারে হয়। নকশালবাড়ি রথখোলাতেও রথোৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। এত এত মেলায় মানুষের উপার্জন টিকে থাকে, এটাই উৎসবের সবচেয়ে সুন্দর দিক।

যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায় শহরের রথমেলাগুলো অনেকটাই বদলে গেছে। শিলিগুড়ির এক মৃৎশিল্পীর সঙ্গে মেলা নিয়ে কথা হতে তাঁর আক্ষেপ ঝরে পড়ে। বড় মেলাগুলি ধীরে ধীরে ভীষণ কর্পোরেট হয়ে উঠছে। স্টলের মূল্য অনেক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেখানে-সেখানে নিজের সামান্য কিছু জিনিস নিয়েও বসার সুযোগ হয় না। সে ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা লাভবান হন না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অসংখ্য গ্রামীণ রথমেলা এখনও তার প্রাণ, স্বাদ এবং আত্মাকে ধরে রেখেছে। প্রতি বছর রথের চাকা যেমন নতুন করে ঘুরতে শুরু করে, তেমনই ঘুরে ওঠে অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর ও প্রান্তিক মানুষের জীবিকার চাকা। সেই কারণেই রথমেলা কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

জয় জগন্নাথ

কোচবিহারের রাস্তায়। ছবি : জয়দেব দাস

বালুরঘাটের বোয়ালদারে। ছবি : মাজিদুর সরদার

ছায়াস্নিগ্ধ হয়ে

তেরোর পাতার পর

তার পছন্দের পুতুল ঘাড়-নড়বড়ে বুড়ো, পেটলা-পেটলি, দড়ি-টানা কাঠের গাড়ি এসব। বাড়ি ফেরার আগে তার বাবা জিলিপিও কিনতেন, মা কিনতেন ছোটখাটো গৃহস্থালির জিনিস। মেলাটা আকারে ছোট, তবে আসলে তার চেনা রথের মেলা সেই শিশুটির ভুবনে প্রকারে বড়। এই শহরের আরেক প্রান্তে গুঞ্জবাড়িতে রথের মেলাটা আরও খানিক বড় আর সেটার সঙ্গে ওই মানুষটির পরিচয় হয়েছে বড়বেলায় যখন সে পা রেখেছিল কর্মজীবনে। তখন আবার তার ছোট্ট মেয়েটির জন্যে এই মেলা থেকে কিনে নিয়ে যেত রান্নাবাটির সরঞ্জাম, প্লাস্টিক বা রাবারের পুতুল, এটা-সেটা আচার। আস্তে আস্তে ঘটতে থাকল দিনান্তর। তাদের শৈশবে যে রথের মেলা স্বল্প আয়োজনের রথ আর উলটোরথ নিয়েই তখনকার ছোটদের মনোযোগ টেনে নিতে পারত, আজকের দিনের রথের মেলা কি নবাগত প্রজন্মের আসার পথের দিকে তৃষিত নজরে তাকিয়ে থাকে? শহরের শিশুরা কি তাদের কোনও অভিভাবকের কাছ থেকে ভিড় এড়ানোর পাঠ নেয়? মেলার ধুলোবালি এড়ানোর জন্যে তারা এসব কম-দোকানের মেলাকেই এড়িয়ে চলবে, নাকি মাস্ক পরে হলেও মেলাতে একবার করে ঢুঁ মারার ইচ্ছে তারা দমিয়ে রাখতে পারবে না?

অন্যদিকে আজও গ্রামের যে দোকানি মনিহারি মহাজনের কাছ থেকে ধারে খেলনাপাতি আর রান্নাবাটি নিয়ে মেলায় এসে বসে আছে চাতক পাখির মতো, সে অবিক্রীত মালের বোঝা সাইকেলে চাপিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মোবাইলের দোকানে ক্রেতার ভিড় দেখে হয় তো হতাশার শ্বাস ফেলবে। শহরের এক মধ্যবিত্ত বাড়িতে এক গৃহবধূ তখন ভাবছে ছেলেটাকে আজ টিউশনে না পাঠিয়ে মেলাতে নিয়ে গেলেই হত। ও বাড়ির চাকরিজীবী গৃহকর্তা তখন মোবাইল ফোন ঘেঁটে প্ল্যান করছেন, আজকে বন্ধুদের কাছে পাঠানো মেসেজে 'Happy Rathayatra' লিখবেন কি না। এমন সময় দরজা খুলে বাইরের একরাশ আলো নিয়ে ঢুকল তাঁর ছেলে। তার কণ্ঠে ঝরে পড়ল উচ্ছ্বাস, 'এখনও সময় আছে। চলো বাবা– একবার রথের মেলায় ঘুরে আসি।' বাবা চমকে উঠে ভাবলেন– এতক্ষণ তাঁকে এই কথাটা কেউ মনে করিয়ে দিল না কেন? এসব ভাবনার জাল সরিয়ে সেই মানুষটি চারপাশের প্রবীণ হয়ে আসা পৃথিবীর দিকেই নতুন এক আলোকরেখা যেন খোঁজে, খুঁজতেই থাকে।

উত্তরের রথে

তেরোর পাতার পর

বর্তমানে বিভিন্ন বৈষ্ণব সংগঠনের উদ্যোগে পাহাড়ি রাস্তায় যখন রথ নামে, তখন নেপালি ভাষায় গাওয়া ভজন আর কীর্তনের সুর প্রতিধ্বনিত হয় পাহাড়ের উপত্যকায়। সমতলের শিলিগুড়িতে আবার চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষের নিজস্ব আবেগ এবং ওড়িয়া সম্প্রদায়ের প্রাচীন সমাজ মিলেমিশে শিলিগুড়ির রথযাত্রাকে উত্তরের অন্যতম বৃহৎ গণ উৎসবে পরিণত করেছে।

নদীবিধৌত উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রথযাত্রায় আবার মিশে আছে প্রাচীন বরেন্দ্র সভ্যতার ঘ্রাণ। রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের মতো মফসসল শহরগুলোতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই জগন্নাথ দেবের রথ পরিক্রমা এক আবশ্যিক উৎসব। গঙ্গারামপুরের প্রাচীন বাণগড় বা দেবকোটের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বৈষ্ণব ধর্মের যে ব্যাপক সামাজিক প্রভাব পড়েছিল, তার রেশ আজও বিনশিরা বা পতিরামের গ্রামীণ রথগুলোতে স্পষ্ট দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার মালদার রথযাত্রার ইতিহাস তো আরও প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত রামকেলি কিংবা চাঁচল মহকুমার কলিগ্রামের প্রায় চারশো বছরের পুরোনো জগন্নাথ মন্দির আজও দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বরিন্দ অঞ্চলের গাজোল, হবিবপুর বা বামনগোলার গ্রামীণ আখড়াগুলিকে কেন্দ্র করে রথযাত্রা হয়ে ওঠে সাধারণ লোকজীবনের বার্ষিক মিলনমেলা। গঙ্গাতীরবর্তী মানিকচক বা রতুয়া অঞ্চলেও প্রাচীন নদীপথের বাণিজ্যের সূত্র ধরে জগন্নাথ উপাসনার বিস্তার ঘটেছিল, যা আজও সমানভাবে অম্লান রয়েছে।

রথযাত্রার আসল প্রাণ আসলে লুকিয়ে থাকে মেলার মাঠের চেনা কোলাহল আর মানুষের মুখের ভিড়ে। সেখানে কেবল আধ্যাত্মিক আলোচনা হয় না, বরং সচল থাকে গ্রামীণ অর্থনীতি। রথের মেলা মানেই প্রান্তিক কারিগরদের পরম যত্নে তৈরি বাঁশ ও বেতের তৈজসপত্র, মাটির সানকি, কাঠের চাকাওয়ালা রঙিন ব্যাংগাড়ি আর শোলার নিখুঁত কাজ। মেলা প্রাঙ্গণে যখন খোলকরতালের চড়া সুরের সঙ্গে রাজবংশী ভাওয়াইয়ার উদাস সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, তখন তৈরি হয় এক অদ্ভুত সাংস্কৃতিক রসায়ন। জিলিপির দোকানে বায়না ধরে থাকা একরত্তি শিশুটি কিংবা নাতিকে আগলে ভিড়ের মধ্যে মেলা দেখাতে আনা বৃদ্ধা ঠাকুমা, এদের সবার চোখেই থাকে এক অনাবিল খুশির ঝিলিক। মেলায় যেমন আদিবাসী নৃত্যদল তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ পরিবেশন করে, তেমনি মুসলিম ব্যবসায়ীদের পসরা সাজানো দোকানগুলোতে পছন্দের জিনিস কিনতে পরম আগ্রহে ভিড় জমান সব ধর্মের সাধারণ মানুষ।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ রথযাত্রার অবয়ব অনেকটাই বদলে গেছে। এসেছে বৈদ্যুতিক আলোর রোশনাই, ডিজিটাল প্রচার আর সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক নজরদারি। কিন্তু বদলায়নি মানুষের ভেতরের সেই আন্তরিক টান। উত্তরবঙ্গের রথ তাই কেবল কাঠের তৈরি এক যান্ত্রিক যান নয়, তা মূলত এক অদৃশ্য মানবিক সম্পর্কের সুতো। এখানে রথের রশি কেবল কাঠের গাড়ি টানে না, তা টেনে আনে এক বৃহত্তর সামাজিক মেলবন্ধনকে। রথের এই গভীর জীবনদর্শনকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রথের রশি' নাটকে তুলে ধরেছিলেন। রথের দড়ি যে আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণে প্রাণে বেঁধে রাখার মাধ্যম, সেই সত্যই তিনি মনে করিয়ে দেন। পারস্পরিক আত্মিক বাঁধন যখনই সমাজ থেকে শিথিল হয়ে যায়, মহাকালের রথের চাকাও তখন অচল হয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের রথযাত্রা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের সেই নিবিড় সামাজিক বাঁধনকেই যেন আরও শক্ত করে চলেছে, যার চাকা কোনওদিন থামে না।

ছোটগল্প

কুলান খাতুন

সঞ্জিত সাহা

-এআই

সেদিন মঙ্গোলিয়ার প্রান্তরে বাতাস যেন হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। পাখি উড়ছিল না। কুকুর ডাকছিল না। হাজার হাজার তাঁবুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল এক সাদা রাজকীয় তাঁবু। বাইরে ঘোড়া বাঁধা, প্রহরী দাঁড়িয়ে, দূরে পোড়া শহরের ধোঁয়া আকাশে উঠছে। আর সেই তাঁবুর ভেতরে শুয়ে আছেন চেঙ্গিস খান।

যে মানুষটির নাম শুনে শহরের দরজা যুদ্ধের আগেই খুলে যেত। রাজারা পালাতেন, সর্দাররা মাথা নত করতেন। কেউ তাঁকে বলতেন স্বর্গের শাস্তি, কেউ দেবতার মতো মানতেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর সেনাদের চোখে আগুন দেখেছেন, যাঁরা দেখেছেন বাবাকে ছেলে থেকে আলাদা করা হচ্ছে, নারীদের মানুষ নয়- লুটের মালের মতো ভাগ করা হচ্ছে, শিশুর নাম মুছে সে শুধু সংখ্যায় পরিণত হচ্ছে, তাঁরা জানতেন- তিনি দেবতা নন।

তিনি মানুষ ছিলেন। কিন্তু মানুষ হতে তিনি রাজি ছিলেন না।

চেঙ্গিস খান উন্মত্ততায় হত্যা করতেন না। করতেন হিসেব কষে। তাঁর কাছে যুদ্ধ শুধু জয় নয়, ভয় তৈরি করার শিল্প। কোনও শহর প্রতিরোধ করলে সে শহরকে এমনভাবে ভাঙতেন, যাতে পরের শহর যুদ্ধের আগেই আত্মসমর্পণ করে। কোনও রাজা কথা না রাখলে তিনি শুধু রাজাকে নয়, তাঁর বংশ, তাঁর স্মৃতি, তাঁর জাতির সাহস- সবকিছুকে শাস্তি দিতেন।

রক্ত ছিল তাঁর ভাষা। ভয় ছিল তাঁর দূত। আর মানুষের দুর্বলতা ছিল তাঁর মানচিত্র।

সেই শেষ অভিযানে, ১২২৭ সালের দিকে, পশ্চিম শিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল। চেঙ্গিস বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা এখনও তলোয়ারের মতো শক্ত। সেনারা ভাবছিলেন, খান অজেয়। মৃত্যুও তাঁকে ভয় পায়।

কিন্তু কুলান খাতুন জানতেন- মৃত্যু কাউকে ভয় পায় না। মৃত্যু শুধু অপেক্ষা করে।

কুলান ছিলেন সেই নারী, যিনি একদিন চেঙ্গিস খানের সামনে মাথা নোয়াননি।

তাঁর বয়স তখন উনিশ কি বিশ। ইতিহাস নারীর বয়স নিয়ে যত্নশীল নয়। ইতিহাস রাজাদের জন্ম, যুদ্ধের তারিখ, নিহতের সংখ্যা লিখে রাখে। কিন্তু কোনও মেয়ের চোখে প্রথম ভয় কবে নামে, কোন রাতে সে বুঝতে পারে তার জীবন আর তার নিজের নেই- এসব ইতিহাস সাধারণত লেখে না।

কুলান ছিলেন মেরকিট গোত্রের মেয়ে। তাঁর বাবা দাইর উসুন তাঁকে ঘোড়া চিনতে, আকাশ পড়তে, মানুষের চোখ থেকে সত্য আলাদা করতে শিখিয়েছিলেন। এই শিক্ষা তাঁর গোত্রকে বাঁচাতে পারেনি, কিন্তু তাঁকে বাঁচিয়েছিল।

মেরকিটদের সঙ্গে চেঙ্গিসের শত্রুতা পুরোনো। বহু বছর আগে মেরকিটরা তাঁর প্রথম স্ত্রী বোর্তেকে অপহরণ করেছিল। আট মাস বোর্তে অন্যের তাঁবুতে ছিলেন। পরে তেমুজিন, যিনি পরে চেঙ্গিস হবেন, তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু মেরকিট নামটি তাঁর মনের অন্ধকারে থেকে যায়।

চেঙ্গিস কিছু ভুলতেন না। অপমান, প্রত্যাখ্যান, বিদ্রোহ- সব জমা রাখতেন। সময় এলে সুদে-আসলে আদায় করতেন।

এক ভোরে মঙ্গোল বাহিনী এল। তারা ছুটে আসেনি। ধীরে, অবিচলিত পায়ে এসেছে। এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর। যে শক্তির তাড়া নেই, সে জানে তুমি কোথাও পালাতে পারবে না।

কুলানকে খানের তাঁবুতে আনা হল। তিনি নিজে হেঁটে গেলেন। কেউ তাঁকে টানেনি।

চেঙ্গিস বসে ছিলেন। কোনও হুংকার নেই, কোনও অভিনয় নেই। শুধু দেখছেন। যেন মানুষ নয়, তথ্য সংগ্রহ করছেন।

কুলান তাঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন।

তাঁবুর ভেতরের বাতাস বদলে গেল। সেনাপতিদের হাত তলোয়ারে গেল। চেঙ্গিস সামান্য হাত তুললেন। সবাই থেমে গেল।

'তুমি কী দেখছ?' খান জিজ্ঞেস করলেন।

কুলান বললেন, 'যে মানুষ আমার পৃথিবী শেষ করে দিয়েছে, তাকে চোখ নামিয়ে দেখা ঠিক মনে হল না।'

নীরবতা।

তারপর চেঙ্গিসের মুখে কৌতূহলের মতো কিছু এল। তিনি ভয়ে অভ্যস্ত, আনুগত্যে অভ্যস্ত, কিন্তু এমন দৃষ্টি তিনি কম দেখেছেন।

কিছু প্রশ্ন হল। কুলান উত্তর দিলেন- সৎ, কিন্তু কৌশলী। তারপর দোভাষী বলল, 'খান তোমার অবস্থান ঠিক করবেন।'

কুলান বললেন, 'তার আগে আমার একটি কথা আছে। আমাকে সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ করা হবে না। হয় খানের গৃহস্থালিতে সম্মান দেবেন, নয়তো এই শিবিরে আমার কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।'

পুরো তাঁবু পাথর হয়ে গেল।

বন্দিরা শর্ত রাখে না। পরাজিত নারীরা এভাবে কথা বলে না।

চেঙ্গিস দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'রাজি।'

সেদিন কুলান বেঁচে গেলেন। কিন্তু বেঁচে থাকা মানেই মুক্তি নয়।

রাজকীয় শিবিরে থেকে কুলান সাম্রাজ্যের খোলনলচে দেখলেন কুলান। বাইরে সাম্রাজ্যকে দেখা যায় পতাকা, ঘোড়া, বিজয়ে। ভিতরে সাম্রাজ্যকে দেখা যায় তালিকা, বন্দি, বাছাই এবং নীরব মুছে ফেলার সিদ্ধান্তে।

তিনি দেখলেন যুদ্ধের পর মানুষ কীভাবে ভাগ হয়- কে কাজে লাগবে, কে সেনায় যাবে, কে দাস হবে, কে অদৃশ্য হয়ে যাবে। মেরভ, নিশাপুর, বুখারা- প্রতিটি শহরের পরে লেখা হত সংখ্যা। কুলান সংখ্যা মনে রাখেননি। তিনি মুখ মনে রেখেছিলেন। এক মা, যিনি শিশুকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। এক বৃদ্ধ, যিনি পুত্রকে খুঁজছেন। এক মেয়ে, যার সাজ শুকোয়নি, কিন্তু চোখে সমস্ত বয়স এসে গেছে।

একদিন বোর্তে তাঁকে ডেকেছিলেন।

চেঙ্গিসের প্রথম স্ত্রী। প্রবীণ, কিন্তু চোখে গভীরতা। তিনি বলেছিলেন, 'আমি একসময় মেরকিটের তাঁবুতে ছিলাম। আট মাস। সে আমাকে ফিরিয়ে এনেছিল, কিন্তু সেই আট মাসের ছায়া নিয়ে জন্মাল জুচি। সে কখনও জানতে চায়নি জুচি কার সন্তান। হয়তো উত্তরটা সহ্য করতে পারত না।'

তারপর বোর্তে বলেছিলেন, 'কঠিন পৃথিবী মানুষকে কঠিন করে। কিন্তু সে কতটা নিষ্ঠুর হবে, সেটা সে নিজেই বেছে নেয়। এই রক্ত শুধু স্তেপের দোষ নয়। এটা তার নিজের সিদ্ধান্ত।'

কুলান সেই কথা ভুলতে পারেনি।

মানুষ নিজের ক্ষতকে আলোও বানাতে পারে, আগুনও বানাতে পারে। চেঙ্গিস আগুন বেছে নিয়েছিলেন।

১২২৭ সালের গ্রীষ্মে পশ্চিম শিয়ার দূত এল। তারা সোনা, রুপা, রেশম, ঘোড়া আর কয়েকজন উচ্চবংশীয় নারী নিয়ে এল। নারীরা সাজানো ছিল, কিন্তু মুখে কোনও আলো নেই। যেন শরীর এসেছে, আত্মা পথেই পড়ে গেছে।

দূত মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বলল, 'আমাদের রাজা আত্মসমর্পণ করছেন। মহান খানের করুণা চান।'

করুণা। শব্দটি শুনে কুলানের বুক ঠান্ডা হয়ে গেল।

চেঙ্গিস যুদ্ধ জানতেন, ক্ষমতা জানতেন, ভয় জানতেন। কিন্তু করুণা- এই শব্দটি তাঁর কাছে যেন দূরের কোনও ভাষা।

তিনি দূতদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে রাগ নেই। সেই শান্ত দৃষ্টিই বেশি ভয়ংকর। তিনি মানুষ দেখছিলেন না, হিসেব দেখছিলেন। কতজন মরলে বাকিরা হাঁটু গাড়বে? কতটা আগুন দিলে পরের শহর দরজা খুলে দেবে?

অনেকক্ষণ পরে তিনি হাত তুললেন। খুব সামান্য।

সেনাপতিরা বুঝে গেল।

রাত নামার আগেই আগুন জ্বলল। দরজা ভাঙল। চিৎকার উঠল। তারপর ধীরে ধীরে সব শব্দ থেমে গেল।

সেই রাতে শিবিরে গান হয়নি। কুলান তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে এক শিশুর ক্ষীণ কান্না শুনতে পেলেন। তারপর সেটাও থেমে গেল।

তাঁর মনে হল, পৃথিবীর সব সাম্রাজ্যের শেষ শব্দ হয়তো একটাই- কারও না কারও কান্না। রাত গভীর হলে খান কুলানকে ডাকলেন।

তাঁবুতে ঢুকে তিনি দেখলেন, চেঙ্গিসের মুখ বদলে গেছে। ঠোঁট শুকনো, চোখের নীচে ছায়া, আঙুলে কাঁপুনি। মৃত্যু আর বাইরে নেই। ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

খান বললেন, 'শিবির কী ভাবছে?'

'ভয় পাচ্ছে।' কুলান বললেন, 'আপনার পরে কী হবে তা নিয়ে।'

-তুমি আজ বন্দিদের দিকে তাকিয়ে ছিলে।

-হ্যাঁ।

-এখনও দুঃখ পাও?

-যাদের সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়, তাদের জন্য দুঃখ না পেলে মানুষ থাকা যায় না।

খান মৃদু হাসলেন, 'মানুষ দুর্বল বলেই শাসিত হয়।'

-আর যারা শাসন করে?

-তারা ইতিহাস লেখে।

কুলান শান্ত গলায় বললেন, 'না। তারা রক্ত দিয়ে কাগজ ভেজায়। ইতিহাস পরে অন্য কেউ পড়ে।'

তাঁবুর বাতাস জমে গেল।

-তুমি আমাকে ঘৃণা করো?

-না।

-না?

-ঘৃণা খুব ছোট অনুভূতি। আপনাকে বোঝার জন্য তা যথেষ্ট নয়।

খান চুপ। কুলান এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি পৃথিবী জিতেছেন। কিন্তু নিজের ভিতরের অন্ধকারকে কি কোনওদিন জিতেছেন?'

-আমি যা করেছি, সাম্রাজ্যের জন্য করেছি।

-পৃথিবীর প্রতিটি অত্যাচারীই তাই বলে।

চেঙ্গিস দাঁড়াতে চাইলেন। পারলেন না। তাঁর মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে গেল। কুলান সেই মুহূর্তে দেখলেন- যে মানুষ অর্ধেক পৃথিবীকে জয় করেছে, সে নিজের শরীরকেও আর আদেশ দিতে পারছে না।

ক্ষমতারও হাড় আছে। সেই হাড়ও একদিন ব্যথা পায়।

পরদিন থেকে জ্বর বাড়ল। সেনাপতিরা বাইরে বলল, 'খান বিশ্রাম নিচ্ছেন। খান পরিকল্পনা করছেন।' সৈন্যরা বিশ্বাস করল। কারণ সাম্রাজ্য শুধু অস্ত্রে নয়, গল্পেও দাঁড়িয়ে থাকে। আর তাদের সবচেয়ে বড় গল্প ছিল- চেঙ্গিস অজেয়।

কিন্তু তাঁবুর ভেতরে তিনি কাঁপছিলেন।

জ্বরের ঘোরে বলছিলেন, 'সমরখন্দ... বুখারা... আরও পশ্চিমে...' মৃত্যুর মুখেও তিনি অদৃশ্য মানচিত্রে হাত চালাচ্ছিলেন। কুলান ভাবলেন- মানুষের লোভ কি শরীরের থেকেও বড়?

তৃতীয় রাতে খান কুলানের হাত ধরলেন। হাত গরম, কিন্তু দুর্বল।

-আমি কি দেবতা ছিলাম?

কুলান দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'না। আপনি মানুষ ছিলেন। কিন্তু মানুষ হতে চাননি।'

-আমি শৃঙ্খলা এনেছি।

-ভয় এনেছেন।

-গোত্রগুলো এক করেছি।

-তলোয়ারে বেঁধেছেন।

-পৃথিবী বদলেছি।

-হ্যাঁ। কিন্তু আগুনও পৃথিবী বদলায়। আগুনের পরে কত ঘর থাকে?

খান চুপ। তারপর বললেন, 'আমার নাম থাকবে।'

-থাকবে।

-মানুষ মনে রাখবে।

-রাখবে।

-তাহলে আমি জিতেছি।

কুলান ঝুঁকলেন, 'না, খান। মানুষ আপনাকে মনে রাখবে, কিন্তু সবাই মাথা নোয়াবে না। কেউ বলবে- সে অর্ধেক পৃথিবী জিতেছিল, কিন্তু একটিও কান্না ফিরিয়ে দিতে পারেনি।'

খানের চোখে অদ্ভুত আলো এল। রাগ? ভয়? অনুশোচনা? বোঝা গেল না।

হঠাৎ তিনি তাঁবুর অন্ধকারে তাকিয়ে বললেন, 'ওরা এসেছে...'

-কারা?

ঠোঁট কাঁপল, 'যাদের নাম নেই...'

কুলানের বুক ঠান্ডা হয়ে গেল।

তিনি কি দেখছেন সেই মানুষদের, যাদের নাম ইতিহাসে নেই? সেই নারীদের, যাদের জীবনকে বলা হয়েছিল যুদ্ধের লুট? সেই শিশুদের, যারা ঘর, ভাষা, পরিচয় হারিয়েছিল?

'ওদের সরাও।' খান বললেন, 'আমি আদেশ দিচ্ছি...'

কেউ নড়ল না। কারণ সেখানে কেউ ছিল না। অথচ হয়তো ছিল। ইতিহাসের অন্ধকারে যারা চাপা পড়ে থাকে, তারা কখনও কখনও মৃত্যুশয্যার পাশে এসে দাঁড়ায়।

-আমি খান... আমি চেঙ্গিস...

কথা শেষ হল না। শরীর একবার শক্ত হল। তারপর হালকা হয়ে গেল। শ্বাস থেমে গেল। বাইরের ঝড়ও থেমে গেল।

কুলান বসে রইলেন। তিনি চিৎকার করলেন না। কাউকে ডাকলেন না। শুধু মৃত মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই মুখ দেখে রাজারা কেঁপেছে। এই মুখের নামে শহর পুড়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে মুখটি আর ভয়ংকর নয়।

শুধু ক্লান্ত। শূন্য। অসহায়।

কুলান উঠে দাঁড়ালেন। তিনি মাথা নোয়ালেন না- না জীবিত খানের সামনে, না মৃত খানের সামনে।

কিন্তু সেই রাতের আরেকটি গল্পও ছিল- ফিশফিশে, নারীদের আবাস থেকে ওঠা গল্প। তাঁর নাম গুরবেলচিন। পশ্চিম শিয়ার রাজকন্যা- হয়তো সত্যি, হয়তো লোককথা। তাকে মঙ্গোল শিবিরে আনা হয়েছিল। তিনি জানতেন তার কী হতে পারে। তবু তার চোখে ভয় ছিল না। পোড়া কাঠের মতো শান্ত।

লোককথা বলে, তিনি খানের অভ্যন্তরীণ তাঁবুতে গিয়েছিলেন। তারপর নথি চুপ। কেউ বলে বিষ। কেউ বলে ছুরি। কেউ বলে, সেই এক নারী অন্ধকারে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটির শেষ ভয় হয়ে উঠেছিল। তারপর তিনি নদীতে ঝাঁপ দেন। তার দেহ আর পাওয়া যায়নি।

সত্যি কি? কেউ জানে না।

কিন্তু কিছু গল্প সত্যি কি না তার থেকেও বড় হয়ে ওঠে। কারণ সেখানে পরাজিত মানুষের প্রতিশোধের স্বপ্ন থাকে।

সকালে সুবুতাই এল।

'গেছেন।' তিনি বললেন।

'কোথায় সমাধি?' কুলান জিজ্ঞেস করলেন।

-নথিভুক্ত হবে না।

-গুরবেলচিন?

সুবুতাই এক মুহূর্ত থামলেন।

-কোনও নথি নেই। থাকবেও না।

চেঙ্গিসের মৃত্যু গোপন রাখা হল। মৃত মানুষের নামে আদেশ চলল। তার দেহ কোথায় নিয়ে যাওয়া হল, কেউ জানল না। পথে যাদের দেখা গেল, তাদেরও মেরে ফেলা হয়েছিল- এমন কথাও প্রচলিত আছে।

সত্যি কতটা, কিংবদন্তি কতটা, ইতিহাস নিশ্চিত নয়। কিন্তু প্রতীকটি ভয়ংকর।

চেঙ্গিস খান সারাজীবন অগণিত মানুষকে নামহীন করেছেন। শেষে তিনি নিজেই পেলেন নামহীন কবর।

অর্ধেক পৃথিবী তাঁর মানচিত্রে ছিল। নিজে কোনও মানচিত্রে নেই।

বহু শতাব্দী পরে মানুষ তাঁর কবর খুঁজবে। পাবে না। তাঁর মৃত্যু নিয়ে তর্ক করবে। জ্বর? আঘাত? রোগ? কোনও রাজকন্যার প্রতিশোধ? নাকি নিজের তৈরি অন্ধকারের ভার?

তারপর বিজ্ঞানীরা মানুষের রক্তে, জিনে, ডিএনএ-তে তার ছায়া খুঁজবেন। বলবেন, হয়তো লক্ষ লক্ষ মানুষের শরীরে তার বংশধারার চিহ্ন আছে। কেউ বিস্মিত হবেন। কেউ গর্ব করবেন।

কিন্তু কুলান থাকলে হয়তো বলতেন, 'তোমরা রক্তের চিহ্ন খুঁজছ, কান্নার চিহ্ন কোথায় খুঁজবে? যে নারীদের নাম কোনও নথিতে নেই, তাদের ইতিহাস কোন জিনে লেখা আছে? যে সন্তান জন্মেছিল ভালোবাসা থেকে নয়, ভয় আর ক্ষমতার ছায়ায়- সে কার উত্তরাধিকার বহন করে? বিজেতার, না ভুক্তভোগীর?'

ভোরে কুলান রাজকীয় তাঁবুর বাইরে দাঁড়ালেন। পূর্ব দিগন্তে আলো উঠছে। শিবির এখনও জানে না, তাদের আকাশ ভেঙে পড়েছে। পতাকা উড়ছে, ঘোড়া শান্ত, সৈন্যরা অপেক্ষা করছে।

কুলান কোনও স্বস্তি অনুভব করলেন না। আনন্দও নয়। শুধু মনে হল, বহুদিন ধরে বেজে চলা এক ভয়ংকর শব্দ হঠাৎ থেমে গেছে।

তিনি জানতেন, সামনে আবার যুদ্ধ হবে। চেঙ্গিসের পুত্ররা সাম্রাজ্য ভাগ করবে। আবার শহর পুড়বে। আবার ইতিহাস বিজয়ীদের নাম লিখবে, পরাজিতদের কান্না নয়।

তবু সেই মুহূর্তে মানবতা এক অদৃশ্য জয় পেয়েছে।

কারণ যে মানুষ নিজেকে পৃথিবীর ওপরে বসিয়েছিল, তাকে শেষ পর্যন্ত মাটির নীচেই যেতে হল।

চেঙ্গিস খান মহান বিজেতা ছিলেন- এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু শক্তি মানেই মহত্ত্ব নয়। যে মানুষ পৃথিবী জিতেও মানুষের মর্যাদা শেখেনি, তাকে ভয় করা যায়, বিশ্লেষণ করা যায়, ইতিহাসে রাখা যায়- কিন্তু পূজা করা যায় না।

কুলান মাথা তুললেন। তিনি কখনও মাথা নোয়াননি।

আর বাতাসে ভেসে রইল এক অসমাপ্ত প্রশ্ন-

যে মানুষ পৃথিবী জয় করে,

কিন্তু নিজের ভিতরের দানবকে হারাতে পারে না,

সে কি সত্যিই বিজেতা?

নাকি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরাজিত মানুষদের একজন?

উত্তরের সাহিত্যিক

গৌরমোহন রায়

বর্তমানে বয়স প্রায় ৯৪ বছর। দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে ছয় দশকেরও বেশি সময় অবিরাম লেখালেখি করে কাটিয়েছেন গৌরমোহন রায়। জন্মসূত্রে তিনি দক্ষিণবঙ্গের মানুষ, পড়াশোনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করতে ১৯৫৯ সালে দার্জিলিংয়ে পা রাখা। পরে লরেটো কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে অবসর নেন। বর্তমানে শিলিগুড়ির বাসিন্দা এই প্রবীণ শিক্ষাবিদ একাধারে যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই অতীব সুবক্তা হিসেবে পরিচিত।

কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গবেষণামূলক বই লেখার পাশাপাশি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক মিলিয়ে একশোরও বেশি পত্রপত্রিকা তাঁর লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে তাঁর নানা ধরনের রচনার সিংহভাগই প্রকাশিত হয়েছে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ, যার মধ্যে বিভিন্ন মননশীল প্রবন্ধ পাঠকদের বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। শুধু মৌলিক সৃষ্টিই নয়, চোমং লামার মতো প্রথিতযশা লেখকদের রচনা সম্পাদনাও করেছেন তিনি। অনুবাদক হিসেবেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য, বাংলায় অনুবাদ করেছেন ইউনেসকোর 'ভূগোল শিক্ষাদান পদ্ধতি' এবং নেপালি কবি ভানুভক্তের 'রামায়ণ'। কবিতার জগতেও তাঁর অবাধ বিচরণ; 'বিষণ্ণ বাতাসে একাকী' এবং 'ওই আকাশ এই হৃদয় ধ্বনিময়' নামে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ কবিতাপ্রেমীদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৩২টি সাহিত্য পুরস্কার। একসময় তিনি উত্তরবঙ্গের সেরা বক্তা হিসেবেও সম্মানিত হয়েছিলেন।

কিছুদিন যাবৎ গুরুতর অসুস্থতার কারণে তাঁর কলম থমকে, বন্ধ রয়েছে সমস্ত ধরনের লেখালেখি। কিন্তু মন থেকে তো সৃষ্টিশীলতাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না; তাই মন-ক্যানভাসে এখনও সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় পুরোনো দিনের সেইসব লেখার স্মৃতি। সামান্য সুস্থ হলেই তিনি আবারও হাতে কলম তুলে নিতে বদ্ধপরিকর।

অণুগল্প

আত্রেয়ীর গল্প

ধ্রুবজ্যোতি বাগচী

আত্রেয়ীর কাছে আসার জন্য এত ব্যাকুল হয় অনিন্দ্য, কারণ উত্তরের এই প্রাচীন সংস্কৃতিসমৃদ্ধ শহরের শান্ত জনপদ, ঝিমধরা নৈঃশব্দ্য এবং অপূর্ব শ্যামলিমা ওকে টানে, যে টান বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করে না অনিন্দিতাকে।

'কী পাও তুমি ওই গাঁয়ে? সন্ধে নামলেই সব ঘরে সেঁধিয়ে যায়, আর কী কৌতূহল পাবলিকের! ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে! যেচে আদিখ্যেতা করে। কত প্রশ্ন...'

'তোমাকে তো যেতে বলি না! আমি যাই নিজের তাগিদে, বোনটাকে দেখতে! শ্রীমন্ত দুম করে চলে গেল! ছুটকির তো সাংসারিক জ্ঞান বলে কিছুই নেই। কোনও দিন ব্যাংকে যায়নি। প্রয়োজন হয়নি। আর এখন? অভ্র একটা বাচ্চা ছেলে...'

'রাখো তো! তোমার বোনের কথা! প্রেম করে বিয়ে করেছিল। শ্রীমন্ত অসুস্থ ছিল। চলে গেছে। কিন্তু যা টাকাপয়সা রেখে গেছে! আর তোমার বোন যা উড়নচণ্ডী...'

'অনিন্দিতা!'

নিজের গলার স্বর চিনতে পারে না অনিন্দ্য।

আত্রেয়ীকে ছুঁয়ে থাকা শ্রীমন্তর বাড়ি। ছবির মতো স্থির।

নিজের মনে বয়ে যাচ্ছে আত্রেয়ী।

সপ্তাহখানেকের জন্য আসা এখানে মেয়াদ ফুরোবে কাল। অক্সিজেন নিয়ে আবার ফিরে যাবে অনিন্দ্য তিলোত্তমায়।

কিন্তু। অনিন্দিতার কথাগুলো মনে পড়লেই বিষিয়ে যায় মন।

আবার আসবে।

এমনই এর অমোঘ আকর্ষণ!

অপ্রিয় সত্য

শমীক ঘোষ

একজন লেখক গল্প লেখেন। খুব একটা নামডাক হয়নি। তবে লেখক চর্চা ছাড়েননি, আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। ছোট দোকান, সংসারে এক মেয়ে ও স্ত্রী, ঈশ্বরের কৃপায় ভরাট থাকে তাঁর কলমের কালি। কিছুদিন হল একটি গল্প নামকরা দৈনিক পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, পাঠকের নজর কেড়েছে, কয়েকজন গণ্যমান্য সাহিত্যিক প্রশংসা করেছেন, প্রচার পেতেই লেখকের জীবনে ঘনিয়ে এল সমস্যা। গল্পটিতে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বেশ কিছু পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলে। তাঁদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় লেখক পরবর্তীতে এরকম গল্প লিখতে থাকলে তাঁদের চাপা সত্য কথা বেরিয়ে আসবে। শুরু হল লেখককে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করা, যাতে লেখক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে লেখা বন্ধ করেন। যাঁর কলমে স্বয়ং দেবী সরস্বতী অধিষ্ঠিত তাঁর লেখা থামায় কে। লেখকের নাছোড়বান্দা কলম চলতে লাগল। সময় বেশ ভালো। লেখকের গল্প ধারাবাহিক দৈনিক পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হতে শুরু করল। এভাবেই বেশ কিছুদিন চলতে চলতে হঠাৎ এক রাতে লেখককে লক্ষ্য করে কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তি কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ল, লেখক কোনও মতে এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন। বাড়িতে আতঙ্কের পরিবেশ, পুলিশ বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরি করলেও ঘটনার কিছু কূলকিনারা করা গেল না। ঘটনার বেশ কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। যদিও ভয়ের রেশ কাটেনি, ইতিমধ্যে লেখকের আরেকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, গল্পে লেখক গুলি ছোড়ার ঘটনার উল্লেখ করে অজ্ঞাত ব্যক্তি না লিখে পরিচিত মুখ উল্লেখ করেছেন।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

সময় শলাকা

স্বপনকুমার সরকার

ছুঁয়ে দেখতে চাইলাম;
কিন্তু কবিতাকে ধরবে কার সাধ্য?
সে আসলে সময়ের গোপন শারীরবিদ্যা!
যেখানে ইতিহাস নিজের রক্ত মেখে
লিখে যায় অন্তর্লিপি। কবিতার ব্যাপ্তি সর্বত্র-
কবি কেবল এক ক্ষণস্থায়ী অনুবাদক।

স্রোতস্বিনী

শ্যামল সরকার

সব তেষ্টা পূরণ হয় না
সব চেষ্টা সফল হয় না ।

মোহনায় পৌঁছোয় না যে নদী
সেও বয়ে যায় হাজার মাইল
ঈশ্বর মিলবে না জেনেও শত হাত উঁচিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকে বটবৃক্ষ অযুত বছর

সব ক্ষিদে মেটে না
তির তির ক্ষিদে বয় হাওয়ার মতো

জীবনের স্রোত চলে গোপন অভিসারে...

গৃহস্থালি

চিরঞ্জিত ভাণ্ডারী

একটা দুঃখ
একটা দুঃখের কাছে দাঁড়ায়।

বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর
ওরা সাদা মেঘ হয়ে আকাশে ভাসে।

আমি সুখ কুড়িয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখি
সুচসুতো সেলাইয়ে ফুটে উঠেছে ফুল
লাল নীল হলুদ সাদা।

উহ্য কথা

অশোককুমার ঠাকুর

সুবিধাবাদী থাকবে টিকে
আদর্শ সব অন্ধকারে
সুবিধাবাদী চতুর্দিকে
আদর্শ সব বন্ধ দ্বারে।

আদর্শবাদী দেখছে চেয়ে
সুবিধার কী উজ্জ্বলতা
আদর্শ গানই যাবো গেয়ে
থাকুক বুকে, উহ্য কথা।

অস্তিত্ব

নন্দিতা কর্মকার

নিস্তব্ধতার কাছে বসে হারিয়ে যাই আমরা
অদ্ভুত মায়া তৈরি হয় ল্যাম্পপোস্টের গায়ে;
শোক এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর, ধ্বংসের ছাপ রেখে দেয় আমাদের
স্বচ্ছ যাপনে,
আমি আদিম দেবতা খুঁজি, যেখানে সারারাত সঙ্গীহীন সাধকেরা
ভক্তির জাল বোনে।
অথচ ঈশ্বর পালিয়ে গেলে অন্ধ শব্দের মুখে ভাষা জেগে ওঠে;
নির্মম এক অভিজাত প্রতিধ্বনি
গোপনে হস্তাক্ষর রেখে যায় আমাদের রোজকার বিলাসি
চেতনায়,
সময় আর খড়কুটো নিয়ে যেখানে বিদ্বেষ দেখা দেয়,
তীক্ষ্ণ কলরব শোনা যায় তেমনি এক ভুয়ো স্টেশনের পাশে...

এক ভাষা, দুই মত, দুই যুযুধান

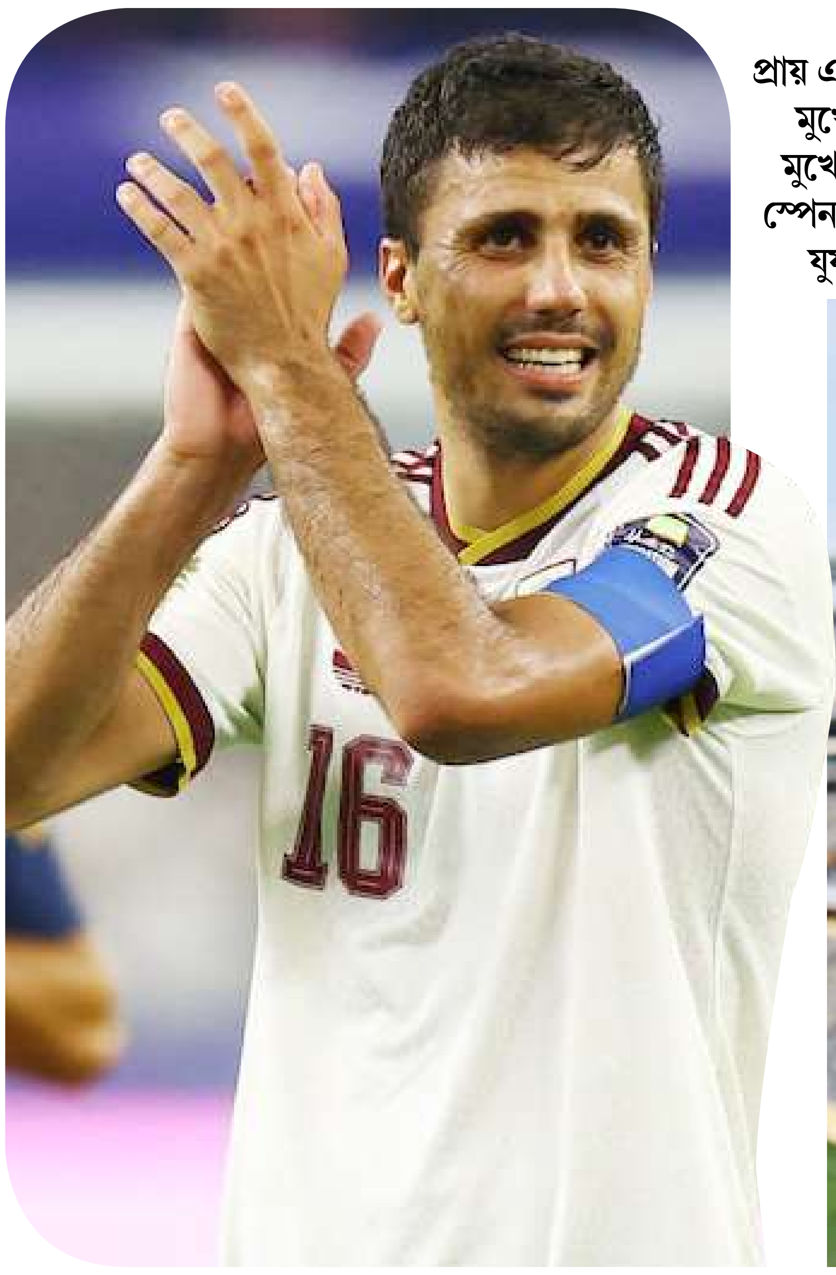

প্রায় এক শতাব্দী আগে শেষবার দুই একই ভাষাভাষী দেশ বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। ১৯৩০ সালের উদ্বোধনী বিশ্বকাপের পর প্রথমবার মুখোমুখি দুই সম ভাষাভাষী দেশ। এক ঔপনিবেশিক ও তার উপনিবেশ। স্পেন বনাম আর্জেন্টিনা। কিন্তু বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে আলোচ্য সেই যুযুধান নয়। আলোচ্য এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম লিওনেল মেসি।

তারকা নয়, গ্যালাক্সির খোঁজে লা রোহা

সৌভাগ্য চ্যাটার্জি

উদ্বোধনী বিশ্বকাপের পর প্রথমবার ফাইনালে মুখোমুখি দুই সম ভাষাভাষী দেশ। কিন্তু বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে একজনই- লিওনেল মেসি। একদিকে যেমন রেফারিং বিতর্ক আর্জেন্টিনার পিছু ছাড়ছে না, অপরদিকে তেমনি মেসির শ্রেষ্ঠত্ব ডুবিয়ে রেখেছে আপামর বাঙালিকে। ফলে যা হয়তো ফুটবল জাদুকরের শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচ হতে চলেছে, সেই খেলার মুখ্য আলোচ্য হিসেবে উঠে এসেছে মেসি বনাম স্পেন। মেসির সঙ্গে স্পেনের সম্পর্ক কী, তা সকলের জানা। মেসির প্রতিভাকে ফুটবল শিক্ষা দান করেছে স্পেন। লা মাসিয়ার স্পর্শ না পেলে হয়তো মেসি মাঠে এইভাবে ফুল ফোটাতে পারতেন না। কিন্তু এই দ্বৈরথে বিজয়ী কে হবে? প্রতিভা না শিক্ষা?

স্পেনের খেলাকে মানুষ তিকিতাকা বলে জানলেও গত কুড়ি বছরে স্পেনের ফুটবল বিভিন্ন চড়াই-উতরাই এবং প্লেয়িং স্টাইলের ভাঙাগড়া দেখেছে। ইংরেজ ঘরানার কিক এবং রান ছেড়ে লুইস আরাগোনেসের পাসিং ফুটবলের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। পেপ জমানাতে দেল বস্কির সেটাকে ডিফেন্ডিং উইথ বল করে তোলা। তারপর রবেনের গতিতে তার পতন এবং পরবর্তীতে গোলের মুখ খুলতে না পারা। গত পাঁচ বিশ্বকাপে স্পেন সবটাই দেখেছে।

সময়ের সঙ্গে বদল আনতে হয়। যুগের সঙ্গে পরিবর্তন না আনলে আইডিয়ার মতো ইনট্যাঞ্জিবলেও মরচে ধরে। সেই মরচে ঘষে তুলেছেন লুই ডে লা ফুয়েন্তে। গত আড়াই বছর ধরে তিকিতাকাকে ভেঙে উনি সাজিয়ে তুলেছেন পজিশনাল প্লের (পেপ গুয়ার্দিওলার দর্শন) এক নতুন বৈচিত্র্য। উদ্ভাবনী শক্তি, স্প্যানিশ সংস্কৃতির মিশেল আর দুরন্ত টেকনিক্যাল দক্ষতা থাকা একটা ফুটবলার গ্রুপকে উনি বড় করে তুলেছেন নিজের এজ গ্রুপ কোচিং-এর দিন থেকে। বাকিটা সাহায্য করেছে লা মাসিয়া। ফলাফল, তিকিতাকা এখন টোটাল ফুটবলের সঙ্গে মিশে ভোঁতা আক্রমণকে করে তুলেছে শানিত ছুরি।

স্পেনের মূল শক্তি রোটেশন। পায়ে বল রাখলেই তো হল না। বল যদি নিজেদের বক্সের আশপাশেই ঘোরে, তাহলে সেটা বিপজ্জনক। আবার বল যদি ফাইনাল থার্ডের সামনে গিয়ে থেমে যায়, সাইড পাস করতে হয়, তাহলেও সমস্যা। এর মুশকিল আসান একটাই-ব্যাপক রোটেশন।

স্পেন যখন ডিফেন্স থেকে বল তুলছে, তখন দ্রুতগতিতে জায়গা পরিবর্তন করছেন রদ্রি, রুইজ, অলমোরা। টেনে বার করে আনছেন মার্কারদের, বানিয়ে নিচ্ছেন ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকা জায়গায় আক্রমণ করছেন দুই সাইডব্যাক পেড্রো পোরো আর কুকুরেয়া। মাঠজুড়ে তৈরি হচ্ছে অসংখ্যা ত্রিভুজ। এই ত্রিভুজের কোনও নির্দিষ্ট পজিশন নেই। কখনও রদ্রি ডিফেন্সে, কুকুরেয়া ত্রিকোণের টিপে রিসিভার। কখনও সেটা অলমো বা বায়েনা। সবাই সব পজিশনে আছেন। এত দ্রুত ও সুসংগতভাবে যে তাঁদের মার্কাররা দোটানায় পড়ে যাচ্ছে যে, ফলো করব কিনা। এই সবসময় একটা প্লেয়ার পাসিং লেন দেওয়ার জন্য স্পেনকে একজন প্লেয়ার বল হারাতে পারে এমন পরিস্থিতিতে বল রিসিভ করতেও হচ্ছে না। কারণ, গোটা মাঠজুড়ে নিউম্যারিকাল অ্যাডভান্টেজ থাকছে। একের বিরুদ্ধে দুই বা তিন পরিস্থিতি কখনই তৈরি হচ্ছে না। তাই ওলমো, বায়েনা, রুইজরা একজন প্রেসিং ডিফেন্ডারের পিছনে খালি জায়গায় বল ধরে ক্যারি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন।

কিন্তু কীভাবে? কী করে একজন খালি প্লেয়ার পাচ্ছে স্পেন? খুব সহজ, গোলকিপারের জন্য। উনাই সিমন যেহেতু খুব ভালো পাসার, স্পেনের বিল্ড আপে তৃতীয় সেন্টারব্যাক বা সুইপারের কাজটা সিমন করে দেন। এর ফলে স্পেন সবসময় একজন খালি প্লেয়ার মাঠে পেয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে, পাসিং লেন কিন্তু সবসময় মাঠের সরলরৈখিক উচ্চতার একটি প্লেয়ারের দিকে খোলা থাকছে, যাতে বল বিপক্ষের লাইন ভেঙে এগোয়।

স্পেন গত ইউরো থেকেই সবচেয়ে বেশি উন্নতি দেখিয়েছে সামনে পাস খেলার দক্ষতায়। এর ফর্মুলা লুকিয়ে আছে স্পেনের ডায়াগনাল পাসিংয়ে। ডায়াগনাল পাস এমন একটি অপশন যেটি বিপক্ষ সামনাসামনি মোকাবিলা করতে পারে না, অথচ পাসার একটা দূরত্ব বল দিয়ে অতিক্রম করতে পারে।

বল ভালোভাবে বেশি সময় অবধি রাখার জন্য বল দ্রুত কেড়ে নেওয়াও জরুরি। এখানেই ডে লা ফুয়েন্তে তাঁর তুরুপের তাস ছাড়েন-রেস্ট ডিফেন্স। মানে আক্রমণের সময় এমনভাবে পজিশন রাখা যেন বিপক্ষ প্রতিআক্রমণে এলে তাকে দ্রুত একদিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে মাঠটা ছোট করে দেওয়া যায়। এই অতিরিক্ত কয়েকটা টাচ খেলতে খেলতে কুকুরেয়া, পোরোরা সময় পেয়ে যাচ্ছেন নেমে এসে বল কেড়ে নেওয়ার।

ফারাক করে দিয়েছেন লামিনে ইয়ামাল, ড্যানি অলমো, রদ্রি, কুকুরেয়া, কুবারসির মতো ফুটবলাররা। ইয়ামাল পুরো ফিট নন, কিন্তু নিজের একের বিরুদ্ধে এক দক্ষতাকে চাপা দিয়ে যেভাবে পজিশনিং, স্ট্রেংথ আর পাসিং দিয়ে বিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করছেন, সেটা প্রশংসার যোগ্য। কুকুরেয়ার বুকে যেন দুটো ইঞ্জিন। গোটা মাঠের সব জায়গায় তাঁর ঝাঁকড়া চুল দৃশ্যমান। ডিফেন্সে ইস্পাতকঠিন নেতৃত্ব দিচ্ছেন উনিশ বছরের পাউ কুবারসি। তাঁর পাসিং, কভারিং, অফসাইড ট্র্যাপ মনে পড়াচ্ছে সেরা সময়ের পুওল, পিকেদের। রদ্রি চোট থেকে ফিরে দেখাচ্ছেন কেন তিনি ব্যালন ডি'অর বিজয়ী। বল কেড়ে নেওয়া এবং সেই বলকে জায়গায় পৌঁছে দেওয়া, দুটোতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। বিটুইন দ্য লাইন ড্যানি অলমোর প্রতিটা টাচ শৈল্পিক, পুরো আক্রমণভাগের মেট্রোনোম তাঁর পায়ে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্ধারণ করেছেন পোরো, লাপোর্তে, রুইজ, পাঁচ গোল করা ওয়ারজাবল এবং বেঞ্চ থেকে নেমে জোড়া গোল করা সুপার সাব মিকেল মেরিনো।

নেতা মেসির মেন্টালিটি মনস্টার আর্জেন্টিনার অশ্বমেধের ঘোড়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার কাপ তোলার জন্য তাই একজন তারকা নয়, দলগত সংহতি এবং তুখোড় ফুটবল শিক্ষার মেলবন্ধনের জোরই অস্ত্র ডে লা ফুয়েন্তের। যদি বিশ্বকাপ আসে, তাহলে এই নক্ষত্রমণ্ডলী যে গ্যালাক্সি হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহ অনাবশ্যক।

শক্তি: চাপের মুখে বল ধরে রাখার ক্ষমতা, কাউন্টার প্রেসিং, সুগঠিত রেস্ট ডিফেন্স।

দুর্বলতা: লম্বা ডিফেন্ডারের অভাব। দু'দিক থেকে ক্রস এলে ম্যাক এলিস্টার, এঞ্জো ফার্নান্ডেজদের মার্ক করতে সমস্যা হতে পারে।

আশঙ্কা: শেষ পনেরো মিনিটে আর্জেন্টিনা আগের ম্যাচগুলোর মতো চাপ বাড়ালে স্পেন যদি বল ধরে না রাখতে পারে তাহলে কি তাঁরা অনভ্যস্ত ডিফেন্সিভ শেপ ধরে রেখে চাপের মোকাবিলা করতে পারবে? পেনাল্টি শুটআউটে মার্টিনেজের মোকাবিলা করার দক্ষতা কি সিমোনের আছে?

সুযোগ: আর্জেন্টিনা চাপ বাড়ানোর সময় নিজেদের ডিফেন্স অরক্ষিত রাখে, সেটা মিশর ম্যাচে প্রমাণিত। বল যদি দ্রুত পাসিংয়ে জটলা থেকে বার করে আনা যায়, সেখানে ইয়ামালের মতো প্লেয়ারের জন্য সুযোগ অপেক্ষা করবে।

'লিও'স্ফিয়ার ভরসা লা আলবিসেলেস্তেদের

সৌরাংশু

সাম্প্রতিককালে ফুটবল বিশ্বকাপের সফলতম দল কোনটি? গত ৫০ বছরের হিসাব ধরলে জার্মানি ফাইনাল খেলেছে চারটে, জিতেছে দুটো। ব্রাজিল, ফ্রান্স আর ইতালি তিনটে খেলে দুটো। কিন্তু যেই আমরা আর্জেন্টিনার দিকে আসব তখন সংখ্যাটা পালটে যাচ্ছে। গত ৫০ বছরে আর্জেন্টিনা ছয় নম্বর বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলছে এবং তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। হ্যাঁ, আর বছর দুই বাড়ালে হয়তো জার্মানিরও তিনটে ট্রফি দেখা যাবে। কিন্তু তেরোটা ফাইনালের মধ্যে ছ'টা খেলা মুখের কথা নয়। যে আর্জেন্টিনা জুলে রিমে ট্রফির সময়ে মাত্র একবার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে একবারও না জিতে। তারা ট্রফির আকার বদলে এতটা ভালো দল হয়ে গেল কী করে?

উত্তর খুঁজতে গেলে অবশ্যই দৃষ্টি চলে যায় সমকালীন শুধু নয়, সর্বকালের অন্যতম সেরা দুই ফুটবলারের দিকে। দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা আর লিওনেল আন্দ্রে মেসি কুচিতিনি। ছ'বারের মধ্যে দু'বার মারাদোনা আর তিনবার মেসি ফাইনালে। কিন্তু সেখানেই কি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য বিধেয় কারণ শেষ হয়ে যাচ্ছে? না, আরেকটা দিকে নজর যাচ্ছে। এই বিশ্বকাপেই ধরুন। কোচেদের মধ্যে সবথেকে বেশি ছ'জন আর্জেন্টিনা থেকে।

যতই বিতর্ক থাকুক, যতই অভিযোগ থাকুক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ১৯৭৮-এ প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জেতার ক্ষেত্রে পাসারেলা, লুকে, কেম্পেস, আর্দিলেসদের থেকে কোচ 'সিজার' মেনোত্তির অবদান কোনও অংশে কম ছিল না। একইভাবে তারপরের দুইবার ফাইনাল খেলা যতটা না মারাদোনার কৃতিত্ব, তার ছিটেফোঁটা কার্লোস বিলার্দো ও তাঁর ডিফেন্সিভ সংগঠনকে অন্তত দিতেই হয়। বিশেষত ১৯৯০-য়ে (সে বছর অবশ্য সার্জিও গায়কোচিয়া আর ক্লদিও ক্যানিগিয়ার অবদানও কম নয়)।

২০১৪-র আলেহান্দ্রো সাবেয়ার পর বেশ কিছুদিন এডাল-ওডাল-সেডাল করে ২০১৮ বিশ্বকাপের পরে অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় লিওনেল স্কালোনি ও পাবলো আইমারের হাতে। ব্যাস, ফিরে তাকাতে হয়নি। ২০১৯-এর কোপার পর পাকাপাকিভাবে স্কালোনির কাছে দায়িত্ব আসে, আইমার সহকারী। ২০২১-এর কোপা থেকে শুরু করে ফিনালিসিমা, ২০২২ বিশ্বকাপ, ২০২৪ কোপা আর এবারের বিশ্বকাপ, স্কালোনির আকাশে শুধুই আলো, শুধুই নীল আর সাদা মেঘ। সাবেক ছোট জায়গায় পাসিং, ড্রিবলিং এবং নিজস্ব গেম রিডিং-এ ভর করে ফুল ফোটাচ্ছেন তিনি আর্জেন্টিনায়।

২০২২ যদি ছেড়েও দিই, এবারের কোপা এবং বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং-এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেসিকে ছাড়াই দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল, মিডফিল্ড ডায়মন্ড, সামনে হুলিয়েন আর লাউতারো। আর্জেন্টিনার খেলায় উইং ব্যবহার নেই অনেকে বলছেন। কিন্তু তাতে স্কালোনির কিছু যায় আসে না। তিনি মাঝখান দিয়ে দ্রুত পাসিং, জায়গা দখল এবং কাউন্টার প্রেসিং-এর মাধ্যমে গোলের রাস্তা খুলে ফেলছেন।

তার সঙ্গে এই বিশ্বকাপে যোগ হয়েছেন দ্বিতীয় জীবন পাওয়া লিও মেসি। ২০২৩-এ যখন মেসি ইন্টার মায়ামিতে গেলেন সকলে ধরে নিলেন মেসি বাণপ্রস্থে গিয়েছেন। কিন্তু লিও-র পরিকল্পনা ছিল অন্য। এমএলএস-এ অতটা চাপ নেই বটে, কিন্তু নিজের মতো করে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইউরোপের ইঁদুরদৌড়ের বাইরে গিয়ে শরীর, মনকে তৈরি করা এবং নিজের তরবারিতে শান দেওয়া। তা যে তিনি বিলক্ষণ করেছেন তার প্রমাণ, ফাইনালের আগে পর্যন্ত ৮ গোল এবং ৪ অ্যাসিস্ট নিয়ে সেরা খেলোয়াড় এবং সর্বাধিক গোলশিকারির খেতাবের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ৩৯ বছরের এই মেসি যেন নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরছেন। মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিশেষ মুহূর্তগুলির জন্য। সেই বিশেষ মুহূর্তে উজাড় করে দিচ্ছেন ফুটবল থেকে যা পেয়েছেন তিনি। আর নকআউটে এসে সতীর্থরাও মেসির জন্য, আর্জেন্টিনার জন্য নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছেন।

তা বলে কি আর্জেন্টিনার ফাঁকফোকর নেই? সেই ফাঁকফোকর দিয়েই নকআউটে গোল খাওয়া। তারপর দ্রুত কিছু পরিবর্তন, খেলার গতি বদলে ফেলা এবং বিপক্ষের অসাবধানতার সুযোগে বারবার ডুবন্ত জাহাজের ফুটো বুজিয়ে পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছোনো। এখানে প্রশ্ন আসতেই পারে, যে খেলাটা আর্জেন্টিনা গোল খেয়ে খেলছে, সেটা কি আগে খেলা যায় না? সমস্যা হচ্ছে, মেসি এই বয়সে আর প্রেস করবেন না। ফলত, বল ছাড়া আর্জেন্টিনা আউটফিল্ডে দশজনের বিরুদ্ধে ন'জন হয়ে পড়বে। বেশি গতিতে গেলে যদি নিজেদের উন্মুক্ত করে ফেলতে হয়। বরং শেষ কোয়ার্টারে ট্যাকটিক্যাল পরিবর্তনগুলি করে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

এই করেই সাতটা ম্যাচ উতরে গিয়েছে। বাকি আর মাত্র একটি, তা হলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। কিন্তু সামনে তো লুই ডে লা ফুয়েন্তের স্পেন। যারা পজেশনালিজমকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে ফরোয়ার্ড মুভমেন্ট এবং ডায়নামিক প্রোগ্রেশনের মাধ্যমে। এমনকি বল ছাড়া রক্ষণের ক্ষেত্রেও এক নম্বর। একমাত্র বেলজিয়ামের কাছে একটা গোল খাওয়া ছাড়া সারা টুর্নামেন্টে গোল খায়নি। আর্জেন্টিনা সেখানে গোল খেয়েছে ৮টা আর করেওছে ১৯টি গোল।

তাহলে বিশ্বকাপ ফাইনালে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। টুর্নামেন্টের প্রথম বাছাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় বাছাই! এই ম্যাচে আর্জেন্টিনার শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ আর আশঙ্কা কী কী?

শক্তি: লিওনেল মেসির স্বর্গীয় ফর্ম, লিওনেল স্কালোনির অনবদ্য ম্যাচ রিডিং, বাকি খেলোয়াড়দের মেসির জন্য দেশের হয়ে জান লড়িয়ে দেওয়া। বক্সের বাইরে থেকে শটে এবং সেটপিস থেকে হেড করে গোল দেওয়ার ক্ষমতা।

দুর্বলতা: সে আর কী বলব! উইংব্যাকদের ফর্ম, দুই ডিপ ডিফেন্ডারদের মধ্যে ফাঁক, মাঝমাঠের পুরোপুরি ফর্মে না থাকা এবং ভালো উইঙ্গারের অভাব। আর্জেন্টিনা ইজ মিসিং ডি মারিয়া।

আশঙ্কা: ২০১৭-য় কোচদের প্রশিক্ষণে স্কালোনির শিক্ষক ছিলেন ডে লা ফুয়েন্তে। স্কালোনির ফুটবল দর্শনের অনেকটা জুড়েই তিনি। ফলত, স্কালোনির ধূর্ত চাল ধরার ক্ষমতা আছে ডে লা ফুয়েন্তের। এছাড়া প্রতিটি পজিশনে স্পেনের কাছে অধিক গুণমানের খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেশি। আর মেসিকে জোনাল মার্কিংয়ে যদি আটকে দেয় স্পেন, তখন আর্জেন্টিনা দরজা খুলতে পারবে তো?

সুযোগ: স্পেন এখনও পর্যন্ত নিজেরাই খেলার রাশ হাতে রেখে গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। যদি শেষ পনেরো মিনিটে আর্জেন্টিনা যে পুশটা দিচ্ছে সেটা সামলাতে না পেরে ডিপ ডিফেন্ডিংয়ে চলে যায় তাহলে অ্যাডভান্টেজ আর্জেন্টিনা। স্পেন যে একমাত্র গোলটা খেয়েছে সেটা কিন্তু বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে হাওয়ায় বলে হেড থেকে। যা আর্জেন্টিনা বেশ ভালোভাবেই করছে। স্পেনের খেলার টেম্পো নষ্ট করতে আর্জেন্টিনা ফিজিক্যাল ফুটবল খেলতে পারে, যার কোনও উত্তর স্পেনের কাছে নেই।

সময় বেশি নেই, ভারতীয় সময়ের মাঝরাতে স্পেনের মুখোমুখি হচ্ছে স্প্যানিশভাষী আর্জেন্টিনা। ডে লা ফুয়েন্তের প্রোগ্রেসিভ পজেশনালিজম না লিও স্কালোনির প্র্যাগম্যাটিক রিলেশনিজম। বিশ্বকাপটা কে হাতে তোলে, সেটাই দেখার!

অস্কারের শহরে ফুটবলের ব্লকবাস্টার

স্পেনের আক্ষেপ, আর্জেন্টিনার প্রাণ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৮ জুলাই : তেরো বছরের এক লাজুক কিশোর। শরীরে গ্রোথ হরমোনের ঘাটতি, উচ্চতা সমবয়সিদের চেয়ে বেশ খানিকটা কম। আটলান্টিক পেরিয়ে যেদিন সে স্পেনের বার্সেলোনায় পা রেখেছিল, কে জানত এই ছেলেটাই একদিন গোটা ফুটবল বিশ্বকে নিজের খেয়ালে শাসন করবে! লা মাসিয়ার মাঠে তার বাঁ পায়ের জাদুতে ততদিনে রীতিমতো মন্ত্রমুগ্ধ স্প্যানিশ ফুটবল কর্তারা। জাভি হার্নান্ডেজ, ইনিয়েস্তা, সেস ফ্যাব্রেগাসদের নিয়ে গড়া স্পেনের সোনালি প্রজন্মের সঙ্গে ওই খুদে জাদুকরকে জুড়ে দিতে মরিয়া ছিল তারা। স্প্যানিশ কোচ ভিসেন্তে ডেল বস্কি তো প্রকাশ্যে স্বীকারই করেছিলেন, ছেলেটাকে স্পেনের জার্সি পরাতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি তাঁরা।

স্পেনের যে তাকে খুব প্রয়োজন ছিল, তা কিন্তু নয়। তাদের দল এমনিতেই তারকায় ঠাসা। স্পেনের কাছে সে ছিল আভিজাত্য বাড়ানোর এক শৌখিন রত্ন। কিন্তু হাজারো প্রস্তাব, প্রলোভন আর নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের হাতছানি হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছিল রোজারিওর সেই কিশোর। স্প্যানিশ ফুটবলের নিখুঁত ব্যাকরণে বড় হয়ে উঠলেও, তার রক্তে মিশে ছিল শুধুই নীল-সাদা আবেগ। স্পেন তাকে একটা মসৃণ পথ দিতে পারত। বিনা পরিশ্রমে হয়তো আন্তর্জাতিক ট্রফির ক্যাবিনেট অনেক আগেই ভরে যেত।

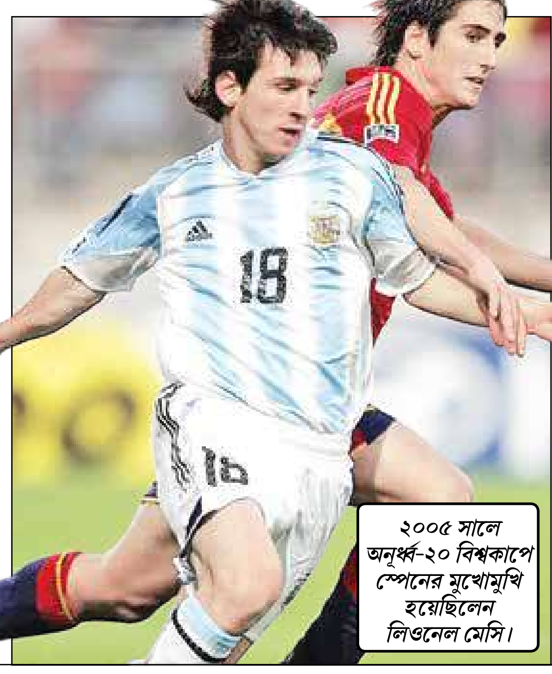
২০০৫ সালে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে স্পেনের মুখোমুখি হয়েছিলেন লিওনেল মেসি।

কিন্তু সে বেছে নিয়েছিল এক অদ্ভুত যন্ত্রণার পথ, কাঁটা বিছানো এক রাস্তা। কারণ সে জানত, স্পেনের তাকে স্রেফ 'ইচ্ছে' হয়েছিল। আর ট্রফি খরায় ধুঁকতে থাকা আর্জেন্টিনার তাকে বাঁচার জন্য ভীষণ 'প্রয়োজন' ছিল।

স্পেনের সেই লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পর, রাতের ঘুম উড়েছিল আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের। ফিফার নিয়ম মেনে তাকে দ্রুত নিজেদের করে নিতে তড়িঘড়ি প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-২০ দলের একটা প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়। কতটা দায়সারা ছিল সেই আয়োজন, ভাবলে আজ হাসি পায়! দলের ফ্যাক্সে পাঠানো নথিতে তার নাম লেখা হয়েছিল 'লিওনেল মেচ্চি'! নিজের দেশ তাকে তখন ঠিকমতো চিনতও না। তবুও সেই কিশোরের জেদ ছিল অবিচল।

এরপরের গল্পটা শুধুই রোলার কোস্টারের মতো। কতবার চোখের জলে মাঠ ছেড়েছেন তিনি। হৃদয় ভাঙার যন্ত্রণায় একসময় অভিমানে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। স্প্যানিশ সমর্থকরা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'আমাদের হয়ে খেললে তোমার এতদিনে বিশ্বকাপ জেতা হয়ে যেত।'

কিন্তু আজ, ৩৯ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে সেই মানুষটা আরও একটা বিশ্বকাপের ফাইনালে। রবিবারের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ সেই স্পেন, যে দেশ তাঁকে ফুটবলের 'অ আ ক খ' শিখিয়েছে। চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে আজকের মহাতারকা হওয়ার ভিত গড়ে দিয়েছে। এটা এক অদ্ভুত চক্রের পূর্ণতা। যে দেশ তাঁকে সব দিয়ে আপন করতে চেয়েছিল, আজ তাদের বিরুদ্ধেই দেশের সম্মান রক্ষার লড়াই। স্পেনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার সেই জেদটা যে ভুল ছিল না, সেটা তিনি আগেই প্রমাণ করেছেন। আর রবিবার কাপটা হাতে উঠলে গোটা বিশ্ব আরও একবার মেনে নিতে বাধ্য হবে- স্পেনের তাঁকে স্রেফ 'ইচ্ছে' হয়েছিল, কিন্তু আর্জেন্টিনার তাঁকে ভীষণ 'প্রয়োজন' ছিল।

ফাইনালের অপেক্ষায় আমেরিকা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রুমি বাগচী

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৮ জুলাই : পাহাড়ের গায়ে সাদা অক্ষরে লেখা 'হলিউড', আর তার ঠিক অদূরেই নাসার সুবিশাল মানমন্দির। এই জোড়া কীর্তির শহরে অন্য কিছু নিয়ে মাতামাতি হওয়ার অবকাশ কোথায়! কিন্তু ফিফা বিশ্বকাপ যেন সেই অলিখিত নিয়মটাই বদলে দিল। যে শহরের ধমনীতে বয়ে চলে সেলুলয়েডের স্বপ্ন, যেখানে রেড কার্পেটে মেপে পা ফেলাতেই লুকিয়ে থাকে গ্ল্যামারের ছটা, সেই বিনোদনের রাজধানী গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মেতে উঠেছিল ফুটবলের নিখাদ রোমাঞ্চে। লস অ্যাঞ্জেলেসে বিশ্বকাপের সব খেলা ইতিমধ্যে শেষ, কার্নিভাল এখন পাড়ি দিয়েছে পূর্ব উপকূলে। রবিবার নিউ জার্সিতে শিরোপার লড়াই, আর তার আগেই ওয়ার্নার ব্রাদার্স বা ইউনিভার্সাল স্টুডিওর এই উপত্যকায় ফেলে আসা ফুটবলের এই ব্লকবাস্টার ফিরে দেখায় মগ্ন সবাই।

বিগত কয়েক দশক ধরে মার্কিন মুলুকে ফুটবল ছিল মূলত ড্রয়িংরুমের হালকা বিনোদন। কিন্তু এবারের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। অস্কারের লাল গালিচার যাবতীয় আলো আর জৌলুস একাই শুষে নিয়েছিল স্টেডিয়াম। আর এই উন্মাদনায় শামিল হতে হলিউডের প্রথম সারির তারকারা এবার ভিড় জমিয়েছিলেন গ্যালারিতে। এটা কোনও সাধারণ জনসংযোগের চমক ছিল না। বেভারলি হিলসের বিলাসবহুল ভিলা থেকে বেরিয়ে রোলস রয়েস বা ল্যাম্বরগিনি হাঁকিয়ে তারকারা যখন মাঠে আসতেন, পরনে কোনও ডিজাইনার গাউন বা টাক্সিডো থাকত না। বদলে গায়ে উঠত স্রেফ প্রিয় দলের জার্সি।

আমেরিকা বনাম তুরস্কের ম্যাচে যেমন গায়ে মার্কিন জার্সি চাপিয়ে গ্যালারি মাতিয়েছিলেন ব্র্যাড পিট, সঙ্গী ছিলেন তাঁর বন্ধু এডওয়ার্ড নর্টন। লস অ্যাঞ্জেলেসে আমেরিকার উদ্বোধনী ম্যাচে ভিআইপি বক্সে বসে নব্বই মিনিটের চিত্রনাট্য গিলেছিলেন খোদ টম ক্রুজ। রবিবার নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সিতে ফাইনালের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি নাকি রুদ্ধশ্বাস কোনও স্টান্টও করবেন। প্যারিস হিলটন এসেছিলেন নব্বইয়ের দশকের মার্কিন রেট্রো ডেনিম জার্সিতে। আর অভিনেতা চ্যানিং ট্যাটাম তো রীতিমতো নরওয়ের স্ট্রাইকার আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড সেজে মাঠে হাজির হয়েছিলেন! অন্যদিকে, কানাডার ম্যাচে গলা ফাটিয়েছিলেন রায়ান রেনল্ডস। ডালাসে আবার ফ্রান্স-স্পেন মহারণ দেখতে হাজির হয়েছিলেন টিমোথি শ্যালামে। লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ভিড়ের মাঝে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করলেও, তাঁর বন্ধু টোবি ম্যাগুয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে এসে সমর্থন জুগিয়েছেন।

বিশ্বকাপে

ফাইনাল

স্পেন বনাম আর্জেন্টিনা

২০ জুলাই, রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটট৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

ঠিক এখানেই হলিউড তারকাদের আভিজাত্য আর ইগোর এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটেছিল। এবারে তাঁরা ছিলেন নিছকই দর্শক। অস্কারের মঞ্চে যিনি সিনেমার শিল্পগুণ নিয়ে গম্ভীর বক্তৃতা দেন, তাঁকেও দেখা গেল পেনাল্টি মিসে সাধারণ ফ্যানের মতো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে। বিকেলের আভিজাত্যে মোড়া ককটেল পার্টিগুলোর আলোচনার বিষয়বস্তু পালটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অফসাইড আর ভিএআরের চুলচেরা বিশ্লেষণে।

সিনেমার চিত্রনাট্যে যে ক্লাইম্যাক্স ফুটিয়ে তুলতে

মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়, ফুটবল মাত্র নব্বই মিনিটে সেই টানটান ক্লাইম্যাক্স তৈরি করে ফেলে। লস অ্যাঞ্জেলেসের পাট চুকিয়ে রবিবার মেটলাইফে পর্দা নামবে এবারের বিশ্বকাপের। অস্কারের শহর হয়তো আবারও ব্যস্ত হয়ে পড়বে সোনার পুতুলের খোঁজে। তবে এই গ্রীষ্মে ফুটবল প্রমাণ করে দিল, বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'শো-ম্যান'-রা আসলে মাঠের ওই এগারোজনই।

এবারের বিশ্বকাপে গ্যালারিতে আলো ছড়িয়েছিলেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও (বাঁয়ে), ব্র্যাড পিটরা। ডেভিড বেকহ্যামের সঙ্গে ফুটবলে মজেছিলেন হলিউডের তারকারা।

বিশ্বকাপ আনকাট

ফাঁকা গ্যালারি ইংল্যান্ড-ফ্রান্স ম্যাচে?

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হৃদয়বিদারক হারের পর কি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ফ্যানরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন? অন্তত আজ রাতে মায়ামিতে হতে চলা তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচের টিকিট বিক্রির পরিসংখ্যান সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। ম্যাচ শুরু হতে আর কয়েক ঘণ্টা বাকি অথচ এখনও পর্যন্ত ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচের প্রায় ৭,০০০ টিকিট অবিক্রিত পড়ে আছে! ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ফিফার পোর্টালে ১,২৪৬টি টিকিট সাধারণ বিক্রির জন্য এবং ৫,৮৬৪টি টিকিট রিসেল প্ল্যাটফর্মে পড়ে ছিল। টিকিটের দামও বেশ চড়া (৮৬৫ ডলার থেকে শুরু করে ১,১২৫ ডলার পর্যন্ত)। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে, অনেকেই বেশি দামে কেনা টিকিট এখন অর্ধেকেরও কম দামে রিসেল প্ল্যাটফর্মে ছেড়ে দিচ্ছেন! অন্যদিকে, রবিবার নিউ জার্সিতে হতে চলা স্পেন বনাম আর্জেন্টিনার মেগা ফাইনালেরও ৩২টি অতি-মূল্যবান টিকিট (দাম ২২ হাজার থেকে ২৫ হাজার পাউন্ড) এখনও বিক্রি হয়নি।

বিশ্বকাপ থেকে ইনস্টাগ্রামে বাজিমাত

বিশ্বকাপের মঞ্চে ফুটবলারদের পারফরমেন্সের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ারও যে কতটা পাল্লা দিয়ে বাড়ে, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড এবং কেপ ভের্দের ৪০ বছরের গোলকিপার ভোজিনহা! 'মাইবেটিংসাইটস'-এর একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ৮ জুন থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত এই দুইজনের ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ারের সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় ৫ কোটি ৮২ লক্ষের বেশি বেড়েছে! নরওয়েকে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে তোলার পাশাপাশি হাল্যান্ডের ফলোয়ার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২ কোটি ৮৯ লক্ষ। তবে সবচেয়ে বেশি চমক দিয়েছেন ভোজিনহা। তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা ৩১,৫৩৮ থেকে এক ধাক্কায় ২ কোটি ৯৩ লক্ষে গিয়ে ঠেকেছে! স্পেনের বিরুদ্ধে অসাধারণ সেভ এবং আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে মেসিকে একাধিকবার আটকে নজর কাড়েন এই অখ্যাত গোলকিপার। বিশ্বকাপে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ফলোয়ার বৃদ্ধিতে তৃতীয় স্থানে থাকলেও, হাল্যান্ড ও ভোজিনহার এই অভাবনীয় উত্থান এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরি হয়ে উঠেছে।

'গুয়ার্দিওলাকে না পেলে টুচেলই ঠিক'

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেও ২-১ ব্যবধানে হেরেছে ইংল্যান্ড। দলের এই হারের পর কোচ টমাস টুচেলের ট্যাকটিক্স ও সাবস্টিটিউশন নিয়ে তীব্র সমালোচনা হলেও, তাঁর পাশেই দাঁড়ালেন প্রাক্তন ইংলিশ অধিনায়ক ওয়েন রুনি। রুনি মনে করেন, পেপ গুয়ার্দিওলাকে যদি না পাওয়া যায়, তবে টুচেলকেই ইংল্যান্ডের কোচ হিসেবে রেখে দেওয়া উচিত। একটি পডকাস্টে রুনি বলেছেন, 'আমি এই মুহূর্তে গুয়ার্দিওলা ছাড়া আর কাউকেই টুচেলের বিকল্প হিসেবে দেখছি না।' তবে টুচেলের বিশ্বকাপের স্কোয়াড নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলে রুনি বলেছেন, 'শুধু আজ্ঞাবহ খেলোয়াড় দিয়ে বিশ্বকাপ জেতা যায় না। এমন খেলোয়াড় দরকার যারা কোচের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তর্ক করতে পারে।' টুচেল অবশ্য আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ২০২৮ সালের ইউরো কাপ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের দায়িত্ব সামলাতে চান।

ইংল্যান্ডের হারে ট্রাম্পের খোঁচা

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের হারের পর এবার কোচ টমাস টুচেলের ট্যাকটিক্স নিয়ে প্রশ্ন তুললেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! ১-০ গোলে এগিয়ে থাকার পর টুচেল যে হ্যারি কেনের মতো দুর্দান্ত স্ট্রাইকারকে তুলে নিয়ে রক্ষণাত্মক নীতি নিয়েছিলেন, তার সমালোচনা করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'হ্যারি কেন একজন অসাধারণ খেলোয়াড়, আমি ওর সঙ্গে গলফও খেলেছি। কিন্তু ওকে ডিফেন্সিভ রোলে খেলানোটা একটা মস্ত বড় ভুল ছিল। এগিয়ে থাকার পর সেরা স্ট্রাইকারকে বসিয়ে দেওয়াটা আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লেগেছে।' ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর সাংবাদিক সম্মেলনে টুচেল অবশ্য বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে, ফোলারিন বালোগানের শাস্তি মকুবের জন্য ট্রাম্প ফিফা বস জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোকে ফোন করার বিষয়টিও স্বীকার করেছেন।

লা মাসিয়ার বিশ্বজয়

বার্সেলোনার বিভক্ত হৃদয়

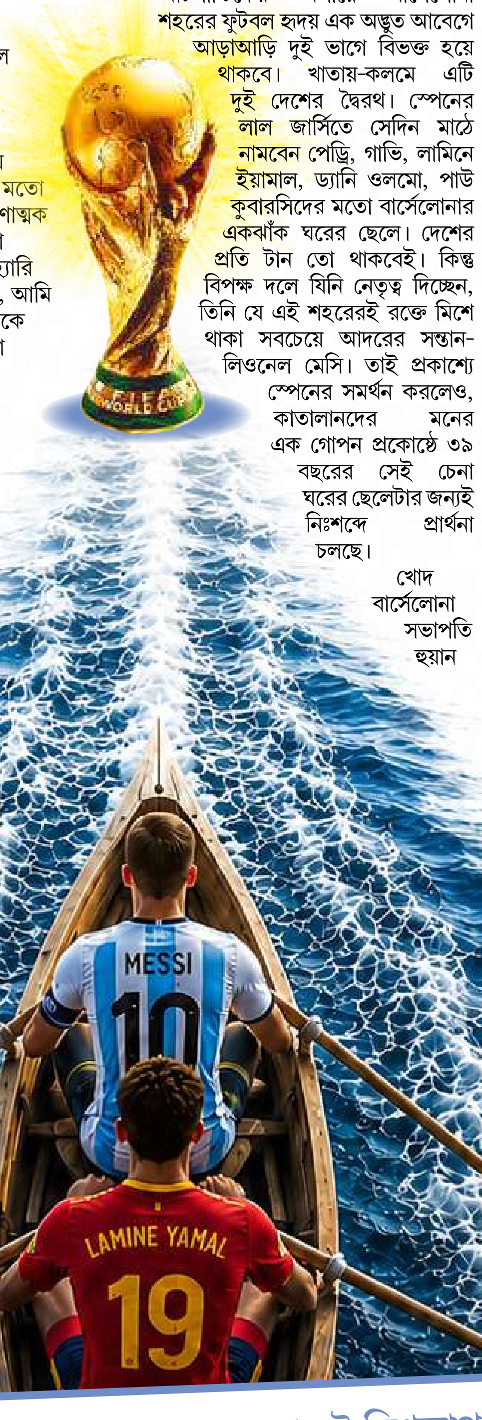

বার্সেলোনা, ১৮ জুলাই : রবিবার নিউ ইয়র্কের ফাইনালে যখন স্পেন ও আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে, তখন আটলান্টিকের এপারে বার্সেলোনা শহরের ফুটবল হৃদয় এক অদ্ভুত আবেগে আড়াআড়ি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকবে। খাতায়-কলমে এটি দুই দেশের দ্বৈরথ। স্পেনের লাল জার্সিতে সেদিন মাঠে নামবেন পেড্রি, গাভি, লামিনে ইয়ামাল, ড্যানি ওলমো, পাউ কুবারসিদের মতো বার্সেলোনার একঝাঁক ঘরের ছেলে। দেশের প্রতি টান তো থাকবেই। কিন্তু বিপক্ষ দলে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনি যে এই শহরেরই রক্তে মিশে থাকা সবচেয়ে আদরের সন্তান- লিওনেল মেসি। তাই প্রকাশ্যে স্পেনের সমর্থন করলেও, কাতালানদের মনের এক গোপন প্রকোষ্ঠে ৩৯ বছরের সেই চেনা ঘরের ছেলেটার জন্যই নিঃশব্দে প্রার্থনা চলছে।

খোদ বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তার গলাতেও সেই আবেগের স্পষ্ট অনুরণন। তাঁর চোখে এই ফাইনাল আসলে 'লা মাসিয়া' অ্যাকাডেমিরই বিশ্বজয়ের এক অনন্য উৎসব। লাপোর্তার মতে, মেসি হলেন বার্সার অতীত ও বর্তমান, আর লামিন ইয়ামাল হলেন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। কে ট্রফি নিয়ে বাড়ি ফিরবে, তার চেয়েও বড় কথা হল, আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে বার্সেলোনার নিজস্ব ফুটবলশৈলীই আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। লাপোর্তা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ইয়ামাল বা মেসির পাশাপাশি হুয়ান গার্সিয়া, এরিক গার্সিয়া থেকে শুরু করে ফেরান টোরেস বা পেড্রিরা প্রমাণ করেছেন, বার্সেলোনার যুব অ্যাকাডেমির শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত।

নিউ ইয়র্কের রকফেলার সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন বার্সা কোচ জাভি হার্নান্ডেজ এবং আর্জেন্টিনার প্রাক্তন তারকা জাভিয়ের মাসচেরানোও যেন এই বার্সেলোনা নস্টালজিয়ায় ভাসছেন। যে লামিন এবং কুবারসিকে মাত্র ১৫-১৬ বছর বয়সে মূল দলে সুযোগ করে দিয়েছিলেন জাভি, তাঁদের এমন পরিণত হতে দেখে তিনি স্বভাবতই গর্বিত। বয়সের কারণে তাঁরা চাপে ভেঙে পড়বেন কি না, এই নিয়ে জাভির মনে একসময় সামান্য শঙ্কা ছিল ঠিকই। কিন্তু সেই কিশোররা সেদিনই নির্ভীক চোখে কোচের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তাঁদের নিয়ে যেন কোনও চিন্তা না করা হয়, তাঁরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আর আজ তাঁরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার দোরগোড়ায়।

নিউ ইয়র্কে ফ্যান ইভেন্টে লিওনেল মেসির সঙ্গে লিওনেল স্কালোনি। -এএফপি

অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৯ বছর বয়সেও মেসির সেই অবিশ্বাস্য দাপট দেখে জাভি আর মাসচেরানো দুজনেই অবাক। একসঙ্গে বসে খেলা দেখার সময় জাভি বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, এই বয়সেও কেউ কীভাবে মাঠজুড়ে এমন প্রভাব ফেলতে পারেন! জাভির চোখে মেসি ইতিহাসের সেরা, একজন অদম্য যোদ্ধা। মাসচেরানোর মতে, মেসি আজও তাঁর নিজের শর্তে খেলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ফুটবল মাঠে তিনি এমন সব মুহূর্ত তৈরি করেন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও প্রায় অসম্ভব মনে হবে।

জাভি নিজে স্পেনের সেই সোনালি প্রজন্মের সদস্য, যারা ২০১০ সালে বল দখলের এই ঘরানাকে হাতিয়ার করেই প্রথমবার বিশ্বজয় করেছিল। আজ সেই একই দর্শনে ভর করে খেলছে স্পেন, আর আর্জেন্টিনার রন্ধ্রে রন্ধ্রেও মিশে আছে বলের দখল নেওয়ার সেই একই আগ্রাসন। জাভির কথায়, দুই দলের এই ফুটবল দর্শনের মূলে রয়েছে বার্সার সেই চিরপরিচিত 'আইডিয়া'। মাসচেরানোও সহমত পোষণ করে জানিয়েছেন, আর্জেন্টিনায় হয়তো এখন বার্সেলোনার খুব বেশি প্রাক্তন খেলোয়াড় নেই, কিন্তু তাদের খেলার ধরনটা হুবহু এক। যে দল মাঝমাঠে বলের দখল বেশি রাখতে পারবে, তারাই ম্যাচের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করবে।

তাই রবিবার নিউ ইয়র্কে স্পেনের লাল জার্সি বা আর্জেন্টিনার আকাশি-সাদা, যে দলই শেষ হাসি হাসুক না কেন, বার্সেলোনার ফুটবল দর্শনের কাছে এই দিনটি এক চিরস্থায়ী উদযাপনের।

স্পেন কোচের অপমানে রুষ্ট মেসি

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তেকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করলেন গ্যালারির দর্শকরা, যা দেখে রীতিমতো বিরক্ত হলেন স্বয়ং লিওনেল মেসি! একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় দর্শকরা হঠাৎ চিৎকার ও হইহট্টগোল শুরু করায় স্প্যানিশ কোচ মাঝপথেই কথা থামিয়ে দিতে বাধ্য হন। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, দর্শকদের এমন অভদ্র আচরণে মেসি বেশ বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে আছেন। তবে ফুয়েন্তে মাথা ঠান্ডা রেখেই পরিস্থিতি সামলে বলেছেন, 'আমাকে ছোটবেলা থেকেই অন্যদের কথা শোনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমাদের সবারই একটু ভদ্রতা শেখা উচিত।' অন্যদিকে, ফাইনাল প্রসঙ্গে স্প্যানিশ কোচ জানিয়েছেন যে এই ম্যাচটি অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে এবং লামিন ইয়ামালকে মেসির সঙ্গে তুলনা না করে তাঁর নিজের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলতে দেওয়া উচিত।

ক্লাব টু বিশ্বকাপ

গত বছর নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সির এই মাঠেই চেলসির হয়ে প্যারিস সাঁ জাঁ-কে ৩-০ গোলে হারিয়ে প্রথম ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছিলেন মার্ক কুকুরেল্লা এবং এনজো ফার্নান্ডেজ। ঠিক ১২ মাস পর, রবিবারের ফাইনালে সেই একই ভেন্যুতে এবার বিশ্বসেরার ট্রফির লড়াইয়ে একে অপরের মুখোমুখি হতে চলেছেন এই দুই তারকা। স্পেনের নতুন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা কুকুরেল্লা এবার বিশ্বকাপে মাত্র ১টি গোল হজম করা স্প্যানিশ রক্ষণভাগের মূল স্তম্ভ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। অন্যদিকে, আর্জেন্টিনার মাঝমাঠের চালিকাশক্তি এনজো টুর্নামেন্টের চরম মুহূর্তে জ্বলে উঠেছেন। শেষ ষোলোয় মিশরের বিরুদ্ধে ইনজুরি টাইমের গোল এবং সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর দূরপাল্লার সমতাসূচক গোল আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তুলেছে। চেলসির দুই সতীর্থের মধ্যে কার মাথায় ও ওঠে অনন্য ডাবলসের মুকুট, এখন সেটাই দেখার।

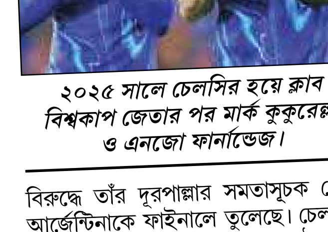
২০২৫ সালে চেলসির হয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ জেতার পর মার্ক কুকুরেল্লা ও এনজো ফার্নান্ডেজ।

ফাইনালে নজরে তিন লড়াই

রবিবার নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন ও আর্জেন্টিনা। দুই দলই অদম্য জেদ আর দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়ে এই চূড়ান্ত মঞ্চে পৌঁছেছে। তবে মাঠের সার্বিক লড়াইয়ের পাশাপাশি এই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে মাঠের ভেতরের তিনটি স্নায়ুক্ষয়ী ব্যক্তিগত দ্বৈরথ।

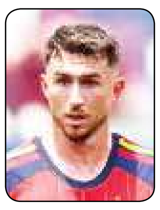
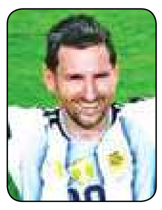

আয়মেরিক লাপোর্তে বনাম লিওনেল মেসি

৩৯ বছর বয়সেও মেসির ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। ৮ গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে শীর্ষে থাকা এই তারকা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে জোড়া অ্যাসিস্ট করে চরম প্রতিকূলতা থেকে দলকে টেনে তুলেছিলেন। স্পেনের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অনেকটাই নির্ভর করছে মেসির এই অবাধ বিচরণ রোখার ওপর। এই কঠিন দায়িত্ব সামলাতে হবে আয়মেরিক লাপোর্তেকে। তরুণ পাউ কুবারসির সঙ্গে জুটি বেঁধে স্পেনের রক্ষণকে কার্যত দুর্ভেদ্য করে তুলেছেন তিনি, গোটা টুর্নামেন্টে স্পেন মাত্র একটি গোল হজম করেছে।

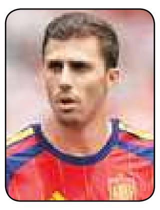

রড্রি বনাম এনজো ফার্নান্ডেজ

মাঝমাঠে দুই টাইটানের লড়াই। স্প্যানিশ অধিনায়ক রড্রি এই টুর্নামেন্টে ৬৪৮টি নিখুঁত পাস (৯৩ শতাংশ সঠিক) এবং সর্বাধিক দূরত্ব (৮৩,৮০২ মিটার) অতিক্রম করে মাঝমাঠের একাধিপত্য ধরে রেখেছেন। অন্যদিকে, আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজ বল কেড়ে নেওয়ায় (৪৩টি টার্নওভার) সিদ্ধহস্ত। মিশর ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের মুখ থেকে দলকে উদ্ধার করা গোল এসেছে এই ২৫ বছরের মিডফিল্ডারের পা থেকেই। রড্রির পাসিং বনাম এনজোর আগ্রাসন- মাঝমাঠের দখল কে নেবে, তার ওপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করবে।

লামিনে ইয়ামাল বনাম নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকো

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে ফেরা স্পেনের তরুণ বিস্ময় লামিনে ইয়ামাল টুর্নামেন্ট যত গড়িয়েছে, ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠেছেন। সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাঁর গতির কাছেই পরাস্ত হয়েছিল ফরাসি রক্ষণ। এই স্প্যানিশ উইঙ্গারকে আটকানোর গুরুদায়িত্ব থাকবে আর্জেন্টিনার বাঁ দিকের ডিফেন্ডার নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকোর কাঁধে। ৩৩ বছরের এই তারকার ‘ওয়ান-ভি-ওয়ান’ রক্ষণে দক্ষতা এবং গত বিশ্বকাপের ফাইনালে ১২০ মিনিট স্নায়ুর চাপ সামলে খেলার অভিজ্ঞতা ইয়ামালদের আক্রমণ রুখতে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় ভরসা।

ক্লান্তির অভিযোগ আর্জেন্টিনার
ইয়ামালকে ট্রফি ছাড়তে নারাজ মেসি

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৮ জুলাই : আমেরিকার মাটিতে গত এক মাস ধরে বিশ্বকাপের প্রতিটি স্পন্দন খুব কাছ থেকে দেখার পর একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি- একেবারে দুই মেরুর। একদিকে ফিফার সূচি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন লিওনেল স্কালোনি, অন্যদিকে স্প্যানিশ শিবির যে কোনও প্ররোচনা এড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় নিজেদের কাজ হাসিল করার ছক কষছে।

আটলান্টায় প্রবল ঝড়ের কারণে বৃহস্পতিবার রাতে নিউ জার্সিতে পৌঁছাতে আর্জেন্টিনার বেজে যায় রাত এগারোটা। টানা ১৫ দিনে এটা তাদের পঞ্চম ম্যাচ। নকআউটের এই শেষ পর্যায়ে এসে ফুটবলারদের চোট-আঘাত আর ক্লান্তি যখন চরম সীমায়, তখন ফিফার সূচি মেনে পরদিন দুপুর সাড়ে ৩টার কাঠফাটা রোদে অনুশীলন করতে বাধ্য হয় বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এই অমানবিক

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

ফাইনালের আগের ৪৮ ঘণ্টা সব দলের কাছেই চরম স্নায়ুর চাপের। চাপ বাড়িয়েছে আবহাওয়াও। শনিবার ফাইনালের আগে দুই দলের চূড়ান্ত আউটডোর ট্রেনিং বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির জন্য বারবার পিছিয়ে দিতে হয়। রবিবারের পূর্বাভাসও বলছে, বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

হাডসন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে যখন মেটলাইফ স্টেডিয়ামের মেজাজটা বোঝার চেষ্টা করছি, তখন আর্জেন্টিনা এবং স্পেন- দুই শিবিরের অন্দরমহলের ছবিটা

সূচিতেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন স্কালোনি। তাঁর কথায়, ‘ছেলেরা বিশ্রাম নেবে কখন? আমাদের জোর করে এমন একটা সময়ে অনুশীলন করানো হল, যেটা আমরা চাইনি। সাংবাদিক সম্মেলনের পর বড্ড অদ্ভুত আর তাড়াহুড়ো করে সারা হল একটা ট্রেনিং সেশন, যেখানে ফাইনালের আগে নতুন কিছু পরখ করে দেখার কোনও সুযোগই মিলল না।’ দলের অনেকেই যে এখনও পুরো ফিট নন, তা-ও অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

স্পেনের রড্রি বা লুইস দে লা ফুয়েন্তের পা মাটিতেই। ফাইনালে উঠে বিরাট কিছু করে ফেলেছেন, এমন হাবভাব তাঁদের নেই। বরং তাঁরা জানেন, ফাইনালে আর্জেন্টিনা তাঁদের শারীরিক সক্ষমতার চূড়ান্ত পরীক্ষা নেবে। রড্রি বলে দিলেন, ‘আমরা কোনও প্ররোচনায় পা দেব না। নিজেদের স্টাইল ধরে রাখাই আমাদের কাজ। আমরা জানি ম্যাচটা অসম্ভব ফিজিকাল হতে চলেছে, আর তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে।’ স্কালোনির দলকে ফুয়েন্তেও ‘গত আট-দশ বছরের সেরা দল’ বলে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে রাখলেন।

তবে নিউ জার্সির এই সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনায় ঘুরেফিরে এল সেই প্রশ্ন- এটাই কি ৩৯ বছরের লিওনেল মেসির শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচ? প্রশ্নটা শুনে স্কালোনি এবং এমিলিয়ানো মার্টিনেজ দুইজনেই হাসলেন। স্কালোনির আবেগঘন জবাব, ‘এই উত্তরটা শুধু লিও দিতে পারবে। ও নিজেই একটা জীবন্ত ইতিহাস। ৩৯ বছর বয়সে বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠাটা অবিশ্বাস্য। দিয়েগোকে (মারাদোনা) আমরা খুব মিস করি, কিন্তু লিও এখনও আমাদের সঙ্গে আছে। আসুন না, ওকে শুধু উপভোগ করি।’

আর সেই মেসি? তিন মাসের শিশু লামিনে ইয়ামালকে বার্সেলোনায় স্নান করানোর সেই বিখ্যাত ছবিটার প্রসঙ্গ উঠতেই মুচকি হাসলেন। বললেন, ‘ছবিটা দারুণ, তাই না? আর আজ আমরা দুইজনেই একসঙ্গে বিশ্বকাপের ফাইনালে! ইয়ামাল বিশ্বের অন্যতম সেরা। ওর সামনে এক উজ্জ্বল কেরিয়ার পড়ে আছে। ওকে অনেক শুভেচ্ছা, তবে রবিবার বিশ্বকাপটা ও যাতে জিততে না পারে, তার জন্য আমরা আমাদের সবটুকু উজাড় করে দেব।’

১৯৬২ সালে ব্রাজিলের পর দীর্ঘ ৬৪ বছরে কোনও দেশ টানা দুইবার বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। স্পেনের তারুণ্য আর সংঘবদ্ধ ফুটবলের সামনে দাঁড়িয়ে রবিবার নিউ জার্সিতে সেই ইতিহাস গড়ারই অপেক্ষায় মেসির আর্জেন্টিনা।

অনুশীলনে লিওনেল মেসি। ফাইনালের প্রস্তুতিতে চলেছেন লামিনে ইয়ামাল।

> আজ আমরা দুইজনেই একসঙ্গে বিশ্বকাপের ফাইনালে! ইয়ামাল বিশ্বের অন্যতম সেরা। ওর সামনে এক উজ্জ্বল কেরিয়ার পড়ে আছে। ওকে অনেক শুভেচ্ছা, তবে রবিবার বিশ্বকাপটা ও যাতে জিততে না পারে, তার জন্য আমরা আমাদের সবটুকু উজাড় করে দেব।
>
> -লিওনেল মেসি

সংখ্যার খেলায় কে এগিয়ে

স্পেন না আর্জেন্টিনা?

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বকাপের ফাইনাল মানেই স্নায়ুর চূড়ান্ত পরীক্ষা। তবে মাঠে নামার আগে খাতায়-কলমে পরিসংখ্যান কী বলছে? কে এগিয়ে আর কে পিছিয়ে? রবিবার নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে স্পেন ও আর্জেন্টিনার মহারণের আগে আসুন চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক কিছু আকর্ষণীয় পরিসংখ্যানে।

সবচেয়ে সেরা আক্রমণ বনাম সেরা রক্ষণ

এই ফাইনালটি হতে চলেছে চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বেশি গোল করা দলের সঙ্গে সবচেয়ে কম গোল হজম করা দলের লড়াই। ট্রফি ধরে রাখার লড়াইয়ে নামা আর্জেন্টিনা ৭ ম্যাচে মোট ১৯টি গোল করেছে, অন্যদিকে স্পেনের গোলসংখ্যা ১৩। তবে স্পেনের সবচেয়ে বড় শক্তি তাদের ডিফেন্স, গোটা টুর্নামেন্টে তারা মাত্র একটি গোল (বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে) খেয়েছে। বিপরীতে আর্জেন্টিনা হজম করেছে ৭টি গোল।

মেসি ম্যাজিক অব্যাহত

৩৯ বছর বয়সেও লিওনেল মেসি যেন ডিফেন্ডারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছেন। এই টুর্নামেন্টে তিনি ইতিমধ্যে ৮টি গোল করে যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন এবং ৪টি অ্যাসিস্ট করেছেন। সবচেয়ে বেশি গোলমুখী শট (৩৪), সবচেয়ে বেশি অন টার্গেট শট (১৯) এবং সর্বাধিক ‘এক্সপেক্টেড গোল’ (৬.১৬) সবই তাঁর দখলে। এমনকি সবচেয়ে বেশি কর্নারও (৩৪) তিনিই নিয়েছেন।

স্পেনের টিমগেম

অন্যদিকে স্পেনের সাফল্য এসেছে দলগত পারফরমেন্সের হাত ধরে। মিকেল ওয়ারজাবাল ৫ গোল করে দলের সর্বাধিক স্কোরার, আর ড্যানি ওলমো ও মার্ক কুকুরেল্লা দুইটি করে অ্যাসিস্ট করেছেন।

পাসিংয়ের রাজত্ব

তিকিতাকা ঘরানার জন্য বিখ্যাত স্পেনের রড্রি (৬৯৪), আয়মেরিক লাপোর্তে (৫৬৮) এবং পাউ কুবারসি (৫৬৬) সবচেয়ে বেশি পাস দিয়েছেন। তবে পাসিংয়ের ক্ষেত্রে কুবারসির ৯৭ শতাংশ নির্ভুলতা নজরকাড়া। মজার ব্যাপার হল, দলগতভাবে কিন্তু আর্জেন্টিনা স্পেনের চেয়ে বেশি পাস (৪৭৭২) দিয়েছে এবং সম্পূর্ণ (৪৩২৪) করেছে। যদিও দুই দলের পাসিংয়ের নির্ভুলতার হার সমান (৯১ শতাংশ)।

সব মিলিয়ে পরিসংখ্যান বলছে, রবিবারের ফাইনাল হতে চলেছে সমানে সমানে টক্কর। স্পেনের জমাট রক্ষণ কি পারবে মেসির আক্রমণ রুখতে? নাকি টানা দ্বিতীয়বার কাপ উঠবে আর্জেন্টিনার হাতে? উত্তর মিলবে রবিবারের নিউ ইয়র্কেই।

মুখোমুখি সাক্ষাৎ
ম্যাচ ১৪
স্পেন ৬-৬ আর্জেন্টিনা
ড্র ২

বিশ্বকাপে
১৯৬৬ সালের আসরে দুই দলের দেখা হয়। আর্জেন্টিনা ২-১ গোলে জয়ী।

শেষ ৫ সাক্ষাতে
স্পেন ৩-২ আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসের কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য

দ্রুততম গোল

১৯৭৪ সালের ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের জোহান নেস্কেন্স মাত্র ৮৮ সেকেন্ডে গোল করে রেকর্ড গড়েছিলেন। পশ্চিম জার্মানির খেলোয়াড়রা বল ছোঁয়ার আগেই ডাচরা ১৬টি পাস খেলে এই গোলটি আদায় করে নিয়েছিল।

ক্লিনশিটের খরা

বিশ্বকাপের ফাইনালে কোনও দলের গোল না খেয়ে ম্যাচ জিততে বা ‘ক্লিনশিট’ রাখতে পাক্কা ৬০ বছর লেগেছিল। ১৯৯০ সালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে পশ্চিম জার্মানি প্রথম এই নজির গড়ে।

জার্সির রঙের ভাগ্য

দ্বিতীয় পছন্দের বা ‘অ্যাওয়ে’ জার্সি পরে ফাইনালে জিততে স্পেনের ৪৪ বছর লেগেছিল। ১৯৬৬ সালে লাল জার্সি পরে ইংল্যান্ডের জয়ের পর, ২০১০ সালে স্পেন নীল জার্সি পরে ফাইনালে জিতেছিল।

কাফুর হ্যাটট্রিক

ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুলব্যাক কাফু একমাত্র ফুটবলার যিনি তিনটি বিশ্বকাপের ফাইনালে (১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২) খেলেছেন। রবিবার মাঠে নামলেই এই রেকর্ডে ভাগ বসাবেন লিওনেল মেসি (২০১৪, ২০২২, ২০২৬)।

এমবাপের গোল বন্যা

বিশ্বকাপের ফাইনালে সবচেয়ে বেশি ৪টি গোল করার রেকর্ড কিলিয়ান এমবাপের (২০১৮-তে ১টি, ২০২২ সালে ৩টি)। জিওফ হার্স্ট, ভাভা, পেলে এবং জিনেদিন জিদানের ৩টি করে গোল রয়েছে।

প্রত্যাবর্তনের রূপকথা

বিশ্বকাপের ফাইনালে পিছিয়ে পড়েও জয়ের ঘটনা ঘটেছে ৭ বার। যার মধ্যে সর্বশেষটি ছিল ৫২ বছর আগে, ১৯৭৪ সালে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মানির জয়।

গ্যালারিতে খুদেদের রাজত্ব

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৮ জুলাই : আটলান্টা স্টেডিয়ামের গোলকধাঁধার মতো করিডর পেরিয়ে মিডিয়া বক্সের দিকে যাওয়ার সময় আচমকাই চোখ আটকে গেল। সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে নীল-সাদা জার্সি পরা আস্ত একটা পরিবার, আর সবার জার্সির পেছনে জ্বলজ্বল করছে ‘মার্টিনেজ’ নামটা! কৌতূহল সামলাতে না পেরে একটু ঘুরিয়েই প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম, ‘সবাই তো দেখছি মেসির জার্সি পরে, আপনারা মার্টিনেজের কেন?’

উত্তরটা বড়দের দিক থেকে নয়, এল দলের সঙ্গে থাকা একরত্তি এক খুদের কাছ থেকে। স্পষ্ট, ঝরঝরে ইংরেজিতে সে বলে উঠল, ‘কারণ আমি এমিলিয়ানো মার্টিনেজের ছেলে, আর এরা আমার পরিবার!’ অবাক হওয়ার তখনও বাকি। পকেট থেকে ফোনটা বের করে ছবি তুলতে যেতেই ধেয়ে এল কড়া ধমক, ‘আমি কিন্তু আপনাকে ছবি তোলার অনুমতি দিইনি!’ ইংল্যান্ডে থাকার সুবাদেই হোক বা বাবার খ্যাতির কারণেই হোক, ওইটুকু বয়সে তার এই আত্মবিশ্বাস আর ব্যক্তিত্ব দেখে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলাম।

আসলে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ থেকে শুরু করে আজকের এই ফাইনালের দোরগোড়া পর্যন্ত ভিআইপি বক্সগুলোতে চোখ রাখলে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট- এবারের বিশ্বকাপটা আক্ষরিক অর্থেই এক আন্তর্জাতিক ফ্যামিলি গেট টুগেদার। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে তারকা সন্তানদের খুনশুটি আর উচ্ছ্বাস।

আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোর পাশে গ্যালারিতে বাবার জন্য সমানে গলা ফাটায় থিয়াগো, মাতেও আর সিরো। তিনজনের গায়েই মানানসই নীল-সাদা জার্সি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পরিবারের উপস্থিতিও ছিল নজরকাড়া। জর্জিনা রডরিগেজের সঙ্গে হাজির ছিল ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়ার, আলানা, মাতেও সহ বাকিরা। রোনাল্ডো তো এবার নিজের বুটেও পাঁচ ছেলেমেয়ের নাম লিখিয়ে মাঠে নেমেছিলেন! বাদ যায়নি নেইমার কন্যাও। দলের বিদায়ে গ্যালারিতে তার সেই কাঁদো-কাঁদো মুখ অনেকেরই মন ছুঁয়েছে।

তবে এবারের আসরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে মূলত দুইজন- লামিন ইয়ামালের তিন বছরের ভাই কেনে আর এনজো ফার্নান্ডেজের ছোট্ট ছেলে বেঞ্জামিন। স্পেনের ম্যাচ মানেই মায়ের কোলে কেনের উপস্থিতি। দাদার সঙ্গে নাচ, গলফ খেলতে গিয়ে উলটে পড়া- কেনের সব কাণ্ডই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সুপারহিট। ম্যাচ জিতলেই সে দৌড়ে মাঠে ঢুকে যায় দাদাকে জড়িয়ে ধরতে।

অন্যদিকে, বেঞ্জামিনও কম যায় না। আটলান্টায় সেমিফাইনালের আগে তাকে দেখলাম পরিবারের কোনও এক সদস্যের কাঁধে চেপে মাঠে ঢুকতে। এনজোর বিশাল পরিবারের ভিড়ে তাকে কাঁধে নেওয়ার লোকের অভাব হয় না। তবে মজার ব্যাপার হল, এনজো চেলসিতে খেলায় বেঞ্জামিনের জন্ম ইংল্যান্ডে। তাই সেমিফাইনালে না বুঝেই সে মাঝে মাঝে ইংলিশ সমর্থকদের তালে তাল মেলাচ্ছিল, পরে মায়ের বকুনিতে থামে! এনজোর গোলে সমতা ফিরতেই অবশ্য মায়ের কাঁধ থেকে তার উল্লাস ছিল দেখার মতো।

এই যে বিশ্বমঞ্চের আবহে, লাখো দর্শকের গর্জনের মাঝে বেড়ে উঠছে এই খুদেরা, কে বলতে পারে, আগামীদিনের তারকারা হয়তো এই ভিআইপি বক্সেই নিজেদের তৈরি করছে!

মা ও দাদা লামিনের সঙ্গে কেনে ইয়ামাল।

স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজ।

পুত্র ও কন্যার সঙ্গে আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

মেসি-জকোভিচের আড্ডায়
ফাইনালের আগাম সুর

নিউ ইয়র্কে ফ্যান ইভেন্টে লিওনেল মেসির কাছে নোভাক জকোভিচ জানতে চান মাঠে তাঁর চাপমুক্ত থাকার রহস্য। ছবি : এএফপি

নিউ ইয়র্ক, ১৮ জুলাই : নোভাক জকোভিচ যখন সঞ্চালকের মতো মাইক্রোফোনটা নিজের হাতে তুলে নিলেন, ম্যানহাটনের 'ফ্যানাটিকস ফেস্ট' মঞ্চে তখন পিনপতন নীরবতা। চব্বিশটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক জকোভিচ সরাসরি তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু লিওনেল মেসির দিকে। টেনিসের কোর্টে বছরের পর বছর ধরে অমানুষিক চাপ সামলানোর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতে চাইলেন, 'লিও, এত প্রত্যাশা আর চাপের পাহাড় বুকে নিয়ে তুমি কীভাবে নিজের স্বাভাবিক ছন্দটা ধরে রাখো?'

মেসির উত্তরটা এল একেবারেই তাঁর স্বভাবের মতো- শান্ত, গভীর এবং মাটির কাছাকাছি। তিনি জানালেন, প্রত্যাশাকে তিনি কখনোই কোনও বোঝা হিসেবে দেখেননি। তাঁর কথায়, 'শৈশবে ফুটবল খেলাটা শুরু করেছিলাম স্রেফ নিখাদ ভালোবাসার টানে। মাঠে নামব, আনন্দ করব আর লড়ব- এটাই আমার কাছে সবসময় স্বাভাবিক মনে হয়েছে। আমরা সবাই জিততে চাই, সেটা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু আমি এটাও খুব ভালোভাবে বুঝি যে, খেলাধুলোয় জেতার চেয়ে হারতে হয় অনেক বেশি। যেদিন থেকে এই সহজ সত্যিটা আমি মেনে নিতে শিখেছি, সেদিন থেকেই চাপ বিষয়টা আমার কাছে অনেকটাই হালকা হয়ে গিয়েছে।' এই মেনে নেওয়ার দর্শনই তাঁকে মানুষ এবং খেলোয়াড় হিসেবে অনেকটাই পরিণত করেছে বলে জানান আর্জেন্টিনীয় মহাতারকা।

> শৈশবে ফুটবল খেলাটা শুরু করেছিলাম স্রেফ নিখাদ ভালোবাসার টানে। মাঠে নামব, আনন্দ করব আর লড়ব। কিন্তু আমি এটাও খুব ভালোভাবে বুঝি যে, খেলাধুলোয় জেতার চেয়ে হারতে হয় অনেক বেশি। যেদিন থেকে এই সহজ সত্যিটা আমি মেনে নিতে শিখেছি, সেদিন থেকেই চাপ বিষয়টা আমার কাছে অনেকটাই হালকা হয়ে গিয়েছে।
> -লিওনেল মেসি

আড্ডার আবহ আরও জমে উঠল যখন আমেরিকান ফুটবলের কিংবদন্তি টম ব্র্যাডি প্রসঙ্গ তুললেন উনিশ বছর আগের সেই ভাইরাল বাথটাবের ছবিটার। কুড়ি বছরের তরুণ মেসির কোলে পাঁচ মাসের একরত্তি লামিনে ইয়ামাল- এই অবিশ্বাস্য সমাপতনকে ব্র্যাডি আক্ষরিক অর্থেই 'ভবিষ্যদ্বাণী' বলে উল্লেখ করলেন। ব্র্যাডির কথা শুনে মেসি স্বভাবসিদ্ধ লাজুক ভঙ্গিতে হেসে মাথা নাড়লেন, 'পুরো ব্যাপারটাই যেন পাগলামি! ওই ছোট্ট শিশুটা আজ বিশ্ব ফুটবলের এত বড় মঞ্চে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, ভাবলেই ঘোর লাগে।' ইয়ামালের প্রতি নিজের মুগ্ধতা গোপন না করলেও, আর্জেন্টিনার অধিনায়ক তাঁর সহজাত রসবোধে যোগ করলেন, রবিবারের ম্যাচে স্পেনের স্বপ্ন ভাঙতে এবং ইয়ামালকে চুপ করিয়ে রাখতেই তাঁরা নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দেবেন।

ফ্যান ইভেন্ট শেষে টম ব্র্যাডি, কেভিন ডুরান্ড, নোভাক জকোভিচের সঙ্গে সেলফিতে লিওনেল মেসি।

মঞ্চে এরপর স্প্যানিশ শিবিরের চালিকাশক্তি রড্রি এবং কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তেকে নিয়ে শুরু হয় নতুন পর্ব। জকোভিচ যখন তাঁদের কাছে মেটলাইফ স্টেডিয়ামের মতো চূড়ান্ত মঞ্চে মানসিক প্রস্তুতির কৌশল জানতে চাইলেন, তখন রড্রি কোনও রকম তাত্ত্বিক গোলকধাঁধায় না গিয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি পরম শ্রদ্ধায় হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি অকপটে স্বীকার করে নিলেন, 'মেসিকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার অবকাশ নেই। আর্জেন্টিনার কাছে ওর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার চোখে তো বটেই, বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে তিনিই সর্বকালের সেরা।' মাঠের লড়াইয়ের আগে প্রতিপক্ষের নেতার প্রতি এমন নিঃসংকোচ শ্রদ্ধার প্রদর্শন আধুনিক ফুটবলে সত্যিই বিরল।

এরপর ব্র্যাডি মাইক্রোফোনটা ঘুরিয়ে দিলেন রড্রির দিকে। প্রশ্ন ছিল, রবিবারের ফাইনালের আগে ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের ঠিক কোন মন্ত্র শোনাবেন তিনি? রড্রি বুঝিয়ে দিলেন, শুধু একজন জাদুকরকে আটকানোর চেয়ে নিজেদের দলের সম্মিলিত প্রয়াসই তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চাপের মুখে সতীর্থদের মাথা ঠান্ডা রেখে নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা চালিয়ে যাওয়ার বার্তাই তিনি দেবেন।

আড্ডার শেষে মেসি, জকোভিচ, ব্র্যাডি এবং বাস্কেটবল আইকন কেভিন ডুরান্ট একসঙ্গে একটা সেলফি তুললেন, যা ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ঝড় তুলেছে। এক ফ্রেমে এতগুলো মানুষের এত বিপুল অর্জন খুব কমই দেখা যায়। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে যখন রবিবার দুই দল মুখোমুখি হবে, তখন ম্যানহাটনের এই মঞ্চ প্রমাণ করে দিল, শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছাতে গেলে শুধু প্রতিভা নয়, মাটির কাছাকাছি থাকার মানসিকতা এবং প্রতিপক্ষকে সম্মান জানানোর সৌজন্যও ঠিক কতটা জরুরি।

প্রত্যাশার চাপ মুছে
সেরার মঞ্চে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়
ইয়ামাল

নিউ ইয়র্ক, ১৮ জুলাই : একজন ভালো ফুটবলার আর একজন সত্যিকারের ফুটবল জাদুকরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? পার্থক্যটা লুকিয়ে থাকে মনস্তত্ত্বে। সাধারণ মঞ্চে দুইজনেই হয়তো সমান দক্ষতায় খেলবেন, কিন্তু যখনই প্রত্যাশার পারদ চরমে ওঠে, তখন ভালো ফুটবলারটি হয়তো চাপের মুখে খেই হারিয়ে ফেলেন। আর জাদুকর? তিনি ঠিক সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে জ্বলে ওঠেন। বড় মঞ্চের এই 'সাইকোলজিক্যাল গিয়ার' বা মানসিক দক্ষতা বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকজন কিংবদন্তিরই থাকে। রবিবার নিউ জার্সির চূড়ান্ত দ্বৈরথে লিওনেল মেসির মুখোমুখি হওয়ার আগে, স্পেনের সদ্য ১৯-এ পা দেওয়া বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামাল ঠিক সেই অভিজাত শ্রেণিরই প্রতিনিধিত্ব করছেন।

এবারের টুর্নামেন্টে ইয়ামালের পারফরমেন্স যদি পরিসংখ্যানের আতশকাচে বিচার করেন, তবে তা হয়তো তাঁর চেনা মাপকাঠির চেয়ে কিছুটা নিষ্প্রভ মনে হবে। চোট-আঘাত, শারীরিক ক্লান্তি আর প্রতিপক্ষের কড়া মার্কিংয়ের কারণে তিনি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে খেলতে পারেননি। কিন্তু ফুটবল বোদ্ধারা জানেন, এই আপাত-সাধারণ পারফরমেন্সের আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক অতিকায় বিস্ফোরণের অপেক্ষা। এলিট খেলোয়াড়রা অনেক সময় টুর্নামেন্টের শুরুতে এভাবেই নিজেদের একটু গুটিয়ে রাখেন, বিপক্ষের রক্ষণভাগকে ব্যস্ত রেখে সতীর্থদের জায়গা করে দেন। তারপর যখনই সব আলো তাঁদের ওপর এসে পড়ে, ঠিক তখনই তাঁরা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেন। সেমিফাইনালে স্পেনের পক্ষে সেই মহামূল্যবান পেনাল্টি আদায় করে নেওয়াই প্রমাণ করে, ইয়ামালের জাদুকরী স্ফুলিঙ্গ ঠিক কতটা প্রাণঘাতী হতে পারে।

বার্সেলোনা থেকে দূরে রোকোফন্ডা নামের এক পিছিয়ে পড়া পাড়ার সাধারণ ছেলে থেকে বিশ্ব ফুটবলের 'রকস্টার' হয়ে ওঠার এই যাত্রাপথ রূপকথার চেয়ে কম কিছু নয়। আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকায় পা রাখার পর থেকে তিনি যে স্তরের তারকা-খ্যাতি পাচ্ছেন, তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য। চ্যাটানুগায় স্পেনের অনুশীলনের সময় হাজার হাজার ভক্তের ভিড় আর উন্মাদনা বুঝিয়ে দিয়েছে, বিশ্ব ফুটবল ইতিমধ্যেই তাঁর পায়ের জাদুতে মোহিত। কিন্তু এত খ্যাতির আলো বা চাপের পাহাড়- কোনও কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি। যখন তিনি বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে ঢোকেন, তখন তাঁর সেই হিমশীতল স্থিরতা দেখে স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে তাঁকে দালি বা মিকেলাঞ্জেলোর মতো 'জিনিয়াস'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। গোল করার পর হাতের আঙুলে রোকোফন্ডার পোস্টাল কোড '৩০৪' দেখিয়ে তিনি আজও মনে করিয়ে দেন, শেকড়কে তিনি ভোলেননি।

বয়স মাত্র ১৯, অথচ ইতিমধ্যেই স্পেনের জার্সিতে ৩২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। এই বয়সে পেলে, দিয়েগো মারাদোনা, লিওনেল মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও এতগুলো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। তাঁর পরিপক্কতা এবং ফুটবলীয় বুদ্ধি তাঁর বয়সের চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে।

আর রবিবার তাঁর প্রতিপক্ষ কে? সেই মেসি! যাঁর সঙ্গে ১৯ বছর আগে তাঁর সেই বিখ্যাত বাথটাবের ছবি আজ এক জীবন্ত ইতিহাস। নিজের আইডল বা কোনও কিংবদন্তির মুখোমুখি হওয়া সবসময়ই তরুণ খেলোয়াড়দের কাছে নিজেদের ছাপিয়ে যাওয়ার একটা বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ঠিক যেন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের হাতে রাজদণ্ড তুলে দেওয়ার এক ঐতিহাসিক লগ্ন।

নিউ জার্সির সবুজ ঘাসে আলো যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তখন কি শান্ত টুর্নামেন্টের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন ইয়ামাল? তাঁর নিখুঁত ফুটবল মস্তিষ্ক থেকে কি জন্ম নেবে নতুন কোনও মাস্টারপিস? ফুটবল বিশ্ব এখন সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তেরই অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

লামিনে ইয়ামালকে ফাইনালে বল জোগানের দায়িত্ব থাকবে রড্রির উপর।

ফের ফিফা মসনদে
ইনফ্যান্তিনো

নিউ জার্সি, ১৮ জুলাই : ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সখ্য এবং মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড প্রত্যাহার নিয়ে বিশ্ব ফুটবলে বিতর্কের ঝড় উঠলেও, ফিফার মসনদে জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর চতুর্থবার বসা কার্যত নিশ্চিত। 'দ্য গার্ডিয়ান'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ফিফার ২১১টি সদস্য দেশের মধ্যে ২০০টিরও বেশি দেশ ইতিমধ্যেই ইনফান্তিনোকে সমর্থন জানিয়েছে। জার্মানির মতো গুটিকয়েক দেশ এখনও নীরব থাকলেও, ইংলিশ এফএ-র মতো প্রভাবশালী সংস্থাও তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছে। আপাতত তিনিই একমাত্র প্রার্থী হওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর পুনর্নির্বাচিত হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা।

সম্প্রতি বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে মার্কিন স্ট্রাইকার বালোগানের লাল কার্ডের নির্বাসন তুলে নেওয়া নিয়ে চরম বিতর্ক তৈরি হয়। স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই বিষয়ে ফিফা প্রধানকে ফোন করেছিলেন বলে স্বীকার করলেও, ইনফ্যান্তিনো দাবি করেছেন তিনি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তে কোনও হস্তক্ষেপ করেননি। তবে এই ঘটনায় রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গের অভিযোগ তুলে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) কাছে ইনফ্যান্তিনোর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছে 'ফেয়ারস্কোয়ার' নামক একটি সংস্থা।

লেজেন্ডস কাপের মাঝে ভোজিনহার সঙ্গে জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো। নিউ ইয়র্কে।

তবে এই সমস্ত বিতর্ক ফিফার অন্দরে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি। নিউ ইয়র্কে ফিফার সদস্য দেশগুলির যে বৈঠক হতে চলেছে, সেখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বরং রেকর্ড রাজস্ব আয় এবং সদস্য দেশগুলির আর্থিক অনুদান বৃদ্ধির মতো লাভজনক বিষয়গুলিই ইনফ্যান্তিনোর সভাপতিত্বে হতে চলা এই হাই ভোল্টেজ বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় হতে চলেছে।

বিশ্বকাপ শেষে এক বিষণ্ণ লড়াই

'আমরা কেউই খেলতে চাইনি'

মায়ামি, ১৮ জুলাই : রবিবার সকালে চায়ের কাপ হাতে যখন আপনারা খবরের কাগজের এই পাতাটি পড়ছেন, তখন মায়ামির মাঠে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচের ফলাফল আপনাদের জানা হয়ে গিয়েছে। কে জিতেছে ব্রোঞ্জ পদক, আর কেই বা চতুর্থ হয়ে ফিরেছে-সেই পরিসংখ্যান হয়তো এতক্ষণে খবরের শিরোনামে। কিন্তু এই ম্যাচের আসল গল্পটা কোনও জয় বা পরাজয়ের নয়, বরং এক চরম অনীহা আর বিষাদের। বিশ্বকাপের ইতিহাসে হয়তো এই প্রথমবার দুই দলের কোচ ম্যাচের আগে অকপটে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, এই সান্ত্বনাসূচক ম্যাচটি তাঁরা কেউই খেলতে চান না।

নিউ ইয়র্কে ফাইনাল খেলার বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে আমেরিকায় পা রেখেছিল টমাস টুচেলের ইংল্যান্ড এবং দিদিয়ের দেশঁর ফ্রান্স। কিন্তু সেমিফাইনালে যথাক্রমে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের কাছে হেরে সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাওয়ার পর, এই তৃতীয় স্থানের লড়াই দুই শিবিরের কাছেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বোঝা মাত্র। থ্রি লায়ন্সদের হেডস্যর টুচেলও কোনও রাখঢাক না করেই বলেছিলেন, কোনও ফুটবলারই এই ম্যাচটা খেলতে চায় না, সবাই ফাইনালে খেলতে চেয়েছিল। অন্যদিকে ফরাসি কোচ দেশঁর গলাতেও ছিল ঠিক একই সুর। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ডও এই ম্যাচ খেলতে চায় না, তাঁরাও চান না। কিন্তু পেশাদার ফুটবলের দায়বদ্ধতা এবং দেশের জার্সির সম্মানের খাতিরেই তাঁদের এই মাঠে নামতে হয়েছে। ফরাসি ডিফেন্ডার ইব্রাহিমা কোনাতে তো এই ব্রোঞ্জ পদককে নিছকই এক 'চকোলেট মেডেল' আখ্যা দিয়ে এই ম্যাচের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন।

বিশ্বকাপ জয়ের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার যন্ত্রণা নিয়েই ফের প্র্যাকটিসে হ্যারি কেন।

তবে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ম্যাচটির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আরও একটি গভীর আবেগ। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে ফরাসি ফুটবলের রিমোট কন্ট্রোল নিজের হাতে রাখার পর, মায়ামির এই মাঠেই কোচিং কেরিয়ারের ইতি টানলেন দেশঁ। ২০১৮ সালের বিশ্বজয়ী এই কোচের বিদায়বেলাটা নিঃসন্দেহে আরও একটু রঙিন হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা রূপ নিল এক বিষণ্ণ আনুষ্ঠানিকতায়। ড্রেসিংরুমের বাইরে ফরাসি ফুটবলের নতুন সম্রাট হওয়ার অপেক্ষায় ইতিমধ্যেই প্রস্তুত জিনেদিন জিদান। আর সেই নতুন যুগের সূচনার আগে, মায়ামির সবুজ গালিচায় দেশঁর শেষ ম্যাচটি ফুটবল বিশ্বে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে এক অদ্ভুত কারণে-এমন এক লড়াই হিসেবে, যা আসলে কোনও দলই লড়তে চায়নি!

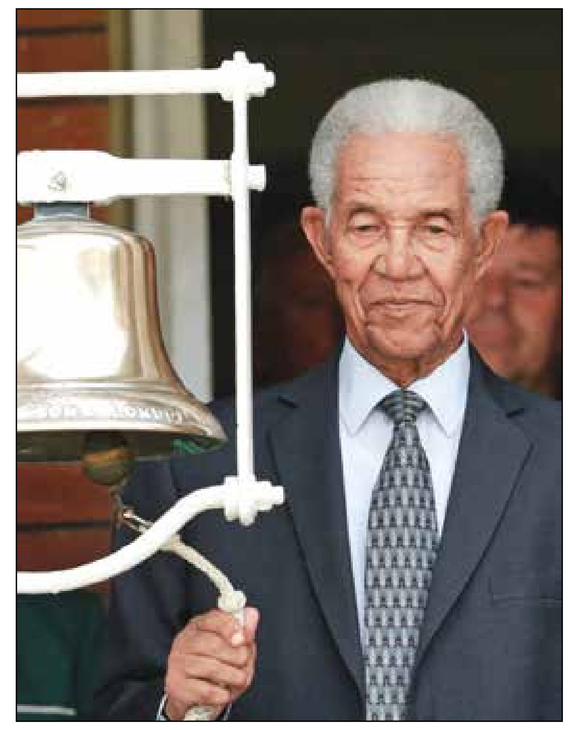
আইসিসি স্যর গ্যারফিল্ড সোবার্সের নামাঙ্কিত ট্রফি বর্ষসেরা ক্রিকেটারকে দিয়ে থাকে।

সোবার্সকে শ্রদ্ধা শচীন-লারাদের

স্বপ্নের নায়ক, স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন গাভাসকার

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : প্রতিটি বাচ্চা যে স্বপ্ন নিয়ে ব্যাট-বল হাতে তুলে নেয়, স্যর গ্যারফিল্ড সোবার্সের কাছে তার সবকিছু ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রয়াত কিংবদন্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া সুনীল গাভাসকারের। ভারতীয় কিংবদন্তির জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালে সোবার্সের ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডের বিরুদ্ধে। বাকিটা ইতিহাস।

প্রয়াত সোবার্সের প্রতি সেই আবেগ ঝরে পড়ল সানির বক্তব্যে। বলেছেন, 'সম্ভবত ক্রিকেটের সবচেয়ে দুঃখের দিন। পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো গ্রেটেস্ট ক্রিকেটার আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। স্যর গ্যারফিল্ড সোবার্সকে বিচার করার জন্য কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়। একজন বাচ্চা ব্যাট-বল হাতে তুলে নেওয়ার পর যা যা স্বপ্ন দেখে, তার সবকিছু ছিল ওঁর মধ্যে। মনের মধ্যে হাজারো স্মৃতি ভিড় করছে। শান্তিতে থাকো স্যর গ্যারফিল্ড। চিরকাল আমাদের মনের মণিকোঠায় থাকবে।'

শুক্রবার রাতে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির প্রয়াণের খবর শোনার পর শোকে আচ্ছন্ন ক্রিকেট বিশ্ব। দেশ-কাল-সীমার গণ্ডি ছাড়িয়ে শোকস্তব্ধ ক্রিকেটমহল। শচীন তেন্ডুলকার, ব্রায়ান লারা থেকে বিরাট কোহলি, বীরেন্দ্র শেহবাগ- প্রত্যেকের কথায় ক্রিকেট নায়ককে হারানোর শোক।

২০২৩ সালে ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সময় বার্বাডোজে স্যর গ্যারফিল্ড সোবার্স ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিরাট কোহলি। শুক্রবার কিংবদন্তির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে বিসিসিআই এই ছবিটাই সামনে এনেছে।

বিরাট কোহলি : অন্যতম কিংবদন্তিকে হারাল ক্রিকেট। আপনার ক্রিকেট পরম্পরা একের পর এক প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে।

শচীন তেন্ডুলকার : স্যর গ্যারি যে আর নেই, এটা মেনে নেওয়া সত্যিই খুব কঠিন। অনেক স্মৃতি ভিড় করছে। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়ের ট্রফিটা তাঁর হাত থেকে পাওয়া। শততম সেঞ্চুরির মাইলফলকের পর তাঁর প্রশংসা পেয়েছিলাম। কয়েক বছর আগে লন্ডনে দেখা হয়েছিল। ভেবে খারাপ লাগছে সেটাই ছিল আমাদের শেষ দেখা।

ব্রায়ান লারা : সর্বকালের সেরাকে হারালাম আমরা। পরিবারের প্রতি সমবেদনা। শান্তিতে ঘুমোও। তোমার পরম্পরা কখনও ক্রিকেট দুনিয়া ভুলবে না।

মহম্মদ আজহারউদ্দিন : ক্রিকেট তার সেরা আইকনকে হারাল। অলরাউন্ডার, স্পোর্টসম্যানশিপ, ক্রিকেট পরম্পরা- সবদিক থেকে বিরল। ক্রিকেট বিশ্বকে তোমাকে কখনও ভুলবে না।

বীরেন্দ্র শেহবাগ : অলরাউন্ডার শব্দটা অনেকের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। কিন্তু স্যর গ্যারফিল্ড সোবার্সের জন্য এই শব্দ তৈরি হয়েছিল। ফাস্ট বোলিং, স্পিন বোলিং, বাঁহাতি ব্যাটিং শিল্প, এক ওভারে ছয় ছক্কা, ২৩ বছরে অপরাজিত ৩৬৫...! তখন আইপিএলে হলে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হতেন সম্ভবত।

হরভজন সিং : ক্রিকেট হারাল অন্যতম সেরা রত্নকে। কিংবদন্তির চেয়ে বেশি কিছু ছিলেন স্যর গ্যারি সোবার্স। দুরন্ত প্রতিভা, অসাধারণ মানুষ, ক্রিকেটারদের প্রেরণা। আমাদের হৃদয়ে চিরকাল থেকে যাবেন।

রবি শাস্ত্রী : আমার হিরো, আমার অনুপ্রেরণা।

১৯৮৪ সালে ইডেন গার্ডেন্সে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির সঙ্গে সুনীল গাভাসকার।

সুনীল গাভাসকার : স্যর গ্যারফিল্ড সোবার্সকে বিচার করার জন্য কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়। একজন বাচ্চা ব্যাট-বল হাতে তুলে নেওয়ার পর যা যা স্বপ্ন দেখে, তার সবকিছু ছিল ওঁর মধ্যে।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ **শ্রেয়াংশ কুণ্ডু :** তুমি এলে আমাদের জীবনে শত ভালোবাসার রঙ নিয়ে। জন্মদিনে চাই তোমার সুখের আলো, থেকো তুমি চিরকাল সুস্থ আর ভালো। –পাপা **প্রবীর, মাম্মি শ্রাবণী, দিদিয়া প্রিয়াংশী, দাদুভাই, ঠাম্মা, দাদাই, দিদন। শান্তিনগর, শিলিগুড়ি।**

জয়ের হ্যাটট্রিক ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুলাই : কলকাতা লিগে অপ্রতিরোধ্য ইস্টবেঙ্গল। শনিবার তৃতীয় ম্যাচে তারা ১-০ গোলে হারাল রেলওয়ে এফসি-কে। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পেনাল্টি থেকে ইস্টবেঙ্গলের জয়সূচক গোল করেন জেসিন টিকে। পরের দিকে সুযোগ পেলেও ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। এদিকে, রবিবার লিগের তৃতীয় ম্যাচে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। প্রতিপক্ষ কালীঘাট মিলন সংঘ। ডুরান্ড কাপের কথা মাথায় রেখে এই ম্যাচে একাধিক সিনিয়ার খেলোয়াড়কে খেলাতে পারে মোহনবাগান।

রুটকে থামানোর ‘পরীক্ষা’ বুমরাহদের

নির্ণায়ক যুদ্ধে চোখ হিটম্যানে

লর্ডস, ১৮ জুলাই : ভারত-১ ইংল্যান্ড-১।

প্রথম দুই ম্যাচ শেষে সিরিজের স্কোরলাইন। আগামীকাল ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে টাই ভাঙার পালা। টেমসের পাড়ের যে নির্ণায়ক যুদ্ধ ভাগ্য ঠিক করবে সিরিজের। টি২০ টক্করে লজ্জার হারের ক্ষতে ওডিআই যুদ্ধে প্রলেপ দিতে বদ্ধপরিকর ভারত। ঘরের মাঠে আরও এক সিরিজ জেতার মেজাজে হ্যারি ব্রুকের ইংল্যান্ডও।

রবিবাসরীয় লর্ডস দ্বৈরথে দুই শিবিরের যে চাওয়া-পাওয়ার মাঝে রোহিত-বিতর্কের আঁচ। কার্ডিফে দ্বিতীয় ম্যাচে হারের পর রোহিত শর্মার অবসর-জল্পনায় পারদ রীতিমতো উর্ধ্বমুখী। যে জল্পনায় জল ঢেলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সচিব দেবজিৎ সইকিয়া পরিষ্কার বলেছেন, লর্ডসে অবসর নিচ্ছেন না হিটম্যান। প্রকাশ্যে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচকদের। বিতর্কে সাময়িক জল পড়লেও নির্ণায়ক যুদ্ধে চোখ রোহিতেই। শতরানে সমালোচকদের জবাব দেওয়ার প্রার্থনা ভক্তদের। প্রাক্তনদের অনেকে চাইছেন, হিটম্যান শোয়ে রবিবাসরীয় লর্ডস রঙিন হয়ে উঠুক। চাপ, বিতর্ক সরিয়ে যে কঠিন পরীক্ষা জোফ্রা আর্চার, জোশ টাঙ্গদের সঙ্গে রোহিতের ‘প্রতিপক্ষ’ গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকাররাও। যথার্থ অর্থেই টিকে থাকার ম্যাচ। যার সাক্ষী হতে ইতিমধ্যেই লন্ডনে পৌঁছে গিয়েছেন রোহিতের বাবা-মাও।

ঘরের মাঠে গত আফগানিস্তান সিরিজে রান পেলেও বিলেতের মাটিতে দুই ম্যাচেই ব্যর্থ। বিপক্ষে যাচ্ছে রোহিতের নড়বড়ে, অস্বস্তিকর ব্যাটিং। ভয়ডরহীন ব্যাটিংয়ের বদলে খোলসের মধ্যে গুটিয়ে থাকছেন। শুভমান গিল ভরসা জোগালেও রোহিত শো দেখা যায়নি। প্রত্যাশা মেটাতে লর্ডসের চেয়ে আদর্শ মঞ্চ আর কী হতে পারে?

বোর্ড সচিবের ঘোষণার পর বিতর্ক সরিয়ে সমঝোতার ছবি

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
তৃতীয় ওডিআই আজ
সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট
স্থান : লন্ডন
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার অ্যাপ

ভারতীয় শিবিরে। লর্ডসের বিখ্যাত ব্যালকনিতে গম্ভীর-রোহিতকে হাসিঠাট্টা করতে দেখা গেল। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন মর্নি মরকেলও। প্রথম দুই ম্যাচের ব্যর্থতাকে গুরুত্ব না দিয়ে বোলিং কোচ বলেছেন, ‘নতুন বলের চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ নয়। বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে রোহিত সেই কাজটা করছে।’

মরকেলের বক্তব্য, বোর্ডের সমর্থনের পরও আগরকার-গম্ভীর সমীকরণে রোহিতের কেরিয়ার কোন পথে এগোবে ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল। রোহিত-ইস্যুতে জর্জরিত প্রতিপক্ষের ফায়দা তুলতে বদ্ধপরিকর ইংল্যান্ডও। চলতি সফরে ভারতীয় ব্যাটিং এমনিতেই নড়বড়ে। শুভমান-

তৃতীয় ওডিআইয়ের জন্য অনুশীলনে রোহিত শর্মা। শনিবার লর্ডসে।

অক্ষর প্যাটেল-ওয়াশিংটন সুন্দরের লড়াইয়ে প্রথম ম্যাচে এসেছিল। ওয়াশিংটন চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন (পরিবর্ত হিসেবে দলে হর্ষ দুবেকে)।

ঘুরেফিরে বিরাট-শুভমানের কাঁধেই দায়িত্ব জোফ্রা আর্চারদের আটকানোর। অপরদিকে ভারতের পথের কাঁটা স্বপ্নের ফর্মে থাকা জো রুট। রুটের অপরাজিত ৯৯-এ গত ম্যাচে আটকে গিয়েছিল ভারত। প্রথম ম্যাচে দল হারলেও রান পেয়েছেন (অপরাজিত ৭৬)। রুটের থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা স্বয়ং অধিনায়ক ব্রুকের গলাতে। আশাবাদী, স্ট্রাইক রোটেট থেকে ক্রিজে টিকে থাকা-বাকিরাও রুট-ওয়েতে গাড়ি ছোটাবে।

বেন ডাকেট, জ্যাকব বেথেল, উইল জ্যাকসদের মধ্যে সেই ক্ষমতা রয়েছে, ইতিমধ্যে টের পেয়েছে ভারতীয় দল। ব্রুকদের তুরীয় মেজাজে ব্রেক লাগানোর দায়িত্বে জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিধ কৃষ্ণা, গুরনুর ব্রাররা কতটা সফল হয়, চোখ থাকবে। মাঝের ওভারে গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরের স্পিনও। সুন্দরের জায়গায় প্রথম এগারোয় সম্ভবত প্রত্যাবর্তন ঘটছে কুলদীপ যাদবের।

লর্ডস দ্বৈরথে পাল্লা ইংল্যান্ডের ভারী হলেও দ্বিপাক্ষিক পরিসংখ্যানে ভারত কয়েক কদম এগিয়ে। ২২টি সিরিজে ইংল্যান্ড জিতেছে মাত্র সাতটিতে। শেষ সিরিজ জয় ২০১৮ সালে। তবে লর্ডসে ভারত শেষবার ওডিআই ম্যাচে জিতেছিল ২০০৪ সালে। গত দুই দশকের বেশি সময়ে ক্রিকেট মক্কায় জয় অধরা। রোহিত-বিতর্ক পিছনে ফেলে টেমসের পাড়ে শুভমান ব্রিগেড দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটাতে পারে কিনা, সেটাই দেখার।

লর্ডসের ব্যালকনিতে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে খোশমেজাজে রোহিত শর্মা।

লর্ডসে রোহিতের শেষ ম্যাচ নয়, বার্তা বোর্ডের

লর্ডস, ১৮ জুলাই : রোহিত শর্মার অবসর বিতর্কে নয়া সমীকরণ।

লর্ডসে রবিবাসরীয় নির্ণায়ক যুদ্ধ রোহিত শর্মার কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ নয়। পরিষ্কার বার্তা দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। গত কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা জল্পনায় জল ঢেলে বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, এরকম কোনও কথাবার্তা হয়নি। পুরোটাই গুজব। ক্রিকেট মক্কায় আগামীকাল ভারতীয় জার্সিতে হিটম্যানের ক্রিকেট সাফারিতে ইতি পড়ছে না।

প্রাক্তন অধিনায়ককে ঘিরে অনিশ্চয়তা, অবসরের সম্ভাবনাকে খারিজ করে এদিন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেছেন, ‘রোহিত

শর্মাজির হয়ে ‘ব্যাটিং’ শুভমান-বিরাটের

শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক গুজব, বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পরিষ্কারভাবে সবাইকে বলতে চাই, লর্ডসেই রোহিত তাঁর শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে, এরকম কোনও আলোচনা হয়নি।’

ভারতীয় দলের অন্দরমহলের খবর ছিল, চলতি সিরিজের মাঝেই গৌতম গম্ভীরকে সঙ্গে নিয়ে রোহিতের সঙ্গে কথা বলেন নির্বাচকরা। জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁদের ২০২৭ বিশ্বকাপের ভাবনায় রোহিত নেই। লর্ডস ম্যাচের পর তাঁর জায়গা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া হবে না। যশস্বী জয়সওয়ালকে পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়ে তৈরি রাখাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

গত জুন মাসে আফগানিস্তান সিরিজে তৃতীয় ম্যাচে যশস্বীকে খেলাতে রোহিতকে ‘বিশ্রাম’ নেওয়ার জন্য চাপ দেন গম্ভীর-অজিত আগরকার জুটি। কিন্তু রোহিত রাজি হননি (৭৯ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে জবাবও দেন)। বিকল্প ভাবনায় শুভমানকে তিনে এবং ওপেনিংয়ে রোহিতের সঙ্গে যশস্বীকে খেলানো হয়। ইংল্যান্ড সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচে ব্যর্থতার (১১ ও ২৬) পর নির্বাচকরা ফের সক্রিয়।

অবসর সম্ভাবনাকে আরও উসকে দেয় রোহিতের বাবা-মার লন্ডনে পৌঁছে যাওয়া। দুয়ে দুয়ে চার করতে থাকেন অনেকে। ভারতীয় ক্রিকেটমহল যে সম্ভাবনা নিয়ে রীতিমতো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কারও মতে, রোহিতের এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে। আগরকার-গম্ভীররা যেভাবে চাপ তৈরি করছেন, তা রোহিতের মতো প্লেয়ারের প্রাপ্য নয়। রোহিত বিতর্কে আঁচ পৌঁছে যায় বোর্ডের অন্দরমহলে। সূত্রের খবর, সিরিজের মাঝে নির্বাচকদের এহেন অবসর বার্তার অসন্তুষ্ট রোহিত সরাসরি বোর্ডের একাধিক শীর্ষকর্তার সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি হিটম্যানের হয়ে ব্যাট ধরেন স্বয়ং বিরাট কোহলি এবং অধিনায়ক শুভমান। ইংল্যান্ডে পা রাখার পর গিল বলেওছিলেন, রোহিত-বিরাট হল ওডিআই দলের মেরুদণ্ড। রোকোর অভিজ্ঞ দলের কাছে অমূল্য।

চলতি বিতর্কে গম্ভীর-আগরকারের সামনে শুভমান নিজের সেই বক্তব্য তুলে ধরেন। বিরাটও সওয়াল করেন রোহিতের পক্ষে। এরপরই খেলা ঘুরে যায় এবং বোর্ডের তরফে রোহিতকে নিয়ে রাতারাতি সুস্পষ্ট বার্তা। জানিয়ে দেওয়া হয় ভারতীয় ওডিআই দলের ভাবনাতেও ভীষণভাবে রয়েছেন রোহিত।

বোর্ড সচিব সইকিয়ার গলাতেও সেই সুর। গম্ভীর-আগরকারের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে সইকিয়া বলেছেন, ‘ভারতীয় ওডিআই দলের নিয়মিত সদস্য রোহিত। দেশের হয়ে যে ভূমিকা চালিয়ে যাবে যতদিন পর্যন্ত ও পরিকল্পনায় থাকবে। পাশাপাশি আবারও পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, লর্ডস ওডিআই রোহিতের শেষ ম্যাচ নয়।’ বোর্ডের অবস্থান রোহিতের কেরিয়ারে নতুন ‘লাইফলাইন’। রাতারাতি নতুন কোনও সমীকরণ তৈরি না হলে ২৮৭ ম্যাচে ১১,৭৫৭ রানের রেকর্ডকে আরও ঝলমলে করার সুযোগ পাচ্ছেন। এখনই বন্ধ হচ্ছে না ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের দরজাও। তবে শেষ কথা বলবে রোহিতের ব্যাটিং পারফরমেন্স। হিটম্যান শোয়ে পায়ের নীচের জমিটা শক্ত করে নেওয়ার সঙ্গে নিন্দুকদের জবাব দিতে পারেন কিনা রোহিত, সেটাই এখন দেখার।

পতাকাবাহক চানু, লভলিনা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : আসন্ন গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের দুই পতাকাবাহক হচ্ছেন ভারোত্তোলক সাইখোম মীরাবাই চানু ও বক্সার লভলিনা বরগোহাইঁ। শনিবার পতাকাবাহক হিসেবে দুই তারকা অ্যাথলিটের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমস শুরু হচ্ছে ২৩ জুলাই, চলবে ২ অগাস্ট পর্যন্ত।

আজই কলকাতায় বাগান কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুলাই : ডুরান্ড কাপ শুরুর আগেই স্বস্তি সবুজ-মেরুনে। রবিবার সকালেই কলকাতায় পা রাখছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নতুন হেড কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। রবিবার সিনিয়ার দলের অনুশীলন নেই। তবে বিকেলে মোহনবাগানের কলকাতা লিগের ম্যাচ দেখতে মাঠে যাবেন গ্রিক কোচ। জানা গিয়েছে সোমবার থেকে দল নিয়ে ডুরান্ড ডার্বির মহড়ায় নেমে পড়বেন তিনি। এদিকে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের পর একে একে ভিসা পাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি ফুটবলাররাও। আশা করা হচ্ছে ডুরান্ড শুরুর আগেই পুরো দল হাতে পেয়ে যাবেন হাবাস।

গোথিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন মিনার্ভা

কলকাতা, ১৮ জুলাই : গোথিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হল মিনার্ভা অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিলের আরএস স্পোর্টসকে। মিনার্ভার হয়ে গোল করেছে কিপগেন থাংসানগ্লেন ও ননগ্রেম।

জাপান ওপেনে ফাইনালে সিন্ধু

টোকিও, ১৮ জুলাই : জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন পিভি সিন্ধু। দুই বছরের খেতাবের খরাও কি কাটবে এবার? প্রতিপক্ষ নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হয়নি। শেষ চারেও পুরো ম্যাচ খেলতে হল না সিন্ধুকে। এদিন সেমিফাইনালে চিনের চেন ইউফেইয়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম গেম জেতেন ২১-১৯ পয়েন্টে। দ্বিতীয় গেমেও তখন ১৫-১০ পয়েন্টে এগিয়ে সিন্ধু। সেইসময় হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে কোর্ট ছাড়েন ইউফেই। ফলে ওয়াকওভার পেয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেন ভারতের তারকা শাটলার। ২০২৪ সালে শেষ কোনও প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলেছিলেন সিন্ধু। জিতেছিলেন সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব। এবার ফাইনালে প্রতিপক্ষ আকানে ইয়ামাগুচি।

ফাইনালে উঠে পিভি সিন্ধু।

জায়েন্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : বিশ্বকাপ ফুটবল ঘিরে পারদ চড়ছে শিলিগুড়িতেও। আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের সেরার লড়াই একসঙ্গে উপভোগ করতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বর ও বাঘা যতীন পার্কে জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফুটবল লাভার্স শিলিগুড়ির তরফে ডাক্তার শঙ্খ সেন বলেছেন, ‘বাঘা যতীন পার্কে আমরা জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করছি। শিলিগুড়ির ক্রীড়াপ্রেমীদের আমাদের সঙ্গে ফাইনাল দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।’ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে সুইমিং পুলের সামনে খেলা দেখার আয়োজন করছে শহরের আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব। তাঁদের তরফে স্বস্তিক সাহা বলেছেন, ‘লিওনেল মেসিকে সম্ভবত আগামীকালই শেষবার বিশ্বকাপে দেখা যাবে। আশা করছি, চ্যাম্পিয়ন হয়েই তিনি ফিরবেন। আমরা ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সি আর্জেন্টাইন সমর্থকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, স্বপ্নটা সত্যি হলে রাতেই শিলিগুড়িতে র‍্যালি বের করব। আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করছি, আমাদের ডাকে সাড়া দেবে সবাই।’